

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস

[সঙ্কলন-সংগ্ৰহ]

দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া



কল্পতরু ধর্মীয় বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি মুক্তিকামী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Kbangsha Bhikkhu

ধৰ্মাধাৰ বৌদ্ধ গ্ৰন্থ প্ৰকাশনী—গ্ৰন্থমালা ৩১

বৌদ্ধধৰ্মেৰ ইতিহাস

(পালি সঙ্কম-সংগ্ৰহেৰ বঙ্গানুবাদ)

অধ্যাপক দীপংকৰ শ্ৰীজ্ঞান বড়ুয়া

[প্ৰাচ্যভাষা বিভাগ, চট্টগ্ৰাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্ৰাম, বাংলাদেশ]

ধৰ্মাধাৰ বৌদ্ধ গ্ৰন্থ প্ৰকাশনী

কলিকাতা

১৯৯৭

BAUDDHADHARMER ITIHAS

by

PROF. DIPANKAR SRIJNAN BARUA

প্রকাশিকা :

শ্রীমতি সন্দর্শন বড়ুয়া,
ধর্মধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী,
৫০টি/১সি পটরী রোড,
কলিকাতা—১৫

প্রকাশকাল :

প্রবারণা পূর্ণিমা, ২৫৪১ বঙ্গাব্দ ;
১লা কার্তিক, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ ;
১৬ই অক্টোবর, ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ

মুদ্রাকর :

পঞ্চানন জানা
জানা প্রিন্টিং কনসার্ন
৪০/১বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন,
কলিকাতা-১২

মূল্য : ত্রিশ টাকা

উৎসর্গ

সমাজসেবিকা ও বিদ্যোৎসাহিনী মহীশসী
মহিলা প্রসাতা শ্রীমতি সৃজাতা বড়ুয়ার
প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধায় নিবেদিত ।

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
মুখবন্দ	১
ভূমিকা	২
অবতরণিকা	৩
প্রথম অধ্যায়—প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি	১৭
দ্বিতীয় অধ্যায়—দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি	২৯
তৃতীয় অধ্যায়—তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি	৩২
চতুর্থ অধ্যায়—চৈত্যপর্বত বিহার প্রতিগ্রহণ	৩৫
পঞ্চম অধ্যায়—চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি	৪১
ষষ্ঠ অধ্যায়—ত্রিপিটক রচনা	৪৪
সপ্তম অধ্যায়—অট্ঠকথা পরিবর্তন	৪৯
অষ্টম অধ্যায়—ত্রিপিটকের টীকা	৫৭
নবম অধ্যায়—সুবিবরদের দ্বারা গ্রন্থ রচনা	৬১
দশম অধ্যায়—ত্রিপিটক লিখার ফল	৬৪
একাদশ অধ্যায়—সঙ্কম শ্রবণের ফল	৬৭

মুখবন্ধ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাংলাদেশ) অধ্যাপক শ্রীদীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়ার ‘সন্ধ্মসংগহ’ (বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস) শীর্ষক পালি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইল। ইহা “ধর্মধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী” হইতে প্রকাশিত করার সুযোগ প্রদান করিয়া অধ্যাপক বড়ুয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। এই অনুবাদ গ্রন্থখানির ভাষা প্রাজ্ঞ হইয়াছে। তাই সর্বশ্রেণীর পাঠক ইহার দ্বারা উপকৃত হইবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপিকা বহুগ্রন্থপ্রণেত্রী ডঃ আশা দাশ এই গ্রন্থের মূল্যবান ভূমিকা লিখিয়া দিয়া সকলের ধন্যবাদার্থী হইয়াছেন। অধ্যাপক বড়ুয়ার ‘অবতরণিকা’ও মূল্যবান হইয়াছে। ইহা গ্রন্থখানির মমোদ্বারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক হইবে। আমরা আশা করি অধ্যাপক বড়ুয়া এইভাবে পালি সাহিত্যের বিভিন্ন অপ্রকাশিত গ্রন্থের অনুবাদ কার্যে ব্রতী হইবেন। বর্তমানে যেখানে পালি ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতের ঘণ্টা অভাব, সেখানে অধ্যাপক শ্রীদীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়ার ঈদৃশ প্রয়াস বাস্তবিকই প্রশংসার্পণীয়। অলমর্তিবিস্তরেণ।

সংস্কৃত কলেজ

কলিকাতা

মহাষষ্ঠী, ১৪০৪

স্বকোমল চৌধুরী

ভূমিকা

‘সঙ্কম্মসঙ্গহ’ ত্রিপিটক বহির্ভূত পালি গ্রন্থ। সিংহল নিবাসী পণ্ডিত সন্ধানন্দের সম্পাদনায় ১৮৯০ খৃঃ পালি টেক্সট্ সোসাইটির জানালাে রোমান অক্ষরে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৪১ খৃঃ ড. বিমলা চরণ লাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এর প্রথম ইংরেজী অনূবাদ প্রকাশ করেন। তাঁর বহুমুখীন অনবদ্য সৃষ্টিকর্মের জন্য বিদম্ভ সমাজের কাছে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন, থাকবেনও বহু দিন। আমরা স্নেহভাজন, লাভপ্রাপ্ত গ্রীদীপস্কর গ্রীষ্মান বড়ুয়া (সহযোগী অধ্যাপক, প্রাচ্য ভাষা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ) বর্তমানে ‘সঙ্কম্ম সঙ্গহ’ গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনূবাদ করেছেন। সম্ভবতঃ ইংরেজী ভাষায় অনূদিত গ্রন্থটি তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে।

এ কালে প্রাচীন সূত্রগ্রন্থ যা চেতনাকে উদ্বোধিত করে তার প্রতি লেখক ও পাঠক উভয় সম্প্রদায়ের আকর্ষণ ক্রম অপস্বয়মান। আমরা দৈনন্দিন প্রয়োজনের আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় এতই আকণ্ঠ মগ্ন যে বৃহত্তর ও মহত্তর কিছু ভাববার অবসর পাই না। এই অবনয়নের দিনে শ্রীমান দীপস্করের এই প্রচেষ্টা আমাকে উৎসাহিত করেছে। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘ কালের। গবেষণার কাজেও তাঁর শ্রমনিষ্ঠা প্রশংসাহ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষকরূপে যোগদানের পর থেকে তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছি। ব্যক্তিগত ভাবে আমি জানি বাংলাদেশ ও ভারতে বহু গুণমুগ্ধ অধ্যাপক ও সূত্রী ব্যক্তি আছেন। কিন্তু আমার সঙ্গে তার পরিচয় অত্যন্ত আন্তরিক ও ঘনিষ্ঠ। জীবনে বৌদ্ধধর্ম ও পালি সাহিত্যের জন্য আয়োজিত বহু উদ্যোগে অংশ গ্রহণ করেছি। আজ জীবন-সায়াকে উপনীত হয়ে একজন ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ কীর্তিমান লেখকের সান্নিধ্য লাভ করে তৃপ্তি বোধ করছি। তিনি আরো লিখুন। পালি-বৌদ্ধ সাহিত্যের আঙিনায় তাঁর যাত্রাপথ অক্ষয় ও মঙ্গল হোক।

গ্রন্থকারের গদ্য ভাষাভঙ্গি সরল ও স্বচ্ছ। দূরূহ ব্যাপারকে সহজ করে মাতৃভাষায় প্রকাশ করার প্রশংসনীয় শক্তি তাঁর আছে। তাঁর এই গ্রন্থ সূত্রী সমাজে সমাদৃত হোক। পাঠকেরা তাঁর গ্রন্থ পাঠ করে মানসিক তৃপ্তি লাভ করুন—এই কামনা করি।

আশা দাশ

প্রাক্তন অধ্যাপিকা, পালি বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা

অবতরণিকা

সন্ধর্ম্ম-সংগহ (সন্ধর্ম্ম-সংগ্রহ) পরবর্তী সময়ে রচিত একটি অননুশাসনিক (Non-canonical) পালি গ্রন্থ। এটা সিংহলী ভিক্ষু এন, সন্ধানন্দ রোমান অক্ষরে প্রথম বারের মত সম্পাদনা করেন এবং ১৮৯০ ইংরেজীতে পালি টেক্সট সোসাইটির জানালে (JPTS) মুদ্রিত হয়। ইহার নামের অর্থ বোঝায় বৌদ্ধ ধর্মের ঐতিহ্যগত ইতিহাস। এ গ্রন্থের উপসংহারে উল্লেখ আছে যে, ইহা সিংহলের রাজা পরমরাজ কতৃক নির্মিত লঙ্কারাম বিহারের প্রধান ধর্মকীর্ত্তি সংকলন করেন। ধর্মকীর্ত্তি সম্ভবত চতুর্দশ শতকে ইহা সংকলন করেছিলেন। সন্ধর্ম্ম-সংগহ বৌদ্ধ ধর্মের ঐতিহ্যগত সাংখ্যিক ও সাহিত্যিক ইতিহাস। ইহা সিংহলে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের একটি ঐতিহাসিক বিবরণী। সিংহলের রাজা দেবপ্রিয়তিষ্য ও বটুগামণির সময়ে দুইটি বৌদ্ধ সংগীতির বিবরণী সংযুক্ত হওয়ায় সন্ধর্ম্ম-সংগহের ঐতিহাসিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতিপূর্বে ভারতে অনুষ্ঠিত তিনটি বৌদ্ধ সঙ্গীতির সঙ্গে পরবর্তী সিংহলের দুইটি সঙ্গীতির বিবরণের মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়—যা বুদ্ধঘোষের বিনয় চুল্লবংগের অট্টকথা এবং পালি ঐতিহ্যগত গ্রন্থ দীপবংস ও মহাবংসে বিধৃত হয়েছে। ইহাতে সিংহলের বহু বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান এবং ভারত ও সিংহলের বৌদ্ধ রাজা মহারাজাদের ক্রমিক জীবন বৃত্তান্ত সংকলন করা হয়েছে। ইহার সমস্ত পাঠে সিংহলের ইতিহাস এবং ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক জ্ঞাত হওয়া যায়। তৃতীয় সঙ্গীতির পর মোগ্গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবির বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য বিভিন্ন দেশে প্রচারক প্রেরণ করেন। দেবপ্রিয়তিষ্য রাজার রাজত্বকালে মোগ্গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবিরের অনুরোধক্রমে মহেন্দ্র (মহিন্দ্র) স্থবির সিংহলে গমন করেন এবং রাজার সক্রিয় সহযোগিতায় সিংহলে দ্বীপে বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তন করেন। সম্ভ্রমিত্তা বোধিবৃক্ষসহ সিংহলে গমন করেন এবং রাণী অনুলাদেবী ও তাঁর বহু সহচরীদের ভিক্ষুণী ধর্মে দীক্ষা দিয়ে প্রথম ভিক্ষুণীসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। মূলতঃ এ বিবরণ মহাবংসের উপর ভিত্তি করে রচিত। বুদ্ধঘোষের জীবনী এবং রাজা মহানামের সময়ে সিংহলে ভ্রমণ সম্পর্কে যে বিবরণ রয়েছে তা চুল্লবংসের উপর ভিত্তি করেই রচিত। এখানে একটি মাত্র নতুন বিষয় যোগ করা হয়েছে যে, বুদ্ধঘোষ সিংহলে যাবার পথে বুদ্ধদত্তের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। বর্তমান লেখক ইহা অজ্ঞাত ছিলেন যে, বুদ্ধ-

ঘোষ এ বিষয় বিনয় অট্ঠকথার উপসংহার বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন এবং ইহা সিংহলরাজ সিরিপালের ২১তম রাজ্য কালে সমাপ্ত হয়েছিল। ইহা পাঠে আরও জ্ঞাত হওয়া যায় যে, স্থবিরদের দ্বারা ত্রিপিটকের পালি টীকা, অনট্টীকা ও অন্যান্য বিখ্যাত পালি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এ গ্রন্থ পাঠে মহাবিহার, অভয়গিরি বিহার, চেতিয়গিরি বিহার, লোহপাসাদ, থুপারাম, মহামেঘবণ বিহার^১, পুর্বারাম এবং সিংহলের গুরুদ্বন্দ্বপূর্ণ বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠান-গুলো সম্পর্কে মূল্যবান তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়। এ গ্রন্থের শেষ দুই অধ্যায়ে সঙ্কম্ম-সংগহের সারাংশ সন্নিবেশিত হয়েছে। এ গ্রন্থ একাদশ অধ্যায়ে সমাপ্ত।

সঙ্কম্ম-সংগহ সূরুচি পূর্ণ ও সহজ ভাষায় রচিত। এটা পুরাতন ধর্মীয় গ্রন্থের শ্রেণীভুক্ত এবং পদ্য-গদ্যে লিখিত। অনেক ক্ষেত্রে গদ্যাংশ পদ্যাংশের ব্যাখ্যা বিশেষ। গ্রন্থকার দীপবংস, মহাবংস, অট্ঠকথা এবং আরও বিভিন্ন প্রসিদ্ধ পালি গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত করে ‘পুরাতন’ বা ‘প্রাচীন’ নামে অভিহিত করেছেন যেগুলো ব্যাপকভাবে পূর্বোক্ত গ্রন্থাদি থেকে গৃহীত হয়েছে। ইহার বহু উপদেশ মহাবোধিবংস^২, গম্ভবংস^৩, সাসনবংস^৪ এবং অন্য সব গ্রন্থের মত।

প্রথম অধ্যায় : বোধিজ্ঞান প্রাপ্তির পর বুদ্ধ পঁয়তাল্লিশ বছর বেঁচে ছিলেন। তাঁর পরিনিবাণের সময় সাত সহস্র ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। সেখানে বুদ্ধ প্রব্রজিত সূত্রের ঔদ্ধত্যপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করে মহাকশ্যপ স্থবির ধম্ম-বিনয় সঙ্কলনের উপযোগিতা অনুভব করেন। অধিবেশন অনুষ্ঠানের জন্য পাঁচশ অহং নিবাচন করা হল। বুদ্ধের পরিনিবাণের তিনমাস পর রাজগৃহে অধিবেশন (সঙ্গীতি) অনুষ্ঠিত হয়। মহাকশ্যপ সভার সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি ধম্ম বিনয় সম্পর্কিত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। উপালি বিনয় এবং আনন্দ ধম্ম আবৃত্তি করেছিলেন। পাঁচশ অহং স্থবির একত্রে আবৃত্তি করে অনুমোদন করেছিলেন। প্রথম সঙ্গীতি সাত মাসে সমাপ্ত হয়েছিল এবং তাঁরা বুদ্ধের সমগ্র ধম্ম-বিনয় সংগ্রহ করেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, এই বিবরণ অনুযায়ী ত্রিপিটকের সমগ্র পুস্তক এবং বিভাগ সমূহ তথা সপ্ত প্রকরণ অভিধর্ম প্রথম সঙ্গীতিতে আবৃত্তি ও সংগ্রহ করা হয়েছিল। এই বিবরণ তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত বিবরণের সঙ্গে মিল নেই ;

কারণ, মোগ্‌গলিপদ্য তিস্‌স স্থবির তৃতীয় সঙ্গীতিতে কথাবন্দু নামক গ্রন্থ রচনা করে বিরুদ্ধ মতবাদ খণ্ডন করেছিলেন। এই অধ্যায়ে বর্ণিত অন্যান্য অংশ মূলতঃ বুদ্ধ বাণীর বিস্তারিত আলোচনা।

দ্বিতীয় অধ্যায় : বুদ্ধের পরিনিবাণের একশ বছর পর বৈশালীর বজ্জ-পদ্বীয়া ভিক্ষুগণ বিনয় বাহির্ভূত দসবন্দু প্রচলন করেন। তখন ষশ স্থবির মহাবনের কুটাগার শালায় অবস্থান করছিলেন। তিনি এ সংবাদ শ্রবণ করে শাসনের সমূহ ক্ষতি আশঙ্কা করলেন। তাই দ্বিতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠান জরুরী হয়ে পড়ে। সাতশ জন অহং ভিক্ষু নিবাচিত হলেন। তাঁরা বালুকারামে সমবেত হয়ে প্রথম সঙ্গীতির অনুকরণে দ্বিতীয় সঙ্গীতি আট মাসে সমাপ্ত করলেন। এই সভায় রেবত স্থবির প্রমুখতা এবং সম্বকামী স্থবির উত্তরদাতা নিবাচিত হয়েছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায় : বুদ্ধের পরিনিবাণের দুইশ আঠার বছর পর ভিক্ষু-সম্মেলন লাভ-সংকারে প্রলম্ব হয়ে বহু ভিন্নমতাবলম্বী বুদ্ধশাসনে ভিক্ষু-বেশে প্রবেশ করে এবং শাসনের নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে থাকে। প্রকৃত ভিক্ষু-সম্মেলন সাত বছর অবধি উপোসথ কর্ম থেকে বিরত থাকেন। শাসন বিশুদ্ধি করণ মানসে সম্রাট অশোক মোগ্‌গলিপদ্য তিস্‌স স্থবিরের সভাপতিত্বে অশোকারামে এক সভা আহবান করেন। একে একে প্রত্যেককে বুদ্ধমতবাদ জিজ্ঞেস করে যারা যথার্থ উত্তর দিতে সক্ষম হয়নি তাদেরকে শ্বেত বস্ত্র পরিয়ে শাসন থেকে বের করে দেওয়া হল। যখন শাসন পরিশুদ্ধ হল তখন ভিক্ষুগণ সমবেত ভাবে উপোসথকর্ম সম্পাদন করলেন। উক্ত মহাসমাগমে উপস্থিত ষাট সহস্র ভিক্ষুদের মধ্য হতে ধর্ম-বিনয়ে পারদর্শী ও অভিজ্ঞ এক সহস্র ভিক্ষু সঙ্গীতি করার জন্য নিবাচন করলেন। এই সঙ্গীতি অশোকারামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সম্মেলনে মোগ্‌গলিপদ্য তিস্‌স স্থবির বিরুদ্ধ ধর্মমত খণ্ডন করে কথাবন্দু রচনা করেন। ভিক্ষুগণ পূর্বোক্ত দুইটি সঙ্গীতির অনুকরণে ধর্ম-বিনয় আবৃত্তি অনুমোদন ও সংগ্রহ করেন। সঙ্গীতির অধিবেশন নয়মাস পর সমাপ্ত হয়।

চতুর্থ অধ্যায় : তৃতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন শেষে মোগ্‌গলিপদ্য তিস্‌স স্থবির বিভিন্ন স্থানে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট প্রচারকদল প্রেরণ করেন। মতবিশুদ্ধি স্থবিরকে কাশ্মীর ও গান্ধারে, মহাধর্মরক্ষিত স্থবিরকে মহারাজ্যে, মহাদেব

শ্রবিরকে মহিসম'ডলে, রক্খিত শ্রবিরকে বনবাসীতে, ধম্মরক্খিত শ্রবিরকে অপরন্তকে, মহারক্খিত শ্রবিরকে যোন দেশে, মস্কিম শ্রবিরকে হিমালয় অঞ্চলে, সোনক ও উত্তর শ্রবিরদ্বয়কে সুব'গভূমিতে এবং মহিন্দ শ্রবিরকে সিংহল দ্বীপে প্রেরণ করা হয়েছিল। মহিন্দ শ্রবিরের অন্য পাঁচজন সঙ্গী ছিলেন ইট্টিয়, উত্তিয়, সম্বল, ভন্দসাল শ্রবির এবং সুমন শ্রামণ।

বুদ্ধের পরিনিবাণের দুইশ ছত্রিশ বছর পর মহিন্দ শ্রবির তাঁর সঙ্গী সহ সিংহল দ্বীপের মিস্‌সক পর্বতে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেদিন ছিল সিংহলে জেট্‌ম'ল উৎসব। রাজা দেবপ্রিয়াতিষ্য চত্বিংশ সহস্র অনুরসহ সেদিন মিস্‌সক পর্বতে উপনীত হয়েছিলেন। তথায় অম্বল নামক স্থানে মহিন্দ শ্রবিরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। পরস্পরের মধ্যে পরিচয় হবার পর মহিন্দ চলহাখিপদোপম সূক্ত^১ দেশনা করেন। চত্বিংশ সহস্র অনুরসহ রাজা ত্রিরত্তের শরণ গ্রহণ করলেন। অতঃপর শ্রবির দেব-নাগ সমাগমে সমচিত্ত সূক্ত^২ দেশনা করেন। দেবপ্রিয়াতিষ্য কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে শ্রবির রাজধানীর প্রাসাদে গমন করেন। তারপর পেতবন্ধু, বিমানবন্ধু ও সচ্চসংযুক্ত^৩ দেশনা করেন। রাজা মহামেষ্ববন উদ্যানে মহাবিহার নির্মাণ করে সম্বন্ধে দান করলেন। সেই সময়ে নয় হাজার পাঁচশ জন সিংহলবাসী ত্রিরত্তের শরণ গ্রহণ করেন। অনন্তর রাজা চোতিয় পশ্চত বিহার নির্মাণ করে সম্বন্ধে দান করেন। অরিত্‌ঠ পণ্ডান জন ভ্রাতাসহ শ্রবিরের নিকট প্ররজ্যা গ্রহণ করেন এবং অহ'ত্ত প্রাপ্ত হন।

পঞ্চম অধ্যায় : দেবপ্রিয়াতিষ্য বুদ্ধের অক্ষকাস্থি নিধান করে থু'পারাম প্রতিষ্ঠা করেন। সেই অনুষ্ঠানে বহু সিংহলবাসী প্ররজ্যা গ্রহণ করেন। সম্বন্ধিগ্ধা থেরী কর্তৃক আনীত বোধিবৃক্ষ রোপণ করা হয় ; উৎসবের দিনে রাণী অনুলাদেবী বহু সহচরীসহ প্ররজ্যা গ্রহণ করেন। রাজার ভায়ে অরিত্‌ঠও পাঁচশ সঙ্গীসহ সেই অনুষ্ঠানে প্ররজ্যা গ্রহণ করেন। অনন্তর মহিন্দ শ্রবিরের পরামর্শক্রমে দেবপ্রিয়াতিষ্য সঙ্গীতির অধিবেশনের জন্য থু'পারামে একটি বৃহৎ সভাগৃহ (Hall) নির্মাণ করেন। মহিন্দ শ্রবির দক্ষিণ-মুখী হয়ে তাঁর আসন গ্রহণ করলেন, অরিত্‌ঠ শ্রবির উত্তরমুখী হয়ে ধর্মোপদেশের আসনে উপবিষ্ট হলেন। আটঘটি জন শ্রবির পরিবৃত্ত হয়ে মহিন্দ শ্রবির ধর্মদেশকের সম্মুখে উপবেশন করলেন। রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সম্ভাভয় শ্রবিরও পাঁচশত ভিক্ষুসহ ধর্মদেশকের চারদিকে উপবেশন

করলেন। অন্যান্য ভিক্ষুগণ রাজা ও সহকারী বৃন্দ (কর্মীবৃন্দ) তাদের স্ব স্ব আসনে উপবেশন করলেন। মহিন্দ শ্রবির কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে অরিত্ঠ শ্রবির বিনয় আবৃত্তি করলেন। এভাবে ধর্ম ও আবৃত্তি করলেন। এই চতুর্থ সঙ্গীতি প্রবারণা পূর্ণিমায় আরম্ভ হয়েছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায় : বুদ্ধের পরিনিবাণের তিনশ ছিয়াস্তর বছর পর দট্টগামণি অভয় সিংহলের রাজা হন। তিনি মরিচবটী বিহার, নয়তল বিশিষ্ট লৌহপ্রাসাদ ও বৃহৎ স্তূপ নির্মাণ করেন। তিনি অনুরোধপূরে চব্বিশ বছর রাজত্ব করার পর দেহত্যাগ করেন। বিখ্যাত স্তূপ প্রতিষ্ঠার সাতাম্র বছর পর বট্টগামণি সিংহলের রাজা হন। তিনি অভয়গিরি বিহার ও একটি বৃহৎ চৈত্যা নির্মাণ করে মহাতিস্স শ্রবিরের নেতৃত্বাধীন ভিক্ষু-সংঘকে দান করেন। তখন ভিক্ষু-সংঘ ত্রিপিটক ও অট্টকথা লিখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। ভিক্ষুগণ তাঁদের অভিলাষ রাজাকে অবহিত করে একটি বৃহৎ সভাগৃহ (Hall) এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান করার অনুরোধ জানান। সংঘ সঙ্গীতি অনুষ্ঠানের জন্য বহু সহস্র পণ্ডিত মহাশ্রবির নির্বাচন করেন। ধর্ম-বিনয় আবৃত্তির পর পূর্ববর্তী সঙ্গীতির অনুকরণে অনুমোদন ও গৃহীত হয়। অনন্তর ইতিপূর্বে মৌখিকভাবে প্রচলিত ধর্ম-বিনয় ত্রিপিটক ও অট্টকথা লিপিবদ্ধ করা হল। ইহাই পঞ্চম সঙ্গীতি। ত্রিপিটক লিপিবদ্ধ করতে এক বছর সময় লেগেছিল।

সপ্তম অধ্যায় : ত্রিপিটক লিপিবদ্ধ করার পাঁচশ ষাট বছর পর মহানাম শ্রীলংকার অধীশ্বর হন। এই সময়ে জম্বুদ্বীপের মধ্যদেশে বোধিবুদ্ধের নিকটে এক ব্রাহ্মণের গৃহে বুদ্ধঘোষের জন্ম হয়। তিনি বেদশাস্ত্র ও বহুবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে পারদর্শিতা অর্জন করেন এবং সমগ্র জম্বুদ্বীপে একজন প্রখ্যাত তর্কবিদ রূপে পরিচিতি লাভ করেন। একদিন তিনি একটি সংঘ-রামে উপস্থিত হলেন। সেই আরামে বাস করতেন রেবত শ্রবির। আলোচনায় শ্রবির বুদ্ধের ধর্মমতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে সক্ষম হন। বুদ্ধঘোষ বৌদ্ধ মতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রবিরের নিকট তিনি ত্রিপিটক শিক্ষা গ্রহণ করেন। কথিত আছে, তাঁর কণ্ঠস্বর অবিকল বুদ্ধের স্বরের মত ছিল, তাই তিনি বুদ্ধঘোষ নামে অভিহিত হয়েছিলেন। তিনি ত্রিপিটক শিক্ষা শেষে 'এগাদয়' নামে একটি গ্রন্থ এবং 'অশ্বসালিনী' নামে

‘ধম্মসঙ্গ’-র অট্টকথা রচনা করেন। রেবত স্ত্রীবিয়ের পরামর্শ ও নির্দেশক্রমে তিনি সিংহলী অট্টকথা অধ্যয়নের জন্য শ্রীলংকা যাত্রা করেন। পথিমধ্যে সমুদ্রে প্রখ্যাত অট্টকথাকার বুদ্ধদত্তের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি মহানাম রাজার রাজত্বকালে শ্রীলংকায় উপনীত হন এবং অনুরোধপরস্ব মহাবিহারের প্রধান হলে উপস্থিত হয়ে সঙ্ঘপাল স্ত্রীবিয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি সেখানে অট্টকথা ও থেরবাদ শিক্ষা সমাপ্ত করে বৌদ্ধধর্মে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অনন্তর সিংহলী অট্টকথাগুলোকে পালি (মাগধী) অনুবাদ করার জন্য সেখানকার সঙ্ঘ প্রধানের কাছে অনুরোধ প্রার্থনা করেন। তাঁর পার্শ্বে পণ্ডিত্য পরীক্ষা করার জন্য দুইটি গাথা ব্যাখ্যা করতে দেওয়া হল। তিনি গাথা দুইটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ‘বিসুদ্ধমগ্গ’ নামে একটি সুবৃহৎ ত্রিপিটকের সারগ্রন্থ রচনা করেন। দেবগণ সেই পুস্তক লুকিয়ে ফেললে তিনি অনুরূপ আবার একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এটাও দেবগণ লুকিয়ে ফেলেন। বুদ্ধঘোষ তৃতীয়বার একই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করলে দেবগণ পূর্বোক্ত দুইটি গ্রন্থ ফেরৎ দেন। বুদ্ধঘোষ তিনটি গ্রন্থই সেই সঙ্ঘারামের ভিক্ষুকে প্রদান করলেন। তাঁরা দেখলেন যে তিনটি গ্রন্থই বৃহৎ একই রকম। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ত্রিপিটকের গ্রন্থসমূহ ও অট্টকথা সাহিত্য প্রদান করলেন। বুদ্ধঘোষ গ্রন্থসমূহ নিয়ে মহাবিহারের দক্ষিণাংশে প্রধান ঘরে তাঁর বাসস্থানে নিয়ে গেলেন এবং সেখানে বসে তিনি সমগ্র ত্রিপিটক ও অট্টকথা মাগধী (পালি) ভাষায় রূপান্তর করেন। অতঃপর তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সম্পাদন করে বোধিবৃক্ষ পূজা করার জন্য জম্বুদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করেন।

অষ্টম অধ্যায় : ত্রিপিটকের অট্টকথা মাগধী ভাষায় অনুবাদের ছয়শত তিরিশ বছর পর পরাক্রমবাহু সিংহলের রাজা হন। বটুগামনি অভয়-রাজার রাজত্বের এক হাজার একশ চুয়াল্লিশ বছর পর তিনি দেখলেন, শাসনের অধঃপতন ঘটছে। উদুম্বরগিরির মহাকশ্যপ স্ত্রীবিয়ের নেতৃত্বে তিনি বহু শত ভিক্ষুকে শাসন থেকে বহিষ্কার করে শাসন বিশুদ্ধ করেন। তিনি জেতবনে, পুন্ড্রারামে, দক্ষিণারামে, উত্তরারামে, বেলুবনে, কপিলবস্থিতে, ইসিপতনে, কুশিনারায় এবং লঙ্কাতিলকে বহু বিহার ও ঠেতা নির্মাণ করেন। তিনি এক সহস্র কক্ষ বিশিষ্ট, বহু কারুকার্য খচিত নয়তল উপোসথশালা (Hall) নির্মাণ করেন। তিনি জেতবন বিহার বোধিবৃক্ষ, স্তূপ, কুটির, হলঘর, পুকুর ও বাগান দ্বারা সজ্জিত করেছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় মহাকশ্যপ

স্থবিরের নেতৃত্বে ত্রিপিটকের অট্ঠকথার অখবংগনা রচিত হয়েছিল। অখবংগনা (অনু টীকা বা Sub-commentaries) সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল :—

- ১। সারথদীপনী—বিনয় পিটকের অট্ঠকথা সমস্তপাসাদিকার অখবংগনা।
- ২। সারথমঞ্জুসা (১)—দীঘ-নিকায়ের অট্ঠকথা সুমঙ্গলবল্লাসিনীর অখবংগনা।
- ৩। সারথমঞ্জুসা (২)—মণ্ডিম-নিকায়ের অট্ঠকথা পপণ্ডসুদনীর অখবংগনা।
- ৪। সারথমঞ্জুসা (৩)—সংযুক্ত-নিকায়ের অট্ঠকথা সারথপ্পকাসিনীর অখবংগনা।
- ৫। সারথমঞ্জুসা (৪)—অঙ্গুত্তর-নিকায়ের অট্ঠকথা মনোরথপুরণীর অখবংগনা।
- ৬। পরমথপ্পকাসিনী (১)—ধম্মসঙ্গির অট্ঠকথা অথসালিনীর অখবংগনা।
- ৭। পরমথপ্পকাসিনী (২)—বিভঙ্গের অট্ঠকথা সম্মোহবিনোদনীর অখবংগনা।
- ৮। পরমথপ্পকাসিনী (৩)—অভিধম্ম পিটকের অন্য পাঁচটি গ্রন্থের অট্ঠকথা পরমথদীপনীর অখবংগনা।

এই অনুটীকা সমূহের রচনা সম্পন্ন করতে এক বছর সময় লেগেছিল।

নবম অধ্যায় : সমগ্র পিটক গ্রন্থ এক সহস্র একশ তিরিশি অধ্যায়ে এবং অসংখ্য পদ ও অঙ্করে সমাপ্ত। বুদ্ধঘোষ কর্তৃক ব্যাখ্যাত ত্রিপিটকের অট্ঠকথাসমূহ এক সহস্র একশ তেষ্টি অধ্যায়ে, দুই লক্ষ নয় নব্বুত সাতশ পঞ্চাশ পদে, তিরানব্বই লক্ষ চার সহস্র অঙ্করে সমাপ্ত। ত্রিপিটকের টীকা ছয়শ বত্রিশ অধ্যায়ে, একশ আটান্ন হাজার পদে এবং পঞ্চাশ শত ছাপ্পান্ন শব্দে সমাপ্ত। স্থবিরদের দ্বারা রচিত গ্রন্থগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল :—

গ্রন্থকারের নাম	গ্রন্থ
বুদ্ধঘোষ	১। বিসুদ্ধিমগ্গ ২। কণ্ঠাবিতরণী বা পাতিমোক্খের অট্ঠকথা
ধম্মসিরি	৩। খুদ্ধকসিকথা
বুদ্ধদত্ত	৪। অভিধম্মাবতার
অনুরুদ্ধ	৫। পরমার্থবিনিচ্ছয়
(কণ্ঠিপদুর শহরের অধিবাসী)	৬। অভিধম্মখসঙ্গহ
জৈনৈক আনন্দের শিষ্য	৭। সচ্চসংখ্যেপ
থেম স্থবির	৮। থেম
কচায়ন	৯। সঙ্ঘনন্দী
বিমলবোধি ও ব্রহ্মপুত্র	১০। সঙ্ঘনন্দী-টীকা
বুদ্ধপুণ্ডরিক	১১। রূপসিদ্ধি
মোগ্গল্লান	১২। অভিধানপ্পদীপিকা
বুদ্ধরক্ষিত	১৩। জিনালঙ্কার
মোক্ষর	১৪। জিনচরিত
ধম্মপাল	১৫। বিসুদ্ধিমগ্গের টীকা পরমখ- মঞ্জুসা
সাগরমতি	১৬। বিনয়সংগহ
মহাবোধি	১৭। সচ্চসংখ্যেপের বর্ণনা নিস্‌সয়স্বকথা
	১৮। পরমার্থবিনিচ্ছয়ের বর্ণনা মুখ্যমন্তকথা
ধম্মপাল	১৯। বিমানবন্ধু-পেতবন্ধুর বর্ণনা পরমখদীপনী
	২০। সুবোধালঙ্কার
সঙ্ঘরক্ষিত	২১। বুদ্ধোদয় ২২। খুদ্ধকসিকথা টীকা ২৩। সম্বুদ্ধ বর্ণনা
বুদ্ধসীহ	২৪। বিনয়বিনিচ্ছয়
বুদ্ধনাগ	২৫। কণ্ঠাবিতরণী টীকা

গ্রন্থকারের নাম	গ্রন্থ
ধম্মপাল	২৬। থেরীগাথার অট্ঠকথা পরমথ- দীপনী
	২৭। অভিধম্মথ সংগহ টীকা
বুদ্ধঘোষ	২৮। ধম্মপদ অট্ঠকথা
কচ্চায়ন	২৯। নেত্তিপকরণ
সারিপপুস্তের জনৈক শিষ্য।	৩০। সচ্চসংখ্যেপের বর্ণনা সারথসালিনী।

দশম অধ্যায় : অনন্তর এ অধ্যায়ে ত্রিপিটক লিপিবদ্ধ করার উপযোগিতা বর্ণনা করা হয়েছে। বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত চুরাশি সহস্র ধর্মস্বরূপ প্রত্যেকটি যেন এক একটি স্বয়ং বুদ্ধ। ত্রিপিটকের প্রত্যেকটি শব্দ স্বয়ং বুদ্ধের প্রতিনিধিরূপে বিবেচনা করা উচিত। সুতরাং পণ্ডিত ব্যক্তির উচিত ত্রিপিটক লিপিবদ্ধ করা অথবা লিপিবদ্ধ করানো। যিনি ত্রিপিটক লিপিবদ্ধ করবেন, তিনি সকল কুশলকর্ম সম্পাদন করেন এবং তিনি সকল দুঃখ থেকে বিমুক্ত লাভ করেন। তিনি উন্নততর জীবন প্রাপ্ত হয়ে সর্বদা সুখ, ধন-সম্পত্তি, লাভ-যশ ইত্যাদি প্রাপ্ত হন। তিনি সর্বত্র সম্মানিত হন। এমন কি তিনি বুদ্ধদেবও প্রাপ্ত হতে পারেন এবং পরম শাস্তিপদ নির্বাণ লাভে সক্ষম হন। বস্তুতঃপক্ষে এ অধ্যায়ে ত্রিপিটক লিপিবদ্ধ তথা সঙ্ঘের প্রচার ও বুদ্ধ মর্ত্তি নির্মাণ করার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

একাদশ অধ্যায় : বুদ্ধগণের দু'টি কায়, একটি বর্ণোজ্জ্বল রূপকায় অন্যটি সঙ্ঘকায়। যিনি নিজের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করেন তাঁর উচিত শ্রদ্ধাসহকারে সঙ্ঘের শ্রবণ করা। যিনি সঙ্ঘকে সম্মান, গৌরব, মান্য ও পূজা করেন তিনি বুদ্ধকেই সম্মান, গৌরব, মান্য ও পূজা করে থাকেন।

এ অধ্যায়ে সঙ্ঘের শ্রবণের উপযোগিতা সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এগুলোর কয়েকটির সংক্ষিপ্ত সারাংশ নিম্নরূপ :

(১) একদা নন্দক ছবির ধর্মশালায় (assembly Hall) ভিক্ষুসঙ্ঘকে ধর্মদেশনা করছিলেন, সমাগত ভিক্ষুসঙ্ঘ একাগ্র চিত্তে শ্রবণ করছিলেন। বুদ্ধ বিশ্রামান্তে সভাগৃহে উপগত হয়ে বহিঃদ্বারে দণ্ডায়মান হলেন। রাত্রি ত্রিষাম অবধি ধর্মদেশনা চলল, বুদ্ধও দ্বারবাহি ভাগে দাঁড়িয়ে আরুহমান নন্দকের

ধর্মদেশনা শ্রবণ করলেন। দেশনা শেষে বুদ্ধ সাধুবাদ প্রদান করলেন। বুদ্ধের উপস্থিতি বুদ্ধতে পেরে নন্দক ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। বুদ্ধ বললেন, ‘নন্দক, সন্ধর্ম শ্রবণে আমার অভীপ্সি নেই। তুমি যদি কল্পকাল সন্ধর্ম দেশনা করতে পার তাহলে আমি তা শ্রবণের জন্য কল্পাধিক কাল বেঁচে থেকে তা শ্রবণ করব।’

(২) শ্রাবস্তীর কোনো যুবক বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করে গৃহবাসে অনাসক্ত হন। তিনি দারাপরিজন ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। রাজা তাঁর স্ত্রীকে অস্ত্রপদরে আশ্রয় দান করলেন। একদা কোনো ব্যক্তি কিছু সুগন্ধ উৎপল এনে রাজাকে প্রদান করেছিল। রাজা এক একটি উৎপল মহিলাদের হাতে দিলেন। এক মহিলা উৎপল হাতে নিয়ে খুব উৎফুল্ল হল, পরে ঘ্রাণ নিয়ে কাঁদতে লাগল। রাজা এদৃশ্য দেখে তার কান্নার কারণ জানতে চাইলেন। মহিলা বলল, “আমার প্রব্রজিত স্বামীর মূখে এরূপ সুগন্ধি বের হত। তা স্মরণ হওয়ায় ক্রন্দন করছি।” রাজা বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সম্মুখে নিমন্ত্রণ করে উত্তমরূপে আহাৰ্য্য দান ও পরিবেশন করে খাওয়ানোর পর উক্ত মহিলার স্বামী প্রব্রজিত ভিক্ষুকে অনুমোদনের জন্য প্রার্থনা করলেন। তিনি অনুমোদন করার সময় তাঁর মুখ হতে উৎপল গন্ধ বের হয়ে সমস্ত প্রাসাদ সুবাসিত করল। রাজা এর কারণ জানতে চাইলে বুদ্ধ বললেন, অতীতে এই ভিক্ষু একাগ্রচিত্তে সন্ধর্ম শ্রবণ করে ‘সাধুবাদ’ প্রদান করেছিল, তাই এজন্মে তার মুখ হতে উৎপলের সুবাস বের হচ্ছে। তাই বলা হয়েছে—

সন্ধম্মদেসনাকালে সাধু সাধু তি ভাসতো,
মুখতো বায়তি গন্ধো উপ্পলং’ব যথোদকে ।
মধুর-ভাসিতং সম্বুদ্ধ-ভাসিতং
মধুর-ধম্মমিমং সুপসংসিয়ো,
মধুর-ভারতিয়া মতিমা নরো
মধুর-রাব-মুখো সসুগন্ধো ।

৩। একদা বুদ্ধান্তরকালে কোনো ব্যক্তি তাঁর সাত পুত্রসহ সায়াহু সময়ে অরণ্য হতে প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে জনৈক মহিলা ধান ভাঙতে ভাঙতে গাইছিল “এই চাল ধানের কোসা হতে পৃথক হচ্ছে, অনুদ্রুপ এদেহও জরায় জর্জরিত হয়ে কক্ষাল গাত্র থাকবে। ধান্য যেমন মূসল দ্বারা বিভাজিত হচ্ছে, এই দেহও মৃত্যু দ্বারা বিভাজিত হবে।” উক্ত ব্যক্তি পুত্রসহ সেই গান

শ্রবণ করে অনিত্য ভাবনায় রমিত হলেন এবং প্রত্যেকবুদ্ধকে প্রাপ্ত হলেন । অনন্তর তাঁরা কাষায়বস্ত্র পরিধান করে হিমালয়ের নন্দন-বনে বাস করতেন ।

৪ । বুদ্ধ চম্পক নগরবাসীকে ধর্মদেশনা করার সময় এক মন্ডুক বুদ্ধের মধুর স্বরের প্রতি নিমিত্ত গ্রহণ করে শ্রবণ করছিল । ঠিক সেই সময়ে এক রাখাল বালকও ধর্ম শ্রবণের জন্য উক্ত স্থানে গিয়ে ঘণ্টির উপর ভর দিয়ে দাঁড়াল । কিন্তু ঘণ্টির অগ্রভাগ মন্ডুকের মস্তকে পড়ায় সেখানেই তার মৃত্যু হয় । মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে জন্ম গ্রহণ করল । ইহা ধর্ম দেশনার প্রতি নিমিত্ত গ্রহণের ফল ।

৫ । একসময় শারিপুত্র স্থবির কোনো গৃহদ্বারে উপনীত হয়ে অভিধর্ম আবৃত্তি করার সময় সেখানে অবস্থানরত পাঁচশ বাদুড় স্থবিরের স্বরে মনোনিবেশ করেছিল । তারা আহাষাদি ত্যাগ করে অভিধর্ম শ্রবণ করতে প্রাণত্যাগ করে এবং মৃত্যুর পর স্বর্গে জন্ম গ্রহণ করে । অতঃপর স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে মনুষ্যালোকে জন্ম পরিগ্রহ করে সকলেই বয়ঃক্রমে প্রব্রজ্যা গ্রহণান্তে কর্মস্থান অনুশীলন দ্বারা অচিরে অহংক্রফলে উন্নীত হয়েছিলেন ।

৬ । সিংহলে উদ্দলোলক নামে একটি মনোরম বিহারে বহু মৃগ-শৃঙ্গর বাস করত । একদা এক মৃগ বিহারের ভিক্ষুসঙ্ঘ কর্তৃক দেশিত ধর্মে নিমিত্ত গ্রহণ করেছিল, সেই সময়ে এক ব্যাধ তাকে শরাঘাতে হত্যা করল । মৃত্যুর পর সেই মৃগ উক্ত বিহারের অভয় স্থবিরের ভাগির গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করে । জন্মের পর সপ্তম বর্ষ বয়সে প্রব্রজ্যা দেবার সময় সেই বালক অহংক্র ফল প্রাপ্ত হন ।

৭ । সিংহলে তলঙ্গরতিষ্য পর্বতের দেবরক্ষিত গৃহায় মহাধর্মদিন্য স্থবির বাস করার সময় সেই গৃহার পার্শ্বে একটি বৃহৎ বক্ষ্মীকে বাস করত এক অন্ধ সর্প । একদিন সর্পের প্রতি করুণাদ্র হইয়া স্থবির মহাসতি-পট্টঠান সূক্ত দেশনা করেন । সর্প স্থবিরের কণ্ঠে মনোনিবেশ স্থাপন করে মৃত্যুবরণ করে । মৃত্যুর পর দট্টগামিণি রাজার অমাত্যের গৃহে জন্ম গ্রহণ করে বিপুল বিভবের অধিকারী হয়েছিল ।

বস্তুতপক্ষে সঙ্কম্ম-সংগহ একটি ইতিহাসাগ্রন্থী গ্রন্থ । ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা না থাকলেও বৌদ্ধধর্মের ঐতিহ্যগত ঘটনাবলী এগ্রন্থে

বিধৃত হয়েছে। গ্রন্থখানা আকারে ক্ষুদ্র হলেও বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস জানার জন্য নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। ডঃ বিমলা চরণ লাহা মহাশয় কর্তৃক ইহার ইংরাজী অনুবাদ ১৯৪১ সালে এবং সংশোধিত সংস্করণ ১৯৬০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বর্তমান গ্রন্থটির পালি নাম ‘সন্ধম্ম-সংগহ’। ডঃ বিমলা চরণ লাহা এটার ইংরাজী অনুবাদ করেছেন ‘A Manual of Buddhist Historical Traditions’। বস্তুতঃ এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু বৌদ্ধধর্মের ঐতিহ্যগত উপাদানের ভিত্তিতে রচিত বৌদ্ধ ধর্ম, সম্বন্ধ ও সাহিত্যের ইতিহাস। তাই বর্তমান গ্রন্থের নাম ‘বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস’ (সন্ধম্ম-সংগহ) রাখা সমীচীন মনে করলাম।

আমি বাংলা অনুবাদে নৌদমালে সন্ধানদের সম্পাদিত মূল পালি ‘সন্ধম্ম-সংগহ’ ও ডঃ বি. সি. লাহার ইংরাজী অনুবাদের সাহায্য গ্রহণ করেছি, তবে যথাসম্ভব মূল পালি গ্রন্থের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করার চেষ্টা করেছি; যাতে মূল বিষয়ের বিকৃতি না ঘটে এবং বাংলা পাঠেও রসহানি না হয় সেদিকে সমস্ত দৃষ্টি রেখে অনুবাদ করার প্রয়াস করেছি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক শব্দগুলোর পাদটীকা সংযোজন করেছি, যার ফলে পাঠকের নিকট ইহার পাঠ অধিকতর সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় হবে বলে আশা করি।

বস্তুতঃ ভাষান্তর করা একটি দুরূহ কাজ; বিশেষতঃ আমার মতে অবাচীনের পক্ষে তো বটেই। অনিচ্ছাকৃত কিছু ত্রুটি কারো চোখে পড়লে তা জ্ঞাত করালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের অঙ্গীকার করছি।

এ গ্রন্থখানি আকারে ক্ষুদ্র হলেও বিষয়বস্তু অতি তথ্যবহুল। কাজেই বৌদ্ধধর্ম-অনুসন্ধিৎসুর নিকট ইহার গুরুত্ব অত্যধিক। এছাড়া পালি শিক্ষার্থী বিশেষ করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যসুগত বহু বিষয় এ গ্রন্থে পাওয়া যাবে। অতএব, এটা বাংলা ভাষা-ভাষী সকলের নিকট নিঃসন্দেহে একটি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপিকা, আমার পরম হিতৈষিনী শ্রদ্ধাভাজন ডঃ আশা দাশ এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দিয়েছেন। তজ্জন্য আমি তাঁর নিকট চির ঋণী ও কৃতজ্ঞ। কলিকাতা সরকারী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ,

পালি ও সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত, আমার গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক-
অধ্যাপক, পরম শ্রদ্ধাভাজন অগ্রজতুল্য ডঃ সুকোমল চৌধুরী এ গ্রন্থের
মুখবন্ধ লিখে ইহার গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন এবং ছাপার ব্যাপারে
প্রয়োজনীয় সাহায্য করেছেন । আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইলাম ।

এছাড়া ইহার অনুবাদ ও প্রকাশের ব্যাপারে যারা উৎসাহিত করেছেন
তাঁদের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগীয় প্রধান ডঃ বেলা
ভট্টাচার্য, বৌদ্ধ ধর্মাকুর সভার সাধারণ সম্পাদক, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন
ব্যক্তিত্ব শ্রদ্ধাভাজন শ্রীমৎ ধর্মপাল মহাথের, কল্যাণকামী ডঃ জিনবোধি
ভিক্ষু, অনুজ শীলভদ্র বড়ুয়া, জগজ্জ্যোতি পত্রিকার সম্পাদক সুহৃদ
শ্রীহেমেন্দ্র বিকাশ চৌধুরী, শ্রীমৎ বোধিপাল ভিক্ষু ও অনুজপ্রতিম
শ্রীসংঘপ্রিয় ভিক্ষু অন্যতম । আমি তাঁদের প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ
জ্ঞাপন করছি ।

এ গ্রন্থ প্রকাশের ব্যয়ভার বহন করেছেন শ্রীমতি সুশাস্তি বড়ুয়া ।
তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ।

ধর্মাকুর বিহার,

দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া

কলিকাতা—৭০০০১২ ।

প্রবারণা পূর্ণিমা, ২৫৪১ বুদ্ধাব্দ ;

১লা কার্তিক, ১৪০৪ বাং ; ১৯৯৭ খৃঃ ।

পাদটীকা

১। ইহা অহরোধপুরের রাজধানী-শহরের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। ইহা দেবপ্রিয়তিথ্য কতৃক প্রদত্ত হয়েছিল। মহাবংশ I. V. ৪১ ; ঐ, XI, V, ৩.

২। পিটিএস (PTS) ed. S. A. Strong.

৩। জেপিটিএস (JPTS), ১৮৮৬

৪। পিটিএস, ed. ১৮৯৭, edited by Miss Bode & Trans, into English by B. C. Law. 1952, SBB. Vol, 17.

৫। PTS. ed, A. C. Taylor, Trans. into English by S. Z. and Mrs Rhys Davids under the title—'Points of Controversy'

৬। সঙ্ঘিম নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৫—১৮৪।

৭। অঙ্গুত্তর নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬১ অঙ্কুরম।

৮। সংস্কৃত নিকায়, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪১৪—৪৭৮।

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস

(সঙ্কর্ম-সংগ্রহ)

প্রথম অধ্যায়

প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি

১। গুণালয় (গুণের আধার) বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে প্রণাম করে আমি সংক্ষেপে সঙ্কর্ম-সংগ্রহ বর্ণনা করব।

২, ৩। পদুণ্যের গুণে ত্রিরত্নের^১ প্রভাবে সমস্ত বাধা-বিপত্তি বিদূরিত করে জিন শাসনের প্রবৃদ্ধি কল্পে পিটক ও অট্টকথা^২ হতে সকল অর্থ গ্রহণ করে ত্রিপিটক^৩ লেখকদের আস্তা লাভের জন্য এবং আনন্দ উৎপাদনের জন্য একজন বিজ্ঞ (প্রজ্ঞাবান) কর্তৃক ইহা রচিত হল।

৪। সাধুগণ, শ্রবণ করার জন্য যারা এখানে সমবেত হয়েছেন—তাঁরা শ্রবণ করুন ; সঙ্কর্ম সংগ্রহ পরিপূর্ণ এবং সুশৃঙ্খল।

ইহা প্রকাশ করার জন্য এটা হচ্ছে আনন্দপূর্বক কাহিনী :

এখন হতে শত সহস্রাধিক চারি অসংখ্য কল্প পূর্বে, যখন আমাদের বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব চব্বিশ জন বুদ্ধের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে সমগ্রিংগ পারমী^৪ পরিপূর্ণ করে পরম অভিসম্বুদ্ধ^৫ প্রাপ্ত হন, তখন থেকে পঁয়তাল্লিশ বর্ষ অবস্থান করে চুরাশি সহস্র ধর্মস্কন্ধ দেশনা করতঃ গণনাতীত সত্ত্বগণের সংসার রূপ কান্তার হতে মূর্ত্তি দান করে পরিব্রাজক সুভদ্রকে^৬ দীক্ষা দিয়ে বুদ্ধকৃত কর্ম সমাপনান্তে কুশীনারার^৭ শালবুদ্ধের^৮ মধ্যখানে পরিনির্বাণ মণ্ডে শায়িত হয়ে পরিনির্বাণ^৯ প্রাপ্ত হন। তাই প্রাচীনগণ^{১০} বলেছেন :

৫-৬। প্রাচীনকালে ভগবান (বুদ্ধ) দীপঙ্কর আদি চতুর্বিংশতি বুদ্ধের^{১১} নিকট আরাধনা করে তাঁদের কাছে তাঁর বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির ভবিষ্যদ্বাণী লাভ করে পারমী পূর্ণ করতঃ উত্তম সম্বোধি অধিগত করে সত্ত্বগণের দঃখ মোচন করেছিলেন।

৭। শান্তিপ্রদ সকল সম্বুদ্ধ-কৃত্য সমাপ্ত করে লোক নায়ক (বুদ্ধ) পরিনির্বাণ-মণ্ডে নির্বাণিত হন।

ভগবান লোকনাথের (বুদ্ধের) পরিনির্বাণের পর সপ্ত শত সহস্র ভিক্ষু সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। সংঘস্থবির আরদ্রজ্ঞান মহাক্ষ্যপ^{১২} বুদ্ধের পরিনির্বাণের সপ্তাহ কাল পর বুদ্ধ প্রব্রজিত সুভদ্রের উক্ত বাক্য আহরণ

(শ্রবণ) করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন : ‘বন্ধুগণ, আমরা ধর্ম ও বিনয় সঙ্গায়ন’^{১২} করব।’ ভিক্ষুগণ বললেন : ‘প্রভু, তাহলে স্থবির ভিক্ষু নির্বাচন করুন।’ অতঃপর আরুহ্মান মহাকশ্যপ পাঁচশ অহং^{১৩} ভিক্ষু নির্বাচন করে বললেন : ‘বন্ধুগণ, রাজগৃহে বর্ষা অবসানের পর আমরা ধর্ম ও বিনয় সঙ্গায়ন করব।’ সেই কারণে প্রাচীনেরা বলেছেন :

৮। সপ্ত শত সহস্র ভিক্ষুসংঘের মধ্যে মহাকশ্যপ স্থবির ছিলেন সংঘ-স্থবির বা সংঘদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৯। লোকনাথ দশবলের^{১৪} পরিনির্বাণের সপ্তাহকাল পরে বৃদ্ধ সুভদ্রের বাক্য স্মরণ করে তাঁর (মহাকশ্যপ) মনে আঘাত প্রাপ্ত হলেন।

১০। মহাসঙ্গীতি করার জন্য পাঁচশ বিজ্ঞ ক্ষীণাসব ভিক্ষু নির্বাচিত করা হল।

১১। বর্ষার দ্বিতীয় মাসের দ্বিতীয় দিনে ভিক্ষুগণ মনোরম মণ্ডপে একত্রিত হলেন।

অতঃপর দ্বিতীয় দিনে স্থবির ভিক্ষুগণ আহার সমাপ্ত করে পাত্র-চীবর নিয়ে অজ্ঞাতশত্রু কতৃক আয়োজিত ধর্ম সভায় সমবেত হলেন। ভিক্ষু-সংঘ আসনে উপবিষ্ট হলে স্থবির মহাকশ্যপ ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, ‘বন্ধুগণ, প্রথমে কি আবৃত্তি করা উচিত—ধর্ম অথবা বিনয়?’

ভিক্ষুগণ উত্তর করলেন, ‘ভদ্র মহাকশ্যপ, বিনয় হচ্ছে বুদ্ধশাসনের জীবন (আরু)। যদি বিনয় স্থিত হয়, শাসনও স্থিত হবে। সুতরাং প্রথমে বিনয় সঙ্গায়ন (আবৃত্তি) করা উচিত।’

‘কাকে আবৃত্তিকারক (ধূরং) করে বিনয় আবৃত্তি করা সমীচীন?’

তাঁরা উত্তর দিলেন—‘মাননীয় উপালিকে আবৃত্তিকারক করে।’

স্থবির মহাকশ্যপ বিনয়ের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার জন্য নিজেকেই নির্বাচিত করলেন এবং স্থবির উপালি বিনয়ের উত্তর প্রদান করার জন্য নিজেই সম্মত হলেন। অতঃপর মাননীয় উপালি আসন হতে উঠে উত্তরাসংঘ একাংশ করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণকে বন্দনা করে ধর্মাসনে উপবেশন করে দম্ভখচিত ব্যজনী হাতে নিলেন। তারপর মাননীয় মহাকশ্যপ স্থবিরাসনে উপবেশন করে মাননীয় উপালিকে জিজ্ঞেস করলেন :

‘বন্ধু, প্রথম পারাজিকা কোথায় প্রজ্ঞাপ্ত করেছিলেন?’

‘বৈশালীতে,^{১৫} প্রভু।’

‘কাকে উপলক্ষ করে ?’

‘কলন্দকপুত্র সুদিনকে উপলক্ষ করে ।’

‘কি বিষয় উপলক্ষে ?’

‘মৈথুন ধর্ম বিষয়ে ।’

অতঃপর মাননীয় মহাকশ্যপ মাননীয় উপালিকে প্রথম পারাজিকার বিষয়-বস্তু জিজ্ঞেস করলেন, নিদান (কারণ) জিজ্ঞেস করলেন, ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, প্রজ্ঞাপ্তি (আইন বা নিয়ম) জিজ্ঞেস করলেন, অনুপ্রজ্ঞাপ্তি (সম্পূরক আইন বা নিয়ম) জিজ্ঞেস করলেন, অপরাধ (আপত্তি) জিজ্ঞেস করলেন, অনপরাধ (অনাপত্তি) জিজ্ঞেস করলেন ।

প্রথম পারাজিকার নিয়মে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ পারাজিকার বিষয়-বস্তু...অনপরাধ জিজ্ঞেস করলেন । উপালি স্থবির জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করলেন । এভাবে চারিটি পারাজিকা নিয়ে ‘পারাজিকা বিভাগ’ নামে সংগ্রহ তৈরি করলেন । তেরটি সংঘাদিসেস ‘তের-বিভাগ’-এ তৈরি করলেন, দ্বিবিধ অনিয়ত শিক্ষাপদ তৈরি করলেন, ত্রিশ প্রকার ‘নিস্-সঙ্গীয় পাচিস্তয় শিক্ষাপদ’ তৈরি করলেন, বিরানশ্বই প্রকার ‘পাচিস্তয়-শিক্ষাপদ’ তৈরি করলেন, চতুর্বিধ ‘পটিদেশনীয়-শিক্ষাপদ’ তৈরি করলেন, পচাঁস্তর প্রকার ‘সেখিয়’ তৈরি করলেন, সপ্তবিধ ‘অধিকরণ সম্বন্ধ’ তৈরি করলেন । এভাবে তাঁরা ‘মহাবিভঙ্গ-সংগ্রহ’ প্রস্তুত করলেন ।

এভাবে ভিক্ষুগণী বিভঙ্গে অষ্টবিধ পারাজিকা শিক্ষাপদ নিয়ে পারাজিকা বিভাগ, সতেরটি সংঘাদিসেস নিয়ে সংঘাদিসেস বিভাগ, ত্রিশ প্রকার নিস্-সঙ্গীয় পাচিস্তয় নিয়ে নিস্-সঙ্গীয়-পাচিস্তয় বিভাগ, ছেষটিটি পাচিস্তয় নিয়ে পাচিস্তয়-বিভাগ, অষ্টবিধ শিক্ষাপদ নিয়ে পটিদেশনীয় বিভাগ, পচাঁস্তরটি সেখিয় শিক্ষাপদ নিয়ে সেখিয়-বিভাগ, সপ্তবিধ অধিকরণ সম্বন্ধ নিয়ে অধিকরণ সম্বন্ধ বিভাগ প্রস্তুত করা হয় । এভাবে তাঁরা ভিক্ষুগণী বিভঙ্গ প্রস্তুত করে ঋদ্ধক এবং পরিবারও প্রস্তুত করলেন । এভাবে মহাকশ্যপ স্থবির কর্তৃক জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন এবং উপালি স্থবির কর্তৃক প্রদত্ত উত্তরের মাধ্যমে উভয় বিভঙ্গ ঋদ্ধক ও পরিবার নিয়ে বিনয় পিটক সংগ্রহ করা হল । প্রশ্নোত্তর শেষে পঞ্চাত অর্হৎ পূর্বোক্ত নিয়মে সমবেত ভাবে আবৃত্তি করে গ্রহণ করলেন । বিনয় সংগ্রহ শেষে মহা পৃথিবী কম্পিত হল ।

অতঃপর মাননীয় উপালি স্থবির দস্ত-খচিত ব্যজনী রেখে ধমাসিন হতে

উঠে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের বন্দনা করে তাঁর নিখারিত আসনে উপবেশন করলেন। তাই প্রাচীনেরা বলেছেন :

১২। মহাথের (মহাকশ্যপ শ্রবির) স্বয়ং বিনয়ের প্রস্তুততা এবং উপালি শ্রবির উত্তর দাতা নির্বাচিত হলেন।

১৩। শ্রবিরাসনে উপবিষ্ট হয়ে তিনি (মহাকশ্যপ) বিনয় (বিনয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ) জিজ্ঞেস করলেন এবং উপালি ধর্মাসনে উপবিষ্ট হয়ে উত্তর দান করলেন।

১৪। বিনয় ধর (উপালি) প্রথমে বিনয় ক্রমান্বয়ে ব্যক্ত করলেন ; পরে বিনয়ে পারদর্শী সকলে (বিনয়) পুনরাবৃত্তি করলেন।

অতঃপর মাননীয় মহাকশ্যপ বিনয় সঙ্গায়ন (সংগ্রহ) করে ধর্ম সঙ্গায়নের ইচ্ছায় ভিক্ষুদিগকে বললেন, ‘ধর্ম সঙ্গায়নের জন্য কাকে [কোন ভিক্ষু] আবৃত্তিকারক করে ধর্ম সঙ্গায়ন করা উচিত ?’ ভিক্ষুগণ উত্তর দিলেন, ‘আনন্দ শ্রবিরকে।’

অনন্তর মাননীয় মহাকশ্যপ নিজেকে নিজে ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রস্তুততা নির্বাচিত করলেন এবং স্বয়ং আনন্দশ্রবির উত্তর প্রদানে সম্মত হলেন। মাননীয় আনন্দ গাত্রোখান করে চীবর একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের বন্দনা করতঃ ধর্মাসনে উপবিষ্ট হয়ে দস্ত-বাজনীর গ্রহণ করলেন। মহাকশ্যপ শ্রবির শ্রবির-আসনে উপবিষ্ট হয়ে আনন্দ শ্রবিরকে ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন, ‘বৃন্দ আনন্দ, ব্রহ্মজাল কোথায় ভাষিত হয়েছে ?’

‘প্রভু, রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যবর্তী স্থান অম্বলট্ঠিকা নামক স্থানে রাজার বাগান বাড়িতে।’

‘কাকে উপলক্ষ করে ?’

‘ব্রহ্মদত্তের অনুসারী সুপ্রিয় পরিব্রাজককে উপলক্ষ করে।’ অনন্তর মাননীয় মহাকশ্যপ মাননীয় আনন্দের নিকট ব্রহ্মজালের নিদান (উৎস) পূর্নগল (ব্যক্তি) জিজ্ঞেস করলেন।

তারপর পূর্বের ন্যায় জিজ্ঞেস করলেন, ‘বৃন্দ আনন্দ, শ্রামণ্যফল কোথায় ভাষিত হয়েছে ?’

‘প্রভু, রাজগৃহের জীবকের আশ্রয়-বনে।’

‘কাকে লক্ষ্য করে ?’

‘বৈদেহী পুত্র অজাতশত্রুকে লক্ষ্য করে।’

অতঃপর মাননীয়—মহাকশ্যপ মাননীয় আনন্দকে গ্রামণ্যফলের নিদান (উৎস) এবং পদ্মগল (ব্যক্তি) জিজ্ঞেস করলেন ।

এভাবে ব্রহ্মজাল সূত্র প্রথমে আরম্ভ করে চৌত্রিশটি সূত্রের সমন্বয়ে দীর্ঘনিকায় সঙ্গায়ন করে ইহা ‘দীর্ঘনিকায়’ নামকরণ করলেন ; আবৃত্তি-শেষে মাননীয় আনন্দকে ভার অর্পণ করে বললেন, ‘বন্ধু, ইহা আপনার অনুসারীদের মাঝে আবৃত্তি করুন ।’ অতঃপর মূলপর্যায়সূত্র প্রথমে আরম্ভ করে একশ বায়াম্ভটি সূত্রের সমন্বয়ে ‘মধ্যমনিকায়’ সঙ্গায়ন করে ধর্ম-সেনাপতি শারিপুত্রের অনুসারীদের বললেন, ‘ইহা তোমরা আবৃত্তি (রক্ষা) কর ।’

অনন্তর ওষতর সূত্র প্রথম আরম্ভ করে সাত হাজার সাতশ বাষট্টিটি সূত্র নিয়ে সংযুক্ত নিকায় সংগায়ন করে মহাকশ্যপ স্থবিরকে সংরক্ষণের জন্য দিয়ে বললেন, ‘প্রভু, ইহা আপনার অনুসারীদের মধ্যে আবৃত্তি করুন ।’

এরপর চিত্তপরিয়াদান সূত্র প্রথম আরম্ভ করে নয় হাজার পাঁচশ সাতাশটি সূত্র নিয়ে অঙ্গুত্তর নিকায় সংগ্রহ করে অনুরুদ্ধ স্থবিরকে সংরক্ষণের জন্য দিয়ে বললেন, ‘ইহা আপনার অনুসারীদের মধ্যে আবৃত্তি করুন ।’

অনন্তর খুদ্দক-পাঠ, ধর্মপদ, উদান, ইতিবৃত্তক, সূত্র-নিপাত, বিমানবন্ধু, প্রেতবন্ধু, ধেরগাথা, ধেরীগাথা, জাতক, নিম্দেশ, প্রতিসম্ভিদা, অপদান, বুদ্ধবংস, চরিয়াপটক—এই পনের প্রকার (পনেরটি গ্রন্থের সমন্বয়ে) খুদ্দক-নিকায় সঙ্গায়ন করে ‘এগুলো (সমস্ত সূত্রের সংগ্রহ) সূত্রপটক’ নামে অভিহিত করলেন ।

অতঃপর ধর্মসঙ্গিণি, বিভঙ্গ, ধাতুকথা, পদ্মগলপ্রজ্ঞাপ্তি, কথাবন্ধু, যমক, পট্টতান মহাপকরণভেদে সপ্তপকরণ সঙ্গায়ন করে (সমস্ত সংগ্রহ) ‘অভিধর্ম পটক’ নামে অভিহিত করলেন । এভাবে সংগ্রহ শেষে সবগুলো মহাকশ্যপ-স্থবির জিজ্ঞেস করলেন এবং আনন্দস্থবির উত্তর প্রদান করলেন । প্রমোত্তর শেষে সমবেত পাঁচশ অহং সন্মিলিতভাবে পুনরাবৃত্তি করলেন । ধর্ম-সঙ্গায়ন শেষে মহাপৃথিবী কম্পিত হল ।

অনন্তর মাননীয় আনন্দ দস্তখচিত ব্যজনী রেখে ধর্মাসন হতে গাত্রোত্থান করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের বন্দনা করতঃ নিজের নির্ধারিত আসনে উপবেশন করলেন । তাই প্রাচীনগণ বলেছেন :

১৫। বহুশ্রুতদের অগ্রগণ্য ধর্মরক্ষক (কোষরক্ষক) মহর্ষি শ্রুতির (মহাকশ্যপ) নিজেকে ধর্ম বিষয়ে প্রস্তুততা নিবাচিত করলেন।

১৬। সেইরূপ আনন্দশ্রুতিরও ধর্মাসনে উপবিষ্ট হয়ে ধর্মবিষয়ে উত্তর দিতে সম্মত হলেন।^{১৭}

সমস্ত বুদ্ধ-বাক্য রসভেদে একপ্রকার ; ধর্ম ও বিনয়ভেদে দ্বিবিধ ; আদি, মধ্য ও অন্তভেদে ত্রিবিধ ; পিটকভেদেও ত্রিবিধ, নিকায়ভেদে পঞ্চবিধ ; অঙ্গভেদে নয় প্রকার এবং ধর্মস্কন্ধভেদে চুরাশি সহস্র প্রকার।

কিভাবে রসভেদে একপ্রকার ?

ভগবান সম্যক সম্বোধি লাভ করে অনুপাদিসেস নিবাণধাতু পরিণিবাণ পর্যন্ত পয়তাল্লিশ বছর যাবত দেব, মনুষ্য, নাগ, যক্ষকে অনুশাসনের দ্বারা ও প্রত্যবেক্ষণের দ্বারা যা ব্যক্ত করেছেন তার সবগুলোর একটি রস—বিমুক্তিরস। এভাবে রসভেদে একপ্রকার।

কিভাবে ধর্ম-বিনয়ভেদে দ্বিবিধ ?

বিনয়-পিটক অর্থে বিনয় এবং অবশিষ্ট বুদ্ধ-বাণীসমূহ ধর্ম এভাবে ধর্ম-বিনয়ভেদে দ্বিবিধ।

কিভাবে আদি, মধ্য ও অন্তভেদে ত্রিবিধ ? তথায় (উক্ত আছে) :

গৃহকারকের অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাকে না পেয়ে সংসারে অনেক জন্ম পরিলক্ষণ করেছি ; পুনঃ পুনঃ জন্ম দুঃখজনক। গৃহকারক ! এবার আমি তোমার সন্ধান পেয়েছি ; তুমি পুনরায় গৃহ নির্মাণ করতে সক্ষম হবে না ; তোমার সকল পার্শ্বক ভগ্ন এবং গৃহকূট বিচ্ছিন্ন হয়েছে ; (আমার) সংস্কারমুক্তচিত্ত সমুদয় তুমার ক্ষয় সাধন করেছে।^{১৮}

ইহা প্রথম বুদ্ধ-বাণী। কেহ কেহ বলেন, যক্ষকে উদান গ্রাথায় বলা হয়েছে—‘যখন সত্যধর্মের (সন্ধর্মের) আবির্ভাব হবে, এটাই প্রথম বুদ্ধবাণী। কিন্তু ইহাও স্তবব্য যে, ভগবান বুদ্ধ চান্দ্রপক্ষের প্রথমদিনে সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়ে সৌম্যনস্য জ্ঞান দ্বারা প্রত্যয়-কারণ পর্যবেক্ষণ করার সময় এই উদান-গাথা ভাষণ করেছিলেন।

পরিণিবাণের সময় (বুদ্ধ) এরূপ বলেছিলেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর, সমস্ত সংস্কার ব্যয়ধর্মী, অপ্রমত্তভাবে সমস্ত কাজ সম্পাদন কর।’—ইহা বুদ্ধের অন্তিম বাণী। উক্ত উভয় বাণীর মধ্যবর্তী সমস্ত বাণী মধ্যম বুদ্ধবাণী। এভাবে আদি-মধ্য-অন্তিম বচন ত্রিবিধ।

কিভাবে পিটকভেদে ত্রিবিধ ?

বুদ্ধের সমস্ত বাণী তিনভাগে বিভক্ত : বিনয় পিটক, সূত্র-পিটক ও অভিধর্ম পিটক। তাই প্রাচীনগণ বলেছেন :

১৭। এদের মধ্যে পারাজিকা বিভাগ, পাঁচিঙ্গিয়, ভিক্ষুদানীদের জন্য বিভঙ্গ, মহাবর্গ, চুলবর্গ ও পরিবার বিনয় পিটকের অন্তর্গত।

ইহাকে বিনয় পিটক বলে।

১৮। চৌত্রিংশটি সূত্র তিন বর্গে (বিভাগ) সংগ্রহ করে প্রথম সংগণনা দীর্ঘ নিকায়।

১৯। একশ বায়ান্নটি সূত্র পনেরটি বর্গে মধ্যম-নিকায় গঠিত।

২০। সাত হাজার সাতশ বাষটিটি সূত্র নিয়ে সংযুক্ত নিকায় গঠিত।

২১। নয় হাজার পাঁচশ সাতান্নটি সূত্র নিয়ে অঙ্গুত্তর নিকায় গঠিত।

২২।২৩। খুদ্দক পাঠ, ধর্মপদ, উদান, ইতিবৃত্তক, সূত্র নিপাত, বিমান-বন্ধু, প্রেতবন্ধু থের-গাথা, থেরী-গাথা, জাতক, নির্দেশ, প্রতিসম্মিদ্ধা-মার্গ অপদান, বুদ্ধবৎস ও চরিয়াপিটক—এই পনেরটি গ্রন্থ (বিভাগ) নিয়ে খুদ্দক-নিকায় গঠিত।

ইহা সূত্র-পিটক নামে অভিহিত।

২৪।২৫। ধর্মসংগণি, বিভঙ্গ, ধাতুকথা, পদুংগল-প্রজ্ঞপ্তি, কথাবন্ধু-পকরণ, যমক ও পট্টান—এই সাতটি গ্রন্থ (বিভাগ) অভিধর্ম নামে ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক দেখিত।

ইহা অভিধর্ম-পিটক নামে অভিহিত। এভাবে পিটকভেদে ত্রিবিধ।

ইহা কিভাবে নিকায়ভেদে পঞ্চবিধ ?

পাঁচটি নিকায় ; যথ—দীর্ঘ নিকায়, মধ্যম-নিকায়, সংযুক্ত-নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় ও খুদ্দক নিকায়। তাই প্রাচীনেরা বলেন :

২৬। চতুর্নি-কায় বাদ দিয়ে প্রথমে দীর্ঘ-নিকায় এবং বাকী বুদ্ধ বাণী সমূহ খুদ্দক নিকায়।^{১৭}

এভাবে নিকায় ভেদে পাঁচ প্রকার।

কিভাবে অঙ্গভেদে নয় প্রকার ?

(বুদ্ধের) সমস্ত বাণী সূত্র, গৈয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবৃত্তক, জাতক, অম্মভূতধর্ম ও বেদল্ল—এই নয় অঙ্গ বিশিষ্ট। তন্মধ্যে উভয় বিভঙ্গ, নির্দেশ, খন্ডক, পরিবার এবং সূত্রনিপাতের মঙ্গলসূত্র, রত্ন-সূত্র,

নালক-সূত্র, তুবটক-সূত্র এবং অন্যান্য সূত্র নামে তথাগতের বাণী সূত্র বলে জ্ঞাতব্য। সমস্ত গাথা সম্বলিত সূত্র গাথা হিসেবে জ্ঞাতব্য। বিশেষ করে সংযুক্ত নিকায়ের সমস্ত গাথা সম্বলিত অধ্যায় গিয়া। সমগ্র অভিধর্ম পিটক, গাথা ব্যতীত সূত্র সমূহ এবং অষ্টবিধ অঙ্গ ব্যতীত বুদ্ধের অন্য সকল বাণী ব্যাকরণ হিসেবে জ্ঞাতব্য। ধর্মপদ, ধেরগাথা, থেরী-গাথা এবং সূত্র-নিপাতের সূত্র ব্যতীত গাথাগদুলো গাথা (stanza) হিসেবে জ্ঞাতব্য। সৌমনস্য জ্ঞানময় বিরশিটি ভাবপূর্ণ আবেগময় গাথাযুক্ত যুগল সূত্রই উদান হিসেবে জ্ঞাতব্য।

‘ইহা ভগবান কতৃক ভাষিত’—প্রারম্ভে এরূপ একশ বারটি সূত্র ইতিবৃত্তক নামে জ্ঞাতব্য। অপল্লক জাতক প্রারম্ভে পাঁচশ পঞ্চাশটি জাতক ‘জাতক’ হিসেবে জ্ঞাতব্য। ‘হে ভিক্ষুগণ, আনন্দের মধ্যে চার প্রকার অমৃতদুধর্ম বিদ্যমান’ এরূপ উক্তি দ্বারা যে-সকল সূত্র আরম্ভ হয়েছে সেই সকল সূত্র অমৃতদুধর্ম নামে জ্ঞাতব্য। সে সকল সূত্র প্রমোক্তের আকারে ব্যাখ্যা করে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, যেমন—চুল্লবেদল্ল, সম্মাদিষ্ঠি, সঙ্কপএহ, সঙ্করভাজনিয়, মহাপল্লম ইত্যাদি সূত্র ‘বেদল্ল’ নামে জ্ঞাতব্য,।’^{১৮} এভাবে অঙ্গ হিসেবে ইহা নয় প্রকার।

কেমন করে ইহা চরুশি-সহস্র প্রকার? একারণে প্রাচীনরা বলেছেন :

২৭। বিরশি সহস্র ধর্ম (স্কন্ধ) বুদ্ধ হতে এবং দৃ’সহস্র ধর্ম ভিক্ষু হতে—এ চরুশি সহস্র ধর্ম প্রবর্তিত হয়েছে।

২৮। বিনয় পিটকে একুশ সহস্র স্কন্ধ, একুশ সহস্র স্কন্ধ সূত্র পিটকে এবং অভিধর্ম পিটকে বিরশি সহস্র স্কন্ধ আছে।

এভাবে ধর্ম-স্কন্ধ হিসেবে চরুশি সহস্র প্রকার ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এগুলোর মধ্যে সূক্তের সাথে সম্পর্কিত একটি মতবাদ (বিষয়বস্তু) একটি ধর্ম স্কন্ধ এবং সূক্তের সাথে সম্পর্কিত অনেকগুলো মতবাদ অনেকগুলো ধর্ম স্কন্ধ ; এভাবে মতবাদ না বিষয়বস্তু হিসেবে ধর্ম-স্কন্ধ গণনা করতে হয়। গাথা-স্কন্ধে জিজ্ঞাসিত প্রতিটি প্রশ্ন এক একটি ধর্ম-স্কন্ধ এবং প্রত্যেকটি উত্তর এক একটি ধর্ম-স্কন্ধ। অভিধর্ম পিটকে প্রত্যেকটি শ্রুতি ও দ্বৈত বিভাগ এবং চিন্ত-বিরতি (conscious intervals) বিভাগ এক একটি ধর্ম-স্কন্ধ। বিনয়ে বস্তু (বিষয়বস্তু) আছে, এসব শিক্ষাপদের পাপকর্মের (অপরাধের) আচরণ বিধি আছে, প্রাতিমোক্ষের নিয়মাবলী

(মাতিকা) আছে, পদে বিভাজন (classification of term) আছে, অস্বতীকালীন আপত্তি আছে, অনাপত্তি (নির্দোষ) আছে এবং গ্রন্থী বিভাগ আছে। এদের এক একটি বিভাগ এক একটি ধর্মস্কন্ধ হিসেবে জ্ঞাতব্য। এভাবে ধর্মস্কন্ধ দেভে ইহা চুরাশি সহস্র প্রকার। এভাবে মহাকশ্যপ প্রগুথের নেতৃত্বে বহুবিশ বুদ্ধ-বাণী 'ইহা ধর্ম, ইহা বিনয়'—এভাবে প্রথম থেকে পরিকল্পনা অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত (বিভক্তিকরণ) করা হয়েছিল এবং সাতমাস কাল আবৃত্তি (সংগীতি) চলেছিল।

সংগীতির অবসানে 'মহাকশ্যপ স্থবির কর্তৃক দশবলের (ভগবান বুদ্ধের) শাসন পাঁচ হাজার বছর কাল পরিমিত সময় স্থায়ীকরণ করা হয়েছে'; —এরূপ বলে অতীব আনন্দিত হয়ে স্বাগত জানাবার মত এই মহাপৃথিবী মৃদুকম্পিত, কম্পিত ও তীব্রভাবে কম্পিত হল এবং বহু আশ্চর্যজনক অবস্থা দেখা দিয়েছিল।

ইহাই প্রথম সংগীতি নামে পরিচিত।

তাই প্রাচীনেরা বলেন :

এ পৃথিবীতে,

২৯। (এই সংগীতি) পাঁচশ ভিক্কু কর্তৃক সংগায়িত হয়েছিল বলে ইহাকে 'পঞ্চশতিকা' সংগীতি এবং স্থবিরদের কর্তৃক করা হয়েছিল বলে 'স্থবির' সংগীতি বলা হয়।^{১২}

৩০। এভাবে পৃথিবীর সকলের কল্যাণের জন্য এবং সকলের মঙ্গলের জন্য সাত মাসে ধর্ম-সংগীতি সমাপ্ত হয়েছিল।

৩১। এই সমুদ্র-শাসনকে মহাকশ্যপ স্থবির পাঁচ হাজার বছর স্থায়ী করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৩২। সংগীতি অবসানে অতীব আনন্দিত হয়ে সমুদ্রবোষ্টিত পৃথিবী ছয়বার প্রকম্পিত হয়েছিল।

৩৩। তখন পৃথিবীতে অশুভ দৃশ্য বিভিন্নভাবে দৃষ্ট হয়েছিল; স্থবিরদের কর্তৃক ইহা সম্পাদন করা হয়েছিল বলে ইহাকে 'থেরবাদ' (Thera tradition) বলে।

৩৪। (সংগীতিকারক) স্থবিরগণ প্রথম সংগীতি করে, পৃথিবীর বহু হিতকর্ম করে ষাথারুক্ষাল অবস্থান করে সকলে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন।^{১৩}

৩৫। এভাবে পণ্ডিতব্যক্তি জীবনের অনিত্যতা এবং (এই অনিত্যতা) অজ্ঞেয় জেনে জ্ঞান ও প্রত্যয় দ্বারা নিত্য ও অমৃতপদ লাভে সক্ষম হন।

সাধুজনের আনন্দদায়ক সন্ধর্মসংগ্রহের প্রথম মহাসংগীতি বর্ণনা সমাপ্ত।

পাদটীকা

১। ত্রিরত্ন : ত্রিরত্ন বলতে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে বোঝায়। কেননা, বৌদ্ধ ধর্ম মতে এগুলো প্রত্যেকটি রত্নের মত মূল্যবান। বুদ্ধ বলেছেন—এ ত্রিম রত্নের শরণ গ্রহণ করে উপাসক হতে হয়। এছাড়া প্রত্যেক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সাধারণতঃ ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ করা হয়। শরণ যেভাবে গ্রহণ করতে হয় : ‘বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধর্মং সরণং গচ্ছামি, সংঘং সরণং গচ্ছামি’ ইহা তিনবার আবৃত্তি করতে হয়।

২। অট্টকথা : মূল ত্রিপিটক গ্রন্থের উপর পরবর্তী সময়ে পণ্ডিতগণ বহু ভাষা গ্রন্থ রচনা করেন, এগুলো অট্টকথা নামে পরিচিত।

৩। ত্রিপিটক : বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম—এ তিন পিটকের সমন্বয়ে ত্রিপিটক। বিনয় পিটকে ভিক্ষু-প্রাথমিকের প্রতিপাল্য আচরণ বিধি এবং আচরণ ভঙ্গকারীর শাস্তির বিধান রয়েছে। সূত্রপিটকে বুদ্ধের উপদেশাবলী স্থান পেয়েছে। অভিধর্ম পিটকে বৌদ্ধধর্মের পারমার্থিক বিষয় সমূহ আলোচিত হয়েছে।

৪। পারমী : এর অর্থ পারকমতা ; বোধিজ্ঞান লাভের জন্য পারমী সম্ভার পূরণ করা আবশ্যিক। পারমী দশবিধ : দান, শীল, নৈকম্মা, প্রজ্ঞা, বীর্য, কাস্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষা। এই প্রত্যেকটি পারমী, উপ-পারমী ও পবমার্থ পারমী ভেদে ত্রিশ প্রকার।

৫। সুভদ্র : ইনি উদিত ব্রাহ্মণ মহাশাল কুল হতে প্রব্রজিত হয়েছিলেন। তিনি তথাগত বুদ্ধের অন্তিম শিষ্য (দীঃ নিঃ ; মিলিন্দ প্রশ্ন, পৃ ১৩০ ; সম্মঙ্গল বিলাসিনী, ২য়, ৫২০)।

৬। কুশীনারা : এখানে মহামানব গৌতম বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। ইহা একদা কুশাবতী নামে সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর মল্লরাজগণ তথাগতের দেহাবশেষের অষ্টমাংশের উপর স্তূপ নির্মাণ ও পূজা করে-ছিলেন। এখানে একটি পরিনির্বাণমূর্তি আছে এবং ইহার পার্শ্বে অবস্থিত স্তূপটি

বুদ্ধের পরিনির্বাণের স্থানে নির্মিত। ইহা গোরক্ষপুর রেল স্টেশন থেকে ১৮ মাঃ দূরে অবস্থিত।

৭। শালবৃক্ষ : কুশীনগরের যম্লদের শাল বাগান, যেখানে তথাগত বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন ; অর্থাৎ উক্ত বাগানের যম্লক শাল বৃক্ষের নীচেই তিনি পরিনির্বাণিত হয়েছিলেন।

৮। পরিনির্বাণ : সর্ববিধ দুঃখের অবসান বা পরিনিবৃত্তিই ‘পরিনিব্বান’। ইহা দ্বিবিধ—সর্ব তৃষ্ণা ক্ষয় করে ইহ জীবনে যে দুঃখের অবসান তার নাম সোপাদিশেষ নির্বাণ আর এ অবস্থায় দেহত্যাগই নিরূপাদিশেষ নির্বাণ।

৯। প্রাচীন : বুদ্ধঘোষের মতে প্রাচীন বলতে যে স্থবিরগণ তাঁদের গুরু থেকে ধর্মবিনয় শিক্ষা করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন ; এতে তাঁদের নিজস্ব কোন ধর্মমত থাকবে না (Visuddhimaggs PTS, 10.99)।

১০। চতুर्वিংশতি বুদ্ধ : সম্যক সম্বুদ্ধ দীপঙ্কর, কোণ্ডঞ্ঞ, মঙ্গল, সুম্ন, সোভিত, অনোমদস্সি, পহুম, নারদ, পহুমন্তর, সুমেধ, সুজাত, প্রিয়দস্সি, অথদস্সি, ধম্মদস্সি, সিদ্ধাথ, তিস্স, ফুস্স, বিপস্সী, সিথি, বেস্সভু, ককুসঙ্ঘ, কোনাগম্ন ও কস্সপ।

১১। মহাক্ষ্যপ : তথাগত বুদ্ধের প্রথম মহাপ্রাণিক। গৃহীনাম ছিল পিপ্পলীমানব। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল ভদ্রা কপিলানি। মাতাপিতার মৃত্যুর পর তাঁরা উভয়ে বিপুল সম্পত্তি ত্যাগ করে ব্রহ্মচারী হয়েছিলেন। পিপ্পলী বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি অচিরে ১৩ প্রকার ধূতাক্র ব্রত গ্রহণ করে অষ্টম দিবসে অহংকল লাভ করেন। বুদ্ধ তাঁকে ধূতাক্রধারী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান দান করে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। কথিত আছে, বুদ্ধ মহাক্ষ্যপের সঙ্গে চীবর বিনিময় করেছিলেন।

১২। সঙ্ঘায়ন : বুদ্ধ পরিনির্বাণের পর তাঁর ধর্ম-দর্শন সমূহ ষাথ্যথ সংরক্ষণের জন্য অহং সত্বেয় সমন্বয়ে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাই সঙ্ঘায়ন! পালি সাহিত্যে পঞ্চশতিকা (১ম), সপ্তশতিকা (২য়) ও সহস্রশতিকা (৩য়) সঙ্ঘায়ন বা সঙ্গীতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৩। দশকল : তথাগত বুদ্ধের অপর নাম।

১৪। বৈশালী : বজ্জী বা লিচ্ছবী রাজাদের অতি সমৃদ্ধিশালী রাজধানী ছিল। ইহা পাটলিপুত্রের উত্তরে অবস্থিত, বর্তমান নাম বেসাড। এখানে এক সময় অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও অমল্লম্ব উপদ্রব হলে বুদ্ধ শশিষ্ঠ তথায় গমন করেন এবং বুদ্ধের নির্দেশক্রমে আত্মমান আনন্দ স্থবির রতন স্ত্রু দেশনা করলে উক্ত উপদ্রব দূরীভূত হয়। বৈশালী নগরের গণিকা আত্মপালী বুদ্ধের উপদেশে ভিক্ষুণী ব্রত গ্রহণ করেছিলেন এবং স্বীয় বিশাল আত্মবাগান বুদ্ধকে দান করেছিলেন।

১৫। মহাবংস iii, 34, 35.

১৬। ধর্মপদ : ১৫৩, ১৫৪। জাতক নিদান কথা, পৃ ৭৬; অথসালিনী (PTS) পৃ: ১৮; The expositor, I, p. 22; Psalms of the Brethren, v, 184 (which ends differently); Rhys Davids, Buddhist Birth Stories, 109 ff.

১৭। স্তম্ভলবিলাসিনী, ১, ২৯।

১৮। Atthasālinī, p. 26; The Expositor. I. pp. 33-34.

১৯। স্তম্ভলবিলাসিনী, পৃ ২৪, ২৫।

২০। সমস্তপাসাদিকা, পৃ ২২৫।

দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসংগীতি

অনন্তর ক্রমান্বয়ে দিন এবং রাত্রি অতিক্রম হতে লাগল ; ভগবান বুদ্ধের পরিণিবাণের একশ বছর পর বৈশালীর বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ দশবহুনি প্রচার করছিলেন। দশবহুনি কি কি ?

(১) কপ্পতি সিংগিলোন-কপ্পো^১ ; (২) কপ্পতি স্বঙ্গুল-কপ্পো^২ ; (৩) কপ্পতি গামন্তর-কপ্পো^৩ ; (৪) কপ্পতি আবাস-কপ্পো^৪ ; (৫) কপ্পতি অনুমতি-কপ্পো^৫ ; (৬) কপ্পতি আচিল্ল-কপ্পো^৬ ; (৭) কপ্পতি অমথিত-কপ্পো^৭ ; (৮) কপ্পতি জলোহি পাতুং^৮ ; (৯) কপ্পতি অদসকং নিসীদনং^৯ ; ও (১০) কপ্পতি জাতরূপ-রজতনং^{১০} । শিশুনাগ-পুত্র কালাশোক তাঁদের অনুগামী ছিলেন ।

সেইকারণে প্রাচীনেরা বলেছেন :

১। কালাশোকের রাজত্বের দশম বর্ষ শেষ হলে ভগবান বুদ্ধের পরিণিবাণের একশ বছর পূর্ণ হয় ।

২। সেইময় বহু বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষু নিলঞ্জভাবে বৈশালীতে দশ-বহুনি প্রচার করেছিলেন ।^{১১}

সেই সময় কাকডকপুত্র মাননীয় যশ বজ্জীদেশের মধ্য দিয়ে বিচরণ করার সময়, ‘বৈশালীর বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ দশবহুনি প্রচার করছেন’ ; শুনে, ‘ইহা যথার্থ নয়, আমি দশবলের শাসনের বিপত্তি শ্রবণ করে নিরুদ্বেগে বাস করতে পারি না । এখনই আমি অধর্মবাদীদের বিরত করে ধর্ম প্রচার করব ।’ এরূপ চিন্তা করে বৈশালীতে উপস্থিত হলেন । তথায় কাকডকপুত্র মাননীয় যশ বৈশালীর মহাবন বিহারে কুটাগার শালায় অবস্থান করতে লাগলেন ।

সেই সময় বৈশালীর বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ উপোসথ দিবসে কাংস্য-পাত্রে জল পূর্ণ করে ভিক্ষুসংঘের মধ্যখানে রেখে বৈশালীতে আগত উপাসকদিগকে এরূপ বলতেন, ‘বন্ধুগণ, ভিক্ষুসংঘের জন্য এখানে এক কহাপন^{১২}, অথবা অর্ধ কহাপন, অথবা এক পাদ^{১৩} অথবা এক মাসক, অথবা রূপা প্রদান করুন ; ইহা ভবিষ্যতে ভিক্ষুসংঘের কাজে প্রয়োজন হবে ।’ এসব যখন হচ্ছিল তখন সংগীতির জন্য কম কিংবা বেশী নয়

এরূপ সাতশ জন ভিক্ষু সমবেত হয়েছিলেন। সেজন্য ইহাকে বিনয়-সংগীতি এবং সন্ত-সতিকা সংগীতি বলা হয়। এই সম্মেলনে দ্বাদশ-শতসহস্র ভিক্ষু সম্মিলিত হয়েছিলেন। তাঁদের উপস্থিতিতে কাক্‌ডকপুত্র মাননীয় ষশ কতর্ক সমুৎসাহিত হয়ে—মাননীয় রেবত কতর্ক জিজ্ঞাসিত হয়ে সম্বকামি স্থবির কতর্ক উক্ত দশবন্ধুনির বিনয়সম্মতভাবে আলোচনার মাধ্যমে ষথার্থতা বিচার করে মীমাংসা করা হয়।

অতঃপর স্থবিরগণ বললেন, ‘আমরা ধর্ম-বিনয় আবৃত্তি করব’। এরূপ বলে তাঁরা সাতশ জন প্রতিসম্মিতদা প্রাপ্ত ত্রিপিটকধর অহং ভিক্ষু নিবাচন করে বৈশালীর বালুকারামে সমবেত হয়ে মহাকশ্যপ স্থবির কতর্ক কৃত সংগীতির (প্রথম সংগীতি) অনরূপ সকল প্রকার শাসন-মল ধৌত করে পুনরায় পিটক, নিকায়, অঙ্গ ও ধর্মস্কন্ধবশে সমগ্র ধর্ম-বিনয় আবৃত্তি করলেন। এই সংগীতি আটমাস পর সমাপ্ত হয়। তাই প্রাচীনেরা বলেন : এই পৃথিবীতে,

৩। সাতশ জন (অহং ভিক্ষু) কতর্ক ইহা সম্পন্ন হয়েছিল বলে ‘সপ্ত সতিকা’ এবং ইতিপূর্বে অন্য একটি (সংগীতি) হয়েছিল বলে ইহা ‘দ্বিতীয় সংগীতি’ নামে অভিহিত।

৪। এ সংগীতি বিখ্যাত করেছিলেন সে সকল স্থবির, যাঁরা সঙ্গায়ন (আবৃত্তি) করেছিলেন (তাঁরা হলেন) সম্বকামি, সলহ, রেবত, কুন্ডলসোভিত, ষশ এবং সানসম্ভূত এই ছয়জন স্থবির আনন্দ স্থবিরের শিষ্য—যাঁরা অন্তিম সময়ে তথাগতকে দেখেছিলেন।

৬। সুমন এবং বাসবগামি—এই দু’জন অনুরুদ্ধ স্থবিরের শিষ্য, তাঁর কাছে শিক্ষা করেছিলেন—যাঁরা অন্তিম কালে তথাগতকে দেখেছিলেন।

৭। দ্বিতীয় সংগীতিতে যে সকল স্থবির সমাগত হয়েছিলেন তাঁরা সকলে ভার-মুক্ত হলেন এবং তাঁদের কৃত কর্ম সম্পাদন করে পাপ-মুক্ত হয়েছিলেন।

৮। সম্বকামি ও অন্য স্থবিরগণ মহাঋদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন, তাঁরা পৃথিবীতে অগ্নি-কুণ্ডের মত প্রজ্বলিত (আলো বিকিরণ) হয়ে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন।

৯। জীবন অনিত্য এবং জয় কষ্টসাধ্য—ইহা জ্ঞাত হয়ে পণ্ডিতব্যক্তি জ্ঞান ও প্রত্যয় দ্বারা নিত্য ও অমৃতপদ লাভে সক্ষম হন।

সাধুজনের আনন্দদায়ক সঙ্ঘ-সংগ্রহের দ্বিতীয় মহাসংগীতি

বর্ণনা সমাপ্ত।

পাদটীকা

১। প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য ভিক্ষুগণ শৃঙ্খাধারে নবণ সংরক্ষণ করতে পারবেন।

২। মধ্যাহ্নের পর ছায়া দুই আঙ্গুল অতিক্রম না করা পর্যন্ত ভিক্ষুগণ আহার করতে পারবেন।

৩। ভিক্ষুগণ একবার আহার করে পুনরায় অন্য গ্রামে গিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে কিংবা ভিক্ষায় গ্রহণ করতে পারবেন।

৪। এক সীমার অন্তর্গত পৃথক পৃথক আবাসের ভিক্ষুগণ পৃথক পৃথক ভাবে উপোসথ পালন করতে পারবেন।

৫। সংঘের উপস্থিত ভিক্ষুগণ অপর ভিক্ষুগণের অহুমতি পরে গ্রহণ করবেন, এই মনে করে বিনয় কর্ম সম্পাদন করতে পারবেন।

৬। পূর্বাপর আচার্য কিংবা উপাধ্যায় স্থানীয় স্থবিরগণের আচরিত প্রথাভূয়ায়ী ভিক্ষুগণ আচরণ করতে পারবেন।

৭। ভিক্ষুগণ দুগ্ধ এবং দধির মধ্যবর্তী অবস্থার পানীয় পান করতে পারবেন।

৮। ভিক্ষুগণ কাঁকালো তালরস পানীয় হিসেবে পান করতে পারবেন।

৯। ঝালরহীন আসন প্রমাণাতিরিক্ত হলেও ভিক্ষুগণ তাতে উপবেশন করতে পারবেন।

১০। ভিক্ষুগণ স্বর্ণ রৌপ্য বা মুদ্রাদি গ্রহণ করতে পারবেন।

১১। মহাবংস, iv, ৮, ৯।

১২। তৎকালীন সময়ে প্রচলিত টাকা বিশেষ।

১৩। পাদ=২ কহাপন (= কাষাপণ); কিন্তু মাসকের দ্বিগুণ।

তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসংগীতি

ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধের পরিনির্বাণের দুইশ আটশ বছর পর ষাট হাজার অন্যার্তিথিক (Heretics) লাভ সংকার ও খাদ্য-বস্ত্র প্রাপ্ত না হওয়ায় লাভ-সংকার লাভের জন্য নিজে মস্তক মৃদন করে কাসায়বস্ত্র পরিধান করে বিহার সমূহে বিচরণ করত এবং উপোসথাদি বিনয়-কর্মে যোগদান করত। তারা পাপকর্ম দ্বারা শাসনকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করেছিল। একারণে জম্বুদ্বীপের সকল ভিক্ষু-সংঘ সাত বছর যাবৎ উপোসথ-কর্ম করেন নি।

সেসময় ধর্মরাজ অশোকের পনের বর্ষাভিষেক হচ্ছিল। রাজা শাসনের বিশোধনের ইচ্ছায় অশোকারামে ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করে একত্রিত করলেন। সেই সমাবেশে মাননীয় মোগ্গলিপুত্রতিস্স স্থবির সংঘ-নায়েক হয়ে রাজাকে (প্রকৃত) ধর্মমত জ্ঞাত করালেন। রাজা অন্য-ার্তিথিকগণকে জিজ্ঞেস করে ‘এদের মধ্যে কেহই ভিক্ষু নয়, অন্য তির্থিক’ জানতে পেয়ে স্বেতবস্ত্র পরিয়ে শাসন হতে বহিষ্কার করে দিলেন। অনন্তর রাজা বললেন, ‘প্রভু, শাসন এখন পরিশুদ্ধ, ভিক্ষু-সংঘ উপোসথ কর্ম করুন।’ এরূপ বলে প্রহরী (রক্ষাকারী) নিয়োগ করে তিনি নগরে প্রবেশ করলেন। সমগ্র সংঘ একত্রিত হয়ে উপোসথ কর্ম সম্পাদন করলেন। এজন্য প্রাচীনেরা বলেন :

৯। সম্বুদ্ধের পরিনির্বাণের দুইশ আটশ বছর পর আশোক রাজা হন এবং পৃথিবীর অধিপতি হন।^১

১০। মনোরম রাজোদ্যানে এক সপ্তাহ বাস করার পর তিনি (মোগ্গলিপুত্রতিস্স) মহাপালকে (রাজাকে) সম্বুদ্ধের সঠিক ধর্মমত জ্ঞাত করালেন।

১১। একই সপ্তাহে সম্রাট দ্ব’জন যক্ষ প্রেরণ করে পৃথিবীর সমস্ত ভিক্ষু-সংঘ একত্রিত করালেন।

১২। তিনি সপ্তম দিনে স্বীয় মনোরম উদ্যানে সকল ভিক্ষু-সংঘকে সমবেত করালেন।^২

১৩। সম্রাট মিথ্যদৃষ্টিসম্পন্ন সবাইকে জিজ্ঞেস করে অন্যার্তিথিক জানতে পেয়ে ষাট হাজার (অন্যার্তিথিক) বহিষ্কার করেন।

১৪। (অতঃপর) সম্রাট শ্ববিরকে (তিস্স) বললেন, “সংঘ বিশোধিত হয়েছে ; সুতরাং মননীয় প্রভু, এবার সংঘ উপোসথ করতে পারেন।”

১৫। সংঘের জন্য রক্ষী নিয়োগ করে তিনি নগরে প্রবেশ করলেন তখন সংঘ একত্রিত হয়ে উপোসথ করেছিলেন।*

সেই সমাবেশে মোগ্গলিপুত্রতিস্স শ্ববির পরমত মর্দন করে কথাবন্ধ-প্রকরণ ভাষণ করেন। তথায় উপস্থিত ষাট সহস্র ভিক্ষু-সংঘ হতে ত্রিপিটক, পিটসম্ভিদা* প্রাপ্ত ও ত্রিবিদ্যা* সম্পন্ন এক হাজার ভিক্ষু নির্বাচন করে মহাকশ্যপ শ্ববির ও যশ শ্ববিরের ন্যায় তিনিও (মোগ্গলিপুত্রতিস্স) পিটক-ভেদে, নিকায়-ভেদে, অঙ্গ-ভেদে, ধর্মস্কন্ধ-ভেদে ধর্ম ও বিনয় আবৃত্তি করেন। এভাবে ধর্ম ও বিনয় আবৃত্তি করে মহামোগ্গলিপুত্র তিস্স শ্ববির সকল শাসন-মূল বিশোধন করে তৃতীয় সংগীতি সমাপন করেন। সংগীতি অবসানে মহা পৃথিবী বিভিন্নভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল। এই সংগীতি নয় মাস পর সমাপ্ত হয়। তাই প্রাচীনেরা বলেন :

১৬। মহাকশ্যপ শ্ববির ও যশ শ্ববির যেভাবে ধর্ম সংগীতি সম্পাদন করেছিলেন তিস্স শ্ববিরও সেভাবে করেছিলেন।

১৭। সেই সংগীতি-মণ্ডপে তিস্স শ্ববির পরমত মর্দন করে কথাবন্ধ-প্রকরণ ভাষণ করেছিলেন।

১৮। এভাবে রাজা অশোকের রক্ষণাবেক্ষণে এক হাজার ভিক্ষু নয় মাসে এই ধর্ম সংগীতি সমাপ্ত করেন।*

১৯। তৃতীয় সংগীতি সমাপন করে এবং পৃথিবীর প্রভূত উপকার করে ষথায়দুস্কাল অবস্থান করার পর সকল শ্ববির নির্বাণ প্রাপ্ত হন।

২০। এভাবে পণ্ডিত ব্যক্তি জীবন অনিত্য এবং অজ্ঞেয় জেনে জ্ঞান ও প্রত্যয় দ্বারা নিত্য ও অমৃতপদ লাভে সক্ষম হন।

সাধুজনের আনন্দদায়ক সঙ্কর্ম সংগ্রহের তৃতীয় মহাসংগীতি বর্ণনা সমাপ্ত।

পাদটীকা

১। দীপবংস, VI, 1.

২। গাথা নং ১-—১২ পৰ্বন্ত মহাবংস দ্রষ্টব্য, ৫ম অধ্যায়, পৃ, ৪১।

৩। গাথা নং ১৪, ১৫ মহাবংস, ৫ম অধ্যায়, পৃ, ৪১।

৪। পাটিসত্ত্বিদা : ইহার অর্থ বিগ্নেষণ, বিগ্নেষণ মূলক অন্তর্দৃষ্টি বা বিশেষ জ্ঞান। পাটিসত্ত্বিদা চার প্রকার—অথ পাটিসত্ত্বিদা, ধম্ম পাটিসত্ত্বিদা, নিক্কন্তি পাটিসত্ত্বিদা ও পটিভাণ পাটিসত্ত্বিদা।

৫। জাতিস্বর জ্ঞান বা অতীতে কোন কোন স্থানে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন সে বিষয়ে জ্ঞান, সত্ত্বগণের জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে জ্ঞান এবং তৃষ্ণাক্ষয় জ্ঞান।

৬। গাথা নং ১৬—১৮, মহাবংস, ৫ম অধ্যায়।

চৈতন্য পর্বত বিহার প্রতিগ্রহণ

ইহা আনন্দপূর্বক কথা ।

মোগ্‌গলিপুত্র তিস্‌স স্থবির তৃতীয় সংগীতি সমাপন করে এরূপ চিন্তা করলেন, ‘ভবিষ্যতে কোথায় এই শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করবে?’ এবং অনন্দসম্মান করে এরূপ বললেন, ‘(এই ধর্ম) পশ্চিমা দেশসমূহে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করবে ।’ তিনি সেইসকল ভিক্ষুকে দায়িত্ব অর্পণ করে এক একজনকে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করলেন । তিনি মল্লকান্তিক স্থবিরকে কাশ্মীর ও গান্ধার রাজ্যে পাঠালেন । বললেন, ‘তোমরা এই দেশে গিয়ে শাসন প্রতিষ্ঠা করবে ।’ মহাদেব স্থবিরকে অনুরূপ বলে মহিসমুদ্রে প্রেরণ করলেন, রক্ষিত স্থবিরকে বনবাসী, যোনকবাসী ধর্মরক্ষিত স্থবিরকে অপরান্তক রাজ্যে, মহাধর্মরক্ষিত স্থবিরকে মহারাজ্যে, মহারক্ষিত স্থবিরকে যোনক রাজ্যে, মল্লিকম স্থবিরকে হিমবন্ত প্রদেশে, সোনক ও উত্তর স্থবিরকে সুবর্ণভূমিতে, স্বীয় সহবিহারী মহেন্দ্র স্থবির, ইট্ঠিয় স্থবির, উত্তিয় স্থবির, সম্বল স্থবির এবং ভন্দসাল স্থবিরকে লংকাধীপে প্রেরণ করলেন । (বললেন), ‘তোমরা লংকা ধীপে গিয়ে শাসন প্রতিষ্ঠা কর । বিভিন্ন দিকে যাঁরা গমন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে পাঁচ জনের দল ছিল ; কারণ পশ্চিমের দেশসমূহে উপসম্পদা কর্ম সম্পাদনের জন্য পাঁচ জন ভিক্ষুর প্রয়োজন ছিল । তাই প্রাচীনেরা বলেন :

১। জিন শাসনের আলোক-বর্তিকা মোগ্‌গলিপুত্র (তিস্‌স) স্থবির (তৃতীয়) সংগীতি সমাপন করে, অনাগতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন ।

২। প্রত্যন্ত দেশে শাসনের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি স্থবিরদিগকে (ভিক্ষুগণকে) বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করলেন ।

৩। তিনি কাশ্মীর ও গান্ধার রাজ্যে মল্লকান্তিক স্থবিরকে এবং মহিষ-মুদ্রে মহাদেব স্থবিরকে প্রেরণ করলেন ।

৪। রক্ষিত নামক স্থবিরকে বনবাসী রাজ্যে এবং যোনকবাসী ধর্মরক্ষিত নামক স্থবিরকে অপরান্তক রাজ্যে প্রেরণ করলেন ।

৫। মহাধর্ম রক্ষিত নামক স্থবিরকে মহারাজ্যে ও মহারক্ষিত স্থবিরকে যোনক রাজ্যে প্রেরণ করলেন ।

৬। হিমবস্ত্র প্রদেশে মণ্ডিম্ম স্থবিরকে এবং সুবর্ণভূমিতে সোন ও উত্তর স্থবিরকে প্রেরণ করলেন।

৭। ৮। মহামহিন্দ স্থবির এবং তাঁর শিষ্য ইট্ঠিয়, উত্তিয়, সম্বল এবং ভন্দসাল স্থবির—এ পাঁচজন স্থবিরকে এই বলে পাঠালেন, ‘তোমরা মনোরম লংকা দ্বীপে গিয়ে আনন্দময় জিনশাসন প্রতিষ্ঠা কর।’

মহেন্দ্র স্থবির তাঁর উপাধ্যায় ও ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক ‘লংকা দ্বীপে গিয়ে শাসন প্রতিষ্ঠা কর’,—এরূপ অনুরুদ্ধ হয়ে চিন্তা করলেন, ‘এখন লংকা দ্বীপে গমন করার ষথার্থ সময় হয়েছে কি?’ তখন দেবরাজ শত্রু মহেন্দ্র স্থবিরের নিকট গিয়ে এরূপ বললেন, “প্রভু, রাজা মর্টসিব কালগত হয়েছেন, এখন মহারাজ দেবপ্রিয়তিষ্য রাজত্ব করছেন। এবং সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক আপনাকে ধর্ম ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে যে, ‘ভবিষ্যতে মহেন্দ্র নামে ভিক্ষু লংকা দ্বীপে ধর্মাস্তিরিত (সঙ্কর্মে দীক্ষাদান) করবেন।’ সুতরাং প্রভু, এখনই ষথার্থ সময় মনোরম দ্বীপে গমন করা, আমিও আপনার সাহায্যকারী হব।”^১ এ কারণে প্রাচীনেরা বলেন :

৯। ১০। সেই সময় মহেন্দ্র নামক স্থবির সংঘদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন; ইট্ঠিয়, উত্তিয়, ভন্দসাল এবং সম্বল চারজন ভিক্ষু এবং ষড়্ভিক্ষা-প্রাপ্ত ও মহাঋদ্ধি সম্পন্ন সুমন নামক শ্রামণ এবং তাঁদের মধ্যে সপ্তম সত্যদৃষ্টি সম্পন্ন উপাসক বণ্ডুক ছিলেন।

১১। ১২। তাঁদিগকে জম্বুদ্বীপ হতে প্রেরণ করা হয়েছিল, আকাশে রাজহংসের ন্যায় তাঁরা মনোরম নগরে গিয়ে উপনীত হলেন। পর্বত-শৃঙ্গে মেঘ সদৃশ এবং আকাশে হংসের ন্যায় তাঁরা শ্রেষ্ঠ নগরের সম্মুখে গিয়ে অবস্থান করছিলেন।^২

ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের দুইশ ছত্রিশ বছর পর মাননীয় মহেন্দ্র স্থবির ইট্ঠিয় ও অন্যান্যদের সহ এই দ্বীপে মিস্সক পর্বতে অবস্থান করে-ছিলেন বলে জ্ঞাতব্য।

সেই দিন লংকা দ্বীপে জেট্ঠমূল নক্ষত্র উৎসব হচ্ছিল। মহারাজ দেবপ্রিয়তিষ্য অমাত্যদিগকে নক্ষত্র উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য নির্দেশ দিয়ে চল্লিশ হাজার লোক পরিবৃত্ত হয়ে মৃগয়ার উদ্দেশ্যে মিস্সক পর্বতে গেলেন। অতঃপর সেই পর্বতে বসবাসরত এক দেবতা ‘স্থবিরদের রাজাকে দর্শন করাব’ বলে লোহিত মৃগের রূপ ধারণ করে রাজার অনতিদূরে তৃণ

ভোজনের মত বিচরণ করতে লাগল। তখন রাজা মৃগ শিকারের জন্য তীর-
ধনুক তাক্ করলেন। রাজা পশ্চাৎ অনুধাবন করলে মৃগ অস্বখলের^৩
দিকে পালিয়ে যেতে লাগল। মৃগও স্থবিরগণের অনতিদূরে অদৃশ্য হয়ে
গেল। মহেন্দ্র স্থবির অনতিদূরে রাজাকে আসতে দেখে 'আমাকে একমাত্র
রাজাই দেখুন, অন্য কেহ নয়' এরূপ অধিষ্ঠান করে বললেন, 'তিষ্য, তিষ্য,
এখানে আসুন।' রাজা শূনে চিন্তা করলেন, 'এ সিংহল দ্বীপে আমার নাম
ধরে ডাকবে এমন কেউ জন্ম গ্রহণ করেনি, কিন্তু এই মৃদুশব্দ-মস্তক ছিন্ন
কাষায় বস্ত্র পরিহিত ব্যক্তি আমার নাম ধরে ডাকছেন। ইনি কি মনুষ্য নাকি
অমনুষ্য?' স্থবির বললেন :

মহারাজ, আমরা শ্রমণ ধর্মরাজের (বুদ্ধের) শিষ্য ; আপনার প্রতি
অনুকম্পা বশতঃ জম্বুদ্বীপ হতে এখানে আগমন করেছি।

রাজা স্থবিরের কথা শ্রবণ করে তৎক্ষণাৎ অস্ত্র ত্যাগ করে একান্তে
উপবেশন করলেন এবং আন্তরিকভাবে কথা বলতে লাগলেন। তাই বলা
হয়েছে :

রাজা অস্ত্র ত্যাগ করে একান্তে উপবেশন করলেন এবং উপবেশন করে
তিনি বহু অর্থব্যয়ক বন্ধুস্বপ্ন ভাব বিনিময় করলেন।

সেই মুহূর্তে সেই চল্লিশ হাজার লোক এসে রাজার চতুর্পাশে পরিবৃত্ত
হল। অতঃপর স্থবির অন্য হয়জনকেও তাঁকে (রাজাকে) প্রদর্শন করালেন।
রাজা তাঁদের দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'এঁরা কখন এখানে আসলেন?'
'মহারাজ, আমার সঙ্গে।' 'জম্বুদ্বীপে কি এঁদের ন্যায় আরও শ্রমণগণ
আছেন?' হাঁ মহারাজ, আছেন ; এখন জম্বুদ্বীপে কাসায় বস্ত্র পরিহিত
ঋষি (শ্রামণ) দ্বারা পরিপূর্ণ। এরূপ বলে গাথায় বললেন :

'ভগবান বুদ্ধের বহু শ্রাবক (শিষ্য) রয়েছেন যারা ত্রিবিদ্যা^৪ সম্পন্ন,
ঋদ্ধিপ্রাপ্ত, সদ্ধর্মে^৫ সুপাণ্ডিত, ঋণীয়াসব ও অহং^৬।'

'ভদ্র, কোন পথে এখানে এসেছেন ?

'মহারাজ, জলপথে কিংবা স্থলপথে আসিনি।' রাজা বুঝতে পারলেন
যে, তাঁরা আকাশ মার্গে এসেছেন। স্থবির আশ্রোপম-প্রসন্ন জিজ্ঞেস করলেন।
রাজা উত্তর দিলেন।^৭

অতঃপর স্থবির 'রাজা পাণ্ডিত এবং ধর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ' এরূপ চিন্তা
করে 'চলহিষিপদোপম সূক্ত' দেশনা করলেন। দেশনা শেষে রাজা চল্লিশ

সহস্র লোকসহ ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত হলেন। ‘প্রভু, আগামী কাল আমি রথ পাঠাব, সেই রথে আরোহণ করে আসবেন’ বলে বন্দনা করে প্রত্যাগমন করলেন।

রাজা প্রত্যাগমনের পরপরই স্থবির সন্মন শ্রামণেরকে আহ্বান করলেন, (বললেন) ‘সন্মন, এস। ধর্ম শ্রবণের সময় ঘোষণা কর।’

‘ভস্তু, কোন কোন স্থানে শব্দা যায় মত ঘোষণা করব ?’

‘সমগ্র লংকা দ্বীপ।’

‘উত্তম, ভস্তু।’ বলে শ্রামণ অভিজ্ঞান প্রদ চতুর্থ ধ্যান মার্গে প্রবেশ করতঃ দূত্বীষ্য হয়ে চিত্তকে সমাহিত করে সমগ্র লংকাবাসী শ্রবণ করে মত তিনবার ধর্ম শ্রবণের সময় ঘোষণা করলেন। রাজা সেই শব্দ শ্রবণ করে স্থবিরদের নিকট (সংবাদ) পাঠালেন, ‘ভস্তু, কোন উপদ্রব হয়েছে কি ?’

‘না, আমাদের এখানে কোন উপদ্রব হয়নি। ধর্ম শ্রবণ করার সময় ঘোষণা করেছি, আমরা বুদ্ধ বাক্য প্রচার করতে ইচ্ছা করছি।’

শ্রামণের শব্দ শুনে ভূমিবাসীদেবগণ প্রতিধ্বনি করলেন। এভাবে শব্দ (আহ্বান) ক্রমান্বয়ে ব্রহ্মলোকে পৌঁছল। এই আহ্বানে বহু দেবতা একত্রিত হলেন। স্থবির অনেক দেবতা একত্রিত হয়েছেন দেখে ‘সমচিন্ত সন্তুষ্ট’^৬ দেশনা করলেন। দেশনা শেষে অসংখ্য দেবতা সঙ্কর্ম গ্রহণ করলেন এবং বহু নাগ-সুপর্ণ শরণ (ত্রিশরণ) গ্রহণ করলেন।

অনন্তর রাত্রি অবসানে রাজা স্থবিরদের জন্য রথ পাঠালেন। সারথি রথ একান্তে রেখে স্থবিরদের জানালেন, ‘ভস্তু, রথ আনা হয়েছে, আপনারা রথে আরোহণ করুন, আমরা (শহরে) যাব।’

স্থবিরগণ ‘আমরা রথে আরোহণ করব না ; তুমি যাও, আমরা পিছনে যাব’ এরূপ বলে আকাশ মার্গে গিয়ে অনুরাধপুরে যেখানে প্রথম চৈত্যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে অবতরণ করলেন। এই চৈত্যা সেখানে নির্মিত হয়েছে, যেখানে স্থবিরগণ প্রথম অবতরণ করেছিলেন এবং এটা প্রথম চৈত্যা নামে অভিহিত। সারথি দেখতে পেল যে, স্থবিরগণ পূর্বে এসে কোমর বন্ধ বেঁধে চীবর পরিধান করছেন। সে ইহা দেখে অতীব প্রসম্মচিত্ত হয়ে রাজাকে জানাল, ‘দেব, স্থবিরগণ এসেছেন।’

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, ‘তারা কি রথে আরোহণ করেছিলেন ?’

‘না, দেব, আরোহণ করেন নি।’ যদিও আমার পিছনে যাত্রা করেছিলেন

কিন্তু আমার পূর্বে এসে পূর্ব-দ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন।' রাজাও গিয়ে স্থবির-দিগকে বন্দনা করে মহেন্দ্র স্থবিরের হাত হতে পাত্র নিয়ে মহাপূজা ও সম্মানের সাথে স্থবিরগণকে নগরে নিয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করলেন।

স্থবির নিশ্চল আসন প্রজ্ঞাপ্ত আছে দেখে চিন্তা করলেন, 'পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত এই নিশ্চল আসনের মত আমাদের শাস্তার শাসনও এই লক্ষাঙ্ঘীপে সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হোক।' এরূপ চিন্তা করে আসনে উপবেশন করলেন।

রাজা স্বহস্তে স্থবিরদিগকে উত্তম খাদ্যভোজ্য দিয়ে আহার করালেন। স্থবির আহার কৃত্য সমাপন করে সপরিজন রাজাকে ধর্মরত্ন বৃষ্টির মত প্রেত-বন্ধ, বিমানবন্ধ ও সত্যসংযুক্ত দেশনা করলেন। স্থবিরের ধর্মদেশনা শ্রবণ করে পাঁচশ মহিলা স্রোতাপান্ধি ফল প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ধর্মদেশনা শেষে, সন্ন্যাস সময়ে অমাত্য স্থবিরগণকে মেঘবন বাগানে নিয়ে গেলেন; স্থবিরগণ সেখানে অবস্থান করতে লাগলেন।

রাগি অবসানে রাজা স্থবিরদের নিকট গিয়ে তাঁদের বিশ্রাম আরামদায়ক হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন; তিনি আরও জিজ্ঞেস করলেন, ভগ্নে, 'ভিক্ষু-সংঘের জন্য আরাম (বিহার বা বাসস্থান) অনুমোদিত কি?' স্থবির বললেন, 'মহারাজ, অনুমোদিত।' রাজা তুষ্ট হলেন এবং সুবর্ণ পাত্র নিয়ে স্থবিরের হাতে জল ঢেলে মহামেঘ উদ্যান দান করলেন। জল পড়ার সাথে সাথে পৃথিবী কম্পিত হল। স্থবির সাতদিন ধরে ধর্ম দেশনা করলেন। তখন সাড়ে নয় সহস্র লোক ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। স্থবির চৈত্য-পর্বতে গেলেন এবং রাজাও সেখানে আসলেন।

সেই দিন অরিট্ঠ নামক অমাত্য পঞ্চান্নজন জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভাইসহ রাজাকে প্রণাম করে বললেন, 'দেব, আমি স্থবিরের নিকট প্রজ্ঞা নিতে ইচ্ছুক। রাজা 'উত্তম, প্রজ্ঞা গ্রহণ করুন' বলে সম্মতি দিয়ে স্থবিরকে সম্মত করালেন। স্থবির সেদিনই তাঁদের প্রজ্ঞা দান করলেন। সকলে ক্ষুরাগ্রে (ক্ষুর দ্বারা চুল ছেদন করার সময়) অহংকৃত্য প্রাপ্ত হলেন। তাই প্রাচীনেরা বলেন :—

১৩। সেদিনই যেখানে কণ্টক চৈত্য সেখানে আটষটিটি পাথরের টুকরো নিয়ে কাজ আরম্ভ করা হল,

১৪। রাজা নগরে চলে আসলেন, কিন্তু স্থবিরগণ সেখানে অবস্থান কালে অনুকম্পা বশতঃ নগরে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করলেন।

১৫। পাথরের গৃহ নির্মাণ কাজ শেষ হলে আষাঢ় মাসের আষাঢ়ী পূর্ণিমা দিনে রাজা এসে বিহার স্থবিরদিগকে উৎসর্গ করে দান করলেন।

১৬। সেই একই দিনে, যে স্থবিরগণকে খারাপ সীমানা অতিক্রম করতে হয় তাঁরা বক্সিটি মালক (circular enclosures) দিলে সীমানা ও বিহার নির্মাণ করেছিলেন।

১৭। তম্বরুমালক নামক স্থানে যেখানে প্রথম চিহ্নিত করা হয়েছিল, সেখানে যারা উপসম্পদা গ্রহণে উৎসুক ছিলেন তাঁদের উপসম্পদা দেওয়া হল।

১৮। এই বাষটিজন অহং রাজার সহায়তায় চৈতন্য পর্বতে বর্ষা স্থাপন করেছিলেন।*

সাধু জনের আনন্দ দায়ক সঙ্কম সংগ্রহের চৈতন্যপর্বত বিহার প্রতিগ্রহণ বর্ণনা সমাপ্ত।

পাদটীকা

১। Mahāvamsa, Ch, XIII, 1—2 ; 15—16 ; Samantapāsādikā p, 319.

২। With verses 9—10. Compare Dipavamsa, XII. 12—13, and with verses 9—12 ibid, Xii, 36—40.

৩। ইহা সিংহলের মিহিস্তল পর্বতের কিঞ্চিৎ নীচে অবস্থিত।

৪। ত্রিবিদ্যা : বুদ্ধ ত্রিবিদ্যাধর বা ত্রিবিধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন ; পূর্বনিবাসাত্মক জ্ঞান বা নিজের পূর্ব পূর্ব জন্ম সম্পর্কে জ্ঞান, অপরের জন্মান্তর সম্পর্কিত জ্ঞান ও পূর্ববাসনা নিবৃত্তির জ্ঞান।

৫। সমন্তপাসাদিকা, p 324.

৬। অঙ্গুত্তর নিকায়, I, pp, 61 ff.

৭। মহাবংস, XVI, p. 103

চতুর্থ মহাবৌদ্ধসঙ্গীতি

অতঃপর থুপারামে ভগবানের অক্ষকাঙ্কি (Right collar-bone) প্রতিষ্ঠা করার দিনে যমক প্রতিহার্য ঋদ্ধি দর্শন করে নগর হতে ত্রিশ সহস্র ভিক্ষু প্রজ্যা গ্রহণের জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। অনন্তর মহাবোধি বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা (রোপন) করার দিনে অনুলাদেবী (রাণী) পাঁচশ কুমারী কন্যা ও পাঁচশ অস্ত্রপূরবাসী স্ত্রীলোক সর্বমোট এক সহস্র মহিলাসহ ধেরী সন্ধ্যামিগ্রার নিকট প্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অচিরেই সকলে অহংভুফল প্রাপ্ত হন। রাজার ভাগিনেয় অরিট্ঠও পাঁচশ লোক নিয়ে স্থবিরের নিকট প্রজ্যা গ্রহণ করে অচিরে অহংভুফলে প্রতিষ্ঠিত হন।

অনন্তর রাজা মহেন্দ্র স্থবিরকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘ভস্বে, লঙ্কাধীপে কি বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?’ ‘মহারাজ, শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু শাসনের মূল সুপ্রতিষ্ঠিত হন নি।’ ‘ভস্বে, কখন শাসনের মূল সুপ্রতিষ্ঠিত হবে?’ ‘মহারাজ, যখন লঙ্কাধীপের মাতা-পিতার লঙ্কাধীপে জাত কোন পুত্র প্রজ্যা গ্রহণ করে লঙ্কাধীপে বিনয় শিক্ষা গ্রহণ করে তা প্রচার করবে তখনই শাসনের মূল সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।’ ‘ভস্বে, এরূপ ভিক্ষু কি আছেন?’ ‘মহারাজ, আছেন’, মহা-অরিট্ঠ নামে ভিক্ষু একাজে সক্ষম।’ ‘ভস্বে, এব্যাপারে আমার কতব্য কি?’ ‘মহারাজ, একটি মন্ডপ (Hall) প্রস্তুত করান।’ ‘উত্তম’, ‘ভস্বে।’ রাজা উত্তর করলেন।

মহাসঙ্গীতিকালে মহারাজ অজাতশত্রু কর্তৃক মন্ডপ তৈরি করার মত রাজামাত্য মেঘবর্ণাভয় পরিবেশ স্থানে রাজানুগ্রহে মন্ডপ তৈরি করালেন। এবং সব ধরনের বাদক নিষদ্ধ করা হল নিজ নিজ শিক্ষানুযায়ী বাদ্য বাজনা করার জন্য। তিনি ভাবলেন ‘আমরা শাসনের শ্রীবুদ্ধি দেখব।’ তখন বহু সহস্র লোক থুপারামে সমবেত হল।

সেই সময়ে থুপারামে এক হাজার ভিক্ষু সমবেত হয়েছিলেন। মহেন্দ্র স্থবিরের জন্য দক্ষিণমুখী করে আসন প্রস্তুত করা হয়েছিল; মহা-অরিট্ঠ স্থবিরের জন্য উত্তরমুখী করে ধর্মাসন তৈরি করা হয়েছিল। তখন মহেন্দ্র স্থবির কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হলে মহা-স্থবির অরিট্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের বন্দনা করে বয়ঃক্রমানুযায়ী তাঁর আসনে উপবিষ্ট হলেন। মহেন্দ্র স্থবির প্রমুখ

আটর্ষটিজন মহাস্থবির (বয়োজ্যেষ্ঠ) ভিক্ষু ধর্মাসন পরিবৃত্ত হয়ে উপবেশন করলেন। রাজার কনিষ্ঠ ভাই মন্ত্যভয় স্থবির, একাগ্রচিত্ত হয়ে 'বিনয় শিক্ষা করব' এরূপ চিন্তা করে পাঁচশ ভিক্ষুসহ মহা অরিট্ট স্থবিরের ধর্মাসন পরিবৃত্ত হয়ে বসলেন। অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ রাজাসহ এবং অপর পারিষদবর্গ স্ব স্ব প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন।

অনন্তর মাননীয় মহা অরিট্ট স্থবির বিনয়ের উৎস বলতে গিয়ে বললেন, 'সেই সময় ভগবান বুদ্ধ নরুপদীচন্দ্র পাদতলে বেরজরে অবস্থান করছিলেন।' এবং যখন মাননীয় অরিট্ট স্থবির বিনয়ের উৎস ব্যক্ত করতে লাগলেন তখন আকাশে মহাশব্দ উঠিত হল, অকালে বিদ্যুৎ চমকতে লাগল, দেবগণ সাধুবাদ দিতে লাগলেন, সমুদ্র বেষ্টিত মহা পৃথিবী প্রকম্পিত হল। এভাবে যখন বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটিছিল তখন আরুক্ষ্মান অরিট্ট স্থবির ও মহেন্দ্র স্থবির প্রত্যেকে ক্ষীণাসব প্রাপ্ত আটর্ষটিজন মহাস্থবির পরিবৃত্ত হয়ে এবং তাঁদের পার্শ্বে ষাট সহস্র ভিক্ষুর উপস্থিতিতে কাস্তিক মাসে প্রথম প্রবারণা দিবসে থুপারাম মহাবিহারে শাস্ত্রীয় করুণা-দীপ্ত, ভগবান কর্তৃক অনুশাসিত কায়িক-বাচনিক বিধি-বিধান সম্পর্কিত বিনয় পিটক প্রকাশ করেন। যেমনি-ভাবে মহাকশ্যপ স্থবির, যশ স্থবির এবং মোগ্গলিপুত্র তিস্য স্থবির পিটক, নিকায়, অঙ্গ ও ধর্ম্ম-স্কন্ধ অনুসারে ধর্ম এবং বিনয় সঙ্কায়ন করেছিলেন তেমনিভাবে মহা মহেন্দ্র স্থবিরও লঙ্কাদ্বীপে শাসন স্থাপন করে চতুর্থ সঙ্গীতি করেছিলেন।

সঙ্গীতি শেষে বহুপ্রকারে মহাপৃথিবী প্রকম্পিত হয়েছিল। এই সঙ্গীতি অনির্দিষ্ট সময়ে সমাপ্ত হয়েছিল। তাই প্রাচীনেরা বলেছেন :

১৯। ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধের পরিনিবাণের দুইশত আটত্রিশ বছর পর প্রিয়দর্শী রাজা হয়েছিলেন।

২০। মহাকশ্যপ স্থবির, যশ এবং তিস্য যেভাবে ধর্মসঙ্গীতি সম্পাদন করেছিলেন মহেন্দ্র স্থবিরও সেভাবে করলেন।

২১। মহা মহেন্দ্র স্থবির ভগবান বুদ্ধের শাস্ত্র শিক্ষা, আচরণ এবং উপলব্ধি উত্তমরূপে করেছিলেন।

২২। তিনি লঙ্কাকে আলোকিত করেছিলেন, লঙ্কাদ্বীপকে মহামুদ্রিতে রূপ দিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন লঙ্কার শাস্ত্র সদৃশ, তিনি লঙ্কার বহু কল্যাণময় কাজ করেছিলেন।

২৩। তথায় সমাগত হইলেন আটঘটি জন ক্ষীণাসব মহাস্থবির, এবং ধর্মরাজ বুদ্ধের প্রত্যেক স্তম্ভ।

২৪। তাঁরা ছিলেন ক্ষীণাসব, সর্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ (সর্বজ্ঞ) ত্রিবিদ্যা-সম্পন্ন, ঋদ্ধিকোবিদ এবং ভগবানের অন্তঃশাসন সম্পর্কে উত্তম অভিজ্ঞা-প্রাপ্ত।

২৫। সেই মহাসন্ন্যাসীগণ (ভিক্ষুগণ) চতুর্থ সঙ্গীতি সম্পাদন করে পৃথিবীর বহু কল্যাণ সাধন করে জ্বলন্ত অগ্নি খণ্ডের ন্যায় নিবাণ প্রাপ্ত হইলেন।

২৬। জীবন অনিত্য এবং জীবনকে জয় করা কষ্ট সাধ্য অবগত হইলে পণ্ডিত ব্যক্তি বা নিত্য ধ্রুব অমৃত ফলদায়ক নিবাণ অধিগত হবার জন্য ঈরিত সচেতন হন।

সাধুজনের আনন্দ দায়ক সঙ্কর্ম সংগ্রহের চতুর্থ সঙ্গীতি বর্ণনা সমাপ্ত।

পাদটীকা

১। সমস্তপাদাদিকা, pp, 341-43.

ত্রিপিটক রচনা

তাদের পরিনিবাণের পর তাঁদের অন্তেবাসিক তিষ্য, দন্ত, কালসন্মম, দীষসন্মম প্রমুখ এবং মহাঅরিট্ঠ স্থবিরের অন্তেবাসিকগণ পূর্বোক্ত আচার্য পরম্পরা বিনয়-পিটক বর্তমান পর্ষায়ে আনয়ন করেন। তাই বলা হয়েছে—

তৃতীয় সঙ্গীতির পর (বিনয় পিটক) মহেন্দ্র ও অন্যান্যগণ কর্তৃক লঙ্কা-দ্বীপে আনীত হয় ; মহেন্দ্রের নিকট অরিট্ঠ ও অন্যরা শিক্ষা গ্রহণ করে কিছুকালের জন্য বহন করে নিয়ে আসেন ; অনন্তর ইহা তাঁদের শিষ্য-আচার্য পরম্পরায় বর্তমান অবস্থায় পরিণত হয় ।

ইহা কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ? যেমনিভাবে মণিষটে তৈল রাখলে অল্পমাত্রাও নিঃসরিত হয় না তেমনি ভাবে সম্পূর্ণ মূল বিষয় এবং অর্থ যাঁরা মনোযোগী, সচ্চরিত্র, ধীর, বিনয়ী, বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন এবং শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী তাঁদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল । ইহা এভাবে স্জাতব্য । সুতরাং বিনয় পিটক প্রতিষ্ঠার জন্য বিনয় গ্রন্থের উপযোগীতা বিবেচনা করে শিক্ষাকামী (who is anxious to observe religious rules) ভিক্ষু কর্তৃক উক্তমরূপে সমগ্র বিনয় পিটক শিক্ষা করা উচিত । বিনয় শিক্ষার সুবিধা হচ্ছে ইহা— বিনয় শিক্ষায় দক্ষ ব্যক্তি পরিবারের পুত্রগণের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতায় মাতা-পিতার স্থান লাভে যোগ্য নয়, অতঃপর ইহা প্রব্রজ্যা, উপসম্পদা, কৃতাকৃত চরিত্র এবং আচার-গোচর কুশলতা তাঁদের দ্বারা ব্যবহৃত হয় । ইহা ব্যতীত, বিনয় শিক্ষার প্রেক্ষিতে তাঁর স্বীয় সচ্চরিত্র তাঁকে তত্ত্বাবধান করে এবং সুরক্ষা করে ; দৃষ্টিচরিত্র স্বভাব-ভিক্ষুগণের তিনি আশ্রয়দাতা ; তিনি সঙ্ঘমধ্যে বিশারদ রূপে বিদিত হন ; প্রতিব্ধন্দী (বিপরীত মতবাদী) কে তিনি নীতি আদর্শ (ধর্মতঃ) দ্বারা সংযত করেন এবং ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক যে সকল-ধর্ম আত্ম-সংযমের ভিত্তি রূপে কথিত, বিনয়ধর ব্যক্তি সে সকল ধর্মের উত্তরাধিকারী হন, কারণ বিনয় ভিত্তিক আচরণই তাঁদের ধর্ম । ভগবানও এরূপ বলেছেন :—

‘বিনয় হচ্ছে সংঘের জন্য অনুতাপহীনতার জন্য, আনন্দের জন্য, পরমানন্দের (প্রীতি) জন্য, প্রশান্তির জন্য, সমাধির জন্য, যথার্থ জ্ঞান-

দর্শনের জন্য, নিরাবেগের জন্য, বিরাগের জন্য, বিমূর্ত্তির জন্য, বিমূর্ত্তি জ্ঞান-দর্শনের জন্য এবং জন্মহীন নিবাণের জন্য ।’

সুতরাং বিনয় শিক্ষা কাজে প্রয়োগ করা উচিত । তাই বলা হয়েছে—

১। পুণ্যাশ্রা, জ্ঞানবান লংকার অধিপতি দেবপ্রিয় তিষ্য চাব্বিশ বছর রাজত্ব করেন ।

২। তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা উত্তির রাজা হন এবং সমৃদ্ধময় অনুরোধপদ্রে রাজত্ব করেন ।

৩। মহানাগ ছিলেন উপরাজ, যটোল ছিলেন মহাশক্তিধর, গোঠাভয় ছিলেন মহাপ্রজ্ঞাবান এবং কাকবর্ণ ছিলেন বীৰবান ।

৪। রমনীয় মহাগ্রামে তাঁদের পুত্র-পৌত্র পরম্পরা চারজন রাজা কৃতিত্বের সঙ্গে রাজত্ব করেন ।

সম্যক সম্বুদ্ধের পরিনিবাণের তিনশ ছিয়ান্তর বছর পর মহারাজ দূট্টগামণি অভয় লংকার একাছত্র অধিপত্য প্রাপ্ত হন ; তখন তিনি মরিচবাটি বিহার নির্মাণ করান, নগ্নতল বিশিষ্ট লৌহপ্রাসাদ নির্মাণ করান এবং রত্নবালি (gem dust) দ্বারা মহাস্তূপ প্রতিষ্ঠা করায় ছিয়ানশ্বই কোটি অহং ভিক্ষু একত্রিত করে মহাদান দিয়েছিলেন । তিনি চাব্বিশ বছর ধর্মতঃ এবং ন্যায়তঃ অনুরোধপদ্রে রাজত্ব করে আরুদ্ধয়ে সুপ্তোষিতের ন্যায় তুষিত-ভবনে জন্ম গ্রহণ করেন । সেই সময় লংকারীপবাসী ভিক্ষুসংঘ বুদ্ধ শাসনের প্রবৃদ্ধির জন্য মৌখিকভাবে শিষ্য-পরম্পরা প্রচলিত বুদ্ধ বাক্য ত্রিপিটক এবং অর্থকথা-সহ পরিপূর্ণ রূপে শিক্ষা করেছিলেন । তাই প্রাচীনেরা বলেন :

৫। ভগবান বুদ্ধের পরিনিবাণের তিনশ ছিয়ান্তর বছর পর দূট্টগামণি রাজা হলেন ।

৬। দূট্টগামণি অভয় ছিলেন লংকার ইন্দ্র (রাজা), তিনি ছিলেন ধার্মিক এবং প্রজ্ঞাবান ; তিনি চাব্বিশ বছর লংকার রাজত্ব করেন ।

৭। মহীপতি (দূট্টগামণি) এভাবে বহুপুণ্য কর্ম সম্পাদন করে মৃত্যুর পর সজ্জানে তুষিত স্বর্গে জন্ম গ্রহণ করেন ।

ইহা মহারাজ দূট্টগামণি অভয়ের উৎপত্তি কথা ।

যখন মহাস্তূপ প্রতিষ্ঠার পঁচাত্তর বছর অতিক্রান্ত হল, তখন মহারাজ বট্টগামণি অভয় লংকারীপে রাজত্ব করছিলেন । রাজা অভয়গিরিতে একটি

মহাবিহার তৈরী করায় সেই বিহারে মহাস্থূপ পরিমাণ মহাচৈত্য নির্মাণ করায় মহাতিষ্য মহাস্থবিরের নেতৃত্বে ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করেছিলেন।

সেই সময়কার লংকাধীপবাসী ভিক্ষুসঙ্ঘ ভবিষ্যতে বুদ্ধশাসন ও জনগণের পরিহীন বা অবক্ষয়ের বিষয় জ্ঞাত হয়ে ধর্মধর, বিনয়ধর, বহুশ্রুত (ধর্মের) অন্তর্নিহিত তত্ত্ব বিশ্লেষণে পারঙ্গম সমস্ত ভিক্ষু মহাবিহারে সমবেত হলেন। অতঃপর মহারাজ বট্টগামিণি অভয় মহাবিহারে উপস্থিত হয়ে সেখানে ভিক্ষুসঙ্ঘ ছিলেন সেখানে উপগত হয়ে ভিক্ষুসঙ্ঘকে বন্দনা করে একান্তে উপবেশন করলেন। তখন ভিক্ষুসঙ্ঘ রাজাকে এরূপ বললেন, 'মহারাজ, সমগ্র বুদ্ধ-বচন ত্রিপিটকসহ অর্থকথা গুরু-শিষ্য পরম্পরা মৌখিকভাবে (স্মৃতিতে ধারণ করে) চলে আসছে, এমন কি এখনও মৌখিক ভাবে আছে। অনাগাতে বুদ্ধ শাসন ও জনগণের পরিহানি হবে, সমগ্র বুদ্ধ বচন ত্রিপিটকসহ-অর্থকথারও পরিহানি হবে। সুতরাং, এখন মৌখিক-পাঠ সমগ্র বুদ্ধ-বচন ত্রিপিটকসহ অর্থকথা পুস্তকে লিখে রাখা উচিত।'।

‘ভগ্নে, এ ব্যাপারে আমার করণীয় কি?’

‘মহারাজ একটি মণ্ডপ (Hall) নির্মাণ করায় বইয়ের পত্র সরবরাহ করা দরকার।’

‘ভগ্নে, উত্তম।’ বলে রাজা, সন্মতি জানালেন। তিনি তাঁর রাজকীয় শক্তি দ্বারা (কর্মচারী নিযুক্ত করে) প্রথম সঙ্গীতির সময় মহারাজ অজাত-শত্রু যেভাবে মণ্ডপ তৈরী করিয়েছিলেন তেমনিভাবে মণ্ডপ তৈরী করালেন এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত পুস্তক-পত্র সরবরাহ এবং মণ্ডপ মধ্যে মহামূল্যবান আসনাদির ব্যবস্থা করে ভিক্ষুসঙ্ঘকে বললেন, ‘ভগ্নে, আমার কাজ সমাপ্ত হয়েছে।’

তখন সমাগত অনেক শত সহস্র ভিক্ষুসঙ্ঘ হতে ত্রিপিটক শাস্ত্র অভিজ্ঞ, ধর্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ পারঙ্গম, গ্রিবেদে পারদর্শী বহু সহস্র স্থবির ভিক্ষু নিবাচন করলেন এবং স্থবির ভিক্ষুগণ নিজ নিজ নির্ধারিত আসনে উপবিষ্ট হয়ে যেভাবে মহাকণ্যাপ স্থবির, ষশ স্থবির, তিষ্য স্থবির এবং মহেন্দ্র স্থবির ধর্ম-বিনয় পিটক, নিকায়, অঙ্গ এবং ধর্মস্কন্ধ অনুযায়ী সঙ্গায়ন করেছিলেন, সেভাবে সঙ্গায়ন করলেন। এরূপে ভিক্ষু-সঙ্ঘ ধর্ম-বিনয় বা মৌখিক ভাবে প্রচলিত ছিল তা বুদ্ধবচন ত্রিপিটকসহ অর্থকথা পিটক, নিকায়, অঙ্গ, ধর্ম-স্কন্ধ ও ধর্ম-বিনয়বশে ত্রিপিটক পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করায় পাঁচ হাজার

বছর শাসনের স্থিরত্ব দান করে পঞ্চ ধর্মসঙ্গীতি সদৃশ করেছিলেন। ধর্ম লিপিবদ্ধ করার পর মহা পৃথিবী বহু প্রকারে প্রকম্পিত হয়েছিল। ত্রিপিটক লিপিবদ্ধ এক বছরে সমাপ্ত হয়েছিল। প্রাচীনেরা বলেন :

৮। সম্যক সম্বুদ্ধের পরিনিবাণের চারিশত তেত্রিশ বছর পর বটুগামণি রাজা হয়েছিলেন।

৯। লঙ্কাবাসী ভিক্ষুসংঘ ভবিষ্যৎ পর্ষবেক্ষণ করে জীবগণের পরিহানি লক্ষ্য করে একত্রে সমবেত হয়েছিলেন।

১০। তাঁরা সকলেই ছিলেন ত্রিপিটকধর, ধর্ম-তত্ত্ব বিশ্লেষণে পারঙ্গম, স্কীণাসব (মুক্ত), আত্মসংযমী এবং বিনয়ে সর্বাশারদ।

১১। সেই মহাবিহারে স্থবির ভিক্ষুগণ সমাগত হলেন এবং নির্ধারিত স্ব স্ব আসনে উপবেশন করলেন।

১২। মহাজ্ঞানী ভিক্ষুগণ মূল ত্রিপিটক ও অর্থকথাসমূহ মৌখিক ভাবে (স্মৃতিতে ধারণ করে) পরবর্তী সময়ে আনয়ন করেছিলেন।

১৩। সঙ্গীতিতে আবৃত্তি করার নিয়মে সমগ্র ত্রিপিটকসহ অর্থকথা স্থবিরগণ আবৃত্তি করেছিলেন।

১৪। ধর্ম ও শাসনের দীর্ঘস্থায়ী ও প্রবৃদ্ধির জন্য এমন ভাবে উপযোগী করা হল—যেন পাঁচ হাজার বছর স্থায়ী হয়।

১৫। বিনয়ে পারঙ্গম স্থবিরদের কর্তৃক সমগ্র বিনয় পিটক আবৃত্তি করে পুস্তকাকারে লেখানো হয়েছিল।

১৬। সুত্তস্তে পারঙ্গম স্থবিরদের কর্তৃক সমগ্র সুত্ত পিটক আবৃত্তি করে পুস্তকাকারে লিখানো হয়েছিল।

১৭। অভিধম্মে পারঙ্গম স্থবিরদের কর্তৃক সমগ্র অভিধম্ম পিটক আবৃত্তি করে পুস্তকাকারে লেখানো হয়েছিল।

১৮। সমগ্র থেরবাদ (মূল গ্রন্থ) এবং সমগ্র অর্থকথা তাঁরা মৌখিক পাঠ প্রদান করেছিলেন এবং পুস্তকাকারে লিখালেন।

১৯। লেখা সমাপ্ত হলে মহা পৃথিবী প্রকম্পিত হয়েছিল এবং পৃথিবীতে বহু আশ্চর্য বিষয় প্রকাশ পেয়েছিল।

২০। সমস্ত শ্রবিরগণ ত্রিপিটক লিপিবদ্ধ করে জগতের বহু হিত সাধন করে যথায়দুস্কাল জীবিত থেকে নির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

২১। বট্টগামনি অভয় লঙ্কাদ্বীপে বার বছর এবং প্রথম পর্যায়ে পাঁচ মাস রাজত্ব করেছিলেন।

২২। এভাবে মহীপতি (রাজা) বহু পুণ্যকর্ম করে সজ্ঞানে মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন।

জীবন আনিত্য এবং দুর্জয় জ্ঞাত হয়ে পণ্ডিত ব্যক্তি যা নিত্য ও অমৃত-পদ তা লাভে স্মরিত স্বচেষ্টা হন।

সাধুজনের আনন্দদায়ক সন্ধর্ম সংগ্রহের ত্রিপিটক লিপিবদ্ধ বর্ণনা সমাপ্ত।

অষ্টকথা পরিবর্তন

ত্রিপিটক লিপিবদ্ধ করার পাঁচশ ষাট বছর পর লঙ্কাদ্বীপে মহানাম নামে জনৈক রাজা রাজত্ব করতেন। সেই সময়ে জম্বুদ্বীপের মধ্যদেশে বোধিমন্ডপের কাছে কোনো ব্রাহ্মণকুলে এক ব্রাহ্মণ কুমার জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সকল প্রকার শিক্ষায় বিশারদ এবং বেদগ্রন্থে পারঙ্গমতা লাভ করে জম্বুদ্বীপের গ্রাম-নিগম-জনপদ-রাজধানীতে বিচরণ করে যেখানে যেখানে পণ্ডিত, শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণগণ বাস করতেন সেখানে সেখানে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হতেন। তাঁর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর বা ব্যাখ্যা অন্যরা দিতে সক্ষম হতেন না, কিন্তু তাঁদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর তিনি দিতে সক্ষম হতেন। এভাবে সমগ্র জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণ করে তিনি একটি বিহারে উপস্থিত হলেন। সেই বিহারে বহুশত ভিক্ষু বাস করতেন। সেই বিহারে সন্ন্যাসদের বয়োজ্যেষ্ঠ আয়ুজ্ঞান রেবত স্থবির নামে এক মহান অর্হং বাস করতেন, যিনি ছিলেন গভীর ধর্ম-তত্ত্ব ব্যাখ্যায় পারদর্শী এবং পরমত খণ্ডনে সমর্থ। অনন্তর ব্রাহ্মণ যুবক দিবা ও রাত্রি মন্ত পদগরাবৃত্তি করে সম্পূর্ণ বিষয়ে পূর্ণতা আন-ছিলেন। তখন স্থবির ব্রাহ্মণের আবৃত্তির পদ শ্রবণে ভাবলেন, ‘এই ব্রাহ্মণ প্রাগঢ় জ্ঞানের অধিকারী ; তাকে ধর্মস্তিরিত (বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দেওয়া) করা আমার উচিত।’ স্থবির তাঁকে আহ্বান করে এরূপ বললেন, ‘হে ব্রাহ্মণ, কে গাধার মত চীৎকার করছে?’ ব্রাহ্মণ উত্তর করলেন, ‘হে প্রব্রজিত, গাধার মত ডাকের অর্থ আপনি কি বুঝবেন!’ স্থবির বললেন, ‘হাঁ, আমি জানি।’ ব্রাহ্মণ তখন ত্রিবেদের ও পণ্ডিত-ইতিহাসের (ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার পাঁচটি বিভাগ বিশেষ) জটিল বিষয় সমূহ—যেগুলো তিনি নিজেও দেখেন নি কিংবা তাঁর আচার্যও দেখেন নি, সেগুলো স্থবিরকে জিজ্ঞেস করলেন। প্রকৃতপক্ষে স্থবির ত্রিবেদে পারদর্শী হয়ে ইহার গূঢ়তত্ত্ব বিশ্লেষণে দক্ষ হয়েছিলেন, কাজেই প্রশ্ন সমূহের উত্তর দেওয়া তাঁর পক্ষে মোটেই কষ্টসাধ্য ছিল না। প্রশ্নসমূহের উত্তর দানের পর তিনি ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে ব্রাহ্মণ, আপনি আমাকে বহু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন, এখন আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব ; আশা করি, আপনি ইহা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।’

‘হা, প্রব্রজিত, জিজ্ঞেস করুন, আমি উত্তর দিচ্ছি।’

‘স্ববির চিন্তামক’ হতে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করলেন,

‘যে চিন্তা উৎপন্ন হয় এবং এখনও নিরুদ্ধ হয়নি সেই চিন্তাই কি নিরোধ-প্রাপ্ত হবে? সেই চিন্তা কি উৎপন্ন হবে না? আবার, যে চিন্তা নিরোধপ্রাপ্ত হবে তা কি উৎপন্ন হবে না? ঐ চিন্তাই কি উৎপন্ন হবে? উহা কি নিরুদ্ধ হবে না?’ ব্রাহ্মণ ইহার তাৎপৰ্য্য ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘ইহা কি প্রব্রজিত?’ ‘ব্রাহ্মণ, ইহা বুদ্ধ-মন্ত্ৰ।’ ‘আপনি কি ইহা আমাকে শিক্ষা দিতে পারেন?’ ‘হাঁ ব্রাহ্মণ, আমরা ইহা শিক্ষা দিতে পারি তাঁকে, যিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।’ তখন ব্রাহ্মণ মন্ত্ৰ শিক্ষা করার জন্য প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করলেন। স্ববির তাঁকে প্রব্রজ্যা দিয়ে উপসম্পদা প্রদান করলেন। অনন্তর স্ববির তাঁকে সমগ্র বুদ্ধ-বাক্য ত্রিপিটক শিক্ষা দিলেন।

তাই প্রাচীনেরা বলেছেন :

১। বোধি মণ্ডপের সন্নিকটে এক ব্রাহ্মণ কুমার জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি বিদ্যা, শিল্পবিদ্যা এবং ত্রিবেদ শিক্ষা করে পারদর্শী হয়েছিলেন।

২। তিনি উত্তমরূপে জ্ঞাত হয়ে সকল প্রকার মতবাদে বিশারদ হয়েছিলেন এবং জম্বুদ্বীপে বিতর্কে অবতীর্ণ হবার জন্য বিতর্ককারীর অনুসন্ধান করতেন।

৩। তিনি একটি বিহারে আসলেন এবং করষোড় করে দিন-রাত সুন্দর-ভাবে সম্পূর্ণ মন্ত্ৰ আবৃত্তি করতে লাগলেন।

৪। সেই বিহারে বাস করতেন রেবত নামে এক প্রাজ্ঞ মহাস্ববির; তিনি ভাবলেন ‘মহাপ্রজ্ঞাবান এই ব্যক্তিকে ধর্মমতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।’

৫। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ‘এখানে কে গাধার মত চীৎকার করছে?’ (ব্রাহ্মণ) তাঁকে উত্তর করলেন ‘গাধার শব্দের অর্থ আপনি কি বুঝবেন?’

৬। (তিনি) ‘আমি জানি’ বললে (ব্রাহ্মণ) স্বীয় মতবাদ জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের যথাযথ ব্যাখ্যা করে দিলেন।

৭। তাঁর মতবাদ শ্রবণ করে তিনি (রেবতস্ববির) বললেন, ‘এখন তাহলে তোমার মতবাদ হতে অবরোহণ কর।’ এবং স্ববির তাঁকে অভিধর্ম হতে একটি অংশ বললেন, তিনি তার ব্যাখ্যা (অর্থ) করতে পারলেন না।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘ইহা কার মন্ত্ৰ?’ স্ববির বললেন, ‘ইহা বুদ্ধের মন্ত্ৰ।’ (ব্রাহ্মণ) ‘ইহা আমাকে প্রদান করুন’ বললে (স্ববির) বললেন, ‘প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর।’

৯। তিনি (ব্রাহ্মণ) প্ৰবোক্ত মন্ত্ৰ প্রাপ্তির জন্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন, স্থবির প্রব্রজ্যা দান করে তাঁকে কর্মস্থান শিক্ষা দিলেন ।

১০। উপসম্পদা গ্রহণ করে তিনি ত্রিপিটক শিক্ষা করলেন, এবং চন্দ্র বা সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ (খ্যাত) পেতে লাগলেন ।

১১। তাঁর কণ্ঠের স্বর ছিল বুদ্ধের মত গম্ভীর, তাই তাঁকে বুদ্ধঘোষ নামে আখ্যায়িত করা হয় এবং পৃথিবীতে তিনি বুদ্ধের মত খ্যাতি প্রাপ্ত হন ।

তখন হতে সেই ভিক্ষু ‘বুদ্ধঘোষ স্থবির’ নামে পৃথিবীতে খ্যাতি লাভ করলেন । অতঃপর সেই বিহারে তিনি ‘জ্ঞানোদয়’ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন । তিনি ‘অর্থসালিনী’ নামে ধর্মসঙ্গির অর্থকথা রচনা করে পরিস্ফুট্ঠকথা (ত্রিপিটকের সাধারণ অর্থকথা) রচনা আরম্ভ করেন । অনন্তর আয়ুজ্জান রেবতস্থবির তা দেখে বললেন, ‘বোধো বুদ্ধঘোষ ! এই জন্মদ্বীপে পালি ত্রিপিটক গ্রন্থ মাত্র আছে, এদের অর্থকথা এবং আচার্যবাদ এখানে নেই । কিন্তু শারিপুত্র প্রমুখ স্থবিরগণ কতৃক সঙ্গীতিগুণে কথিত (অনুমোদিত) মহিন্দ স্থবির কতৃক সিংহলী ভাষায় অনুদিত অর্থকথাসমূহ সিংহলদ্বীপে রক্ষিত আছে । তুমি সেখানে গমন করে এবং সবকিছু পরীক্ষা করে মাগধ ভাষায় অনুবাদ কর । ইহা সমগ্র পৃথিবীবাসীর কল্যাণকর হবে ।’

এরূপ বললে বুদ্ধঘোষ প্রীতি-ফুল্ল হয়ে উপাধ্যায় এবং ভিক্ষুসংঘকে বন্দনা করে তাঁদের অনুমতি গ্রহণ করে যাত্রা করলেন এবং ক্রমান্বয়ে নাগপট্টন^৩ নামক স্থানে উপনীত হলেন । তখন দেবরাজ শত্রু তাঁকে হরিতকি ফল এবং কলম দিয়ে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করলেন । অনন্তর তিনি নৌকায় আরোহণ করে যাত্রা করলেন এবং মহাসমুদ্রের মধ্যখানে আয়ুজ্জান বুদ্ধদত্ত স্থবিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করলেন, এবং উভয়ে কথোপকথন বলে লঙ্কা পট্টনে উপনীত হলেন, তখন মহানাম রাজা রাজত্ব করতেন । তিনি অনুরোধপূর্ব্বক মহাবিহারের ভিক্ষুসংঘকে দর্শন করে মহাপ্রধান ঘরে সংঘপাল স্থবিরের নিকট উপনীত হয়ে সিংহলের অর্থকথা এবং সমস্ত থেরবাদ শ্রবণ করে নিশ্চিত হলেন যে, ‘ধর্মরাজ বুদ্ধের মতবাদ এখানেই নিহিত আছে ।’ সেই বিহারে সংঘকে সম্মিলিত করে এরূপ বললেন, ‘ভগ্নে সংঘ, ত্রিপিটকের অর্থকথা অনুবাদ করার জন্য আমাকে প্রদান করুন ।’

তখন ভিক্ষুসংঘ তাঁর যোগ্যতা পরীক্ষা করার জন্য মাত্র দুইটি গাথা দিয়ে বললেন, ‘আপনার যোগ্যতা দেখে সমস্ত পুণ্ড্রক আপনাকে দেব ।’

অনন্তর বুদ্ধঘোষ মূল ত্রিপিটক গ্রন্থ ও অর্থকথা সমূহ পর্যালোচনা করে বিশুদ্ধিমার্গ নামে পকরণ (বর্ণনা) সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। তখন দেবতাগণ তাঁর জ্ঞানপরিধি জনগণের মধ্যে প্রকাশ করার জন্য সেই পুস্তক-খানা লুকিয়ে রাখলেন। তিনি অনুরূপ আর একটি রচনা করলেন। তা-ও দেবগণ লুকিয়ে রাখলেন। তিনি তৃতীয়বার আর একটি রচনা করলেন। সে সময় দেবগণ অন্য গ্রন্থ দুইটি তাঁকে প্রদান করলেন। তখন তিনখানা পুস্তক হল।

অতঃপর আয়ুজ্ঞান বুদ্ধঘোষ পুস্তক তিনখানা নিয়ে ভিক্ষু-সম্মুখে দিলেন ; ভিক্ষু-সম্মুখ পুস্তকত্রয় একত্রে পাঠ করলেন। গ্রন্থত্রয়ে রচনা কৌশল, কিংবা অক্ষর বিন্যাস, কিংবা পদবিন্যাস, কিংবা শব্দাংশ, কিংবা অর্থগত, কিংবা পূর্বাগের শ্রেণীবিন্যাসে এমন কি থেরবাদ পরম্পরায় এবং মূলগ্রন্থে কিঞ্চিৎমাত্র ভিন্নার্থ প্রকাশ পায়নি।

তাই প্রাচীনেরা বলেন :

১২। তথায় (জম্বুদ্বীপে) জ্ঞানোদয় প্রকরণ রচনা করে ধর্মসঙ্গীনের অর্থকথা অর্থসালিনি রচনা করেন।

১৩। পণ্ডিত (বুদ্ধঘোষ) 'পরিতুটকথা' রচনা করার জন্য আরম্ভ করলে রেবত স্থবির দেখে তাঁকে এরূপ বললেন :

১৪। 'এখানে পালি মূল গ্রন্থ সকল (ত্রিপিটক) মাত্র আছে, এখানে অর্থকথা নেই ; কিংবা এখানে থেরবাদ অথবা অন্যকোন রূপও নেই।

১৫। ১৬। সিংহলের অর্থকথা বিশুদ্ধ, সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত এই ধর্ম সঙ্গীতিতন্ত্রয়ে সঙ্গায়িত করা হয়েছিল এবং শারিপুত্র প্রমুখ ভিক্ষুসম্মুখ কর্তৃক আবৃত্তি করা হয়েছিল। এগুলো মহাজ্ঞানী মহেন্দ্র কর্তৃক সিংহলী ভাষায় প্রবর্তন (প্রচার) করা হয়েছিল।

১৭। তুমি সেখানে গমন করে তা শ্রবণ করে মাগধী ভাষায় (পালি) পরিবর্তন কর, এতে সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণ সাধিত হবে।'

১৮। এরূপ উপদেশ শুনে প্রসন্ন হয়ে তিনি তথা হতে নিষ্কান্ত হয়ে এই মহান রাজার (মহানাম) রাজত্বকালে এই দ্বীপে (সিংহল) উপনীত হন।

১৯। তিনি সমস্ত বিহারগুলোর মধ্যে চমৎকার মহাবিহারে উপস্থিত হয়ে মহাপ্রধান হলে সম্মুখপালের নিকট গেলেন।

২০। সিংহলী অর্থকথা ও থেরবাদ এখানে সম্পূর্ণ আছে শুনে দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়েছিলেন যে, 'এগুলো ধর্মরাজ বুদ্ধের সত্যিকারের মতবাদ বা উপদেশ।'

২১। তথায় সঙ্ঘকে একত্রিত করে প্রার্থনা করলেন, 'আমি অর্থকথা অনুবাদ করতে চাই, আমাকে সমস্ত পুস্তক প্রদান করুন'। তাঁর যোগ্যতা পরীক্ষা করার জন্য—

২২। সঙ্ঘ তাঁকে দুইটি গাথা (শ্লোক) প্রদান করলেন এবং বললেন, 'আপনার যোগ্যতা প্রমাণ করুন; আমরা সম্মুখ হলে আমাদের সমস্ত পুস্তক প্রদান করব।'

২৩। এই গাথাদ্বয় নিয়ে তিনি সমগ্র ত্রিপিটক ও অর্থকথা পর্যালোচনা করে সংক্ষেপে বিশুদ্ধিমার্গ নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

২৪। সম্বুদ্ধের মতবাদে দক্ষ ভিক্ষুসঙ্ঘকে মহাবোধি সমীপে একত্রে সন্নিবেশ করে তিনি তা পাঠ (বর্ণনা) আরম্ভ করলেন।

২৫। দেবগণ তাঁর পুণ্য প্রভাব জনগণের মাঝে প্রকাশের জন্য বই দুইবার লুকিয়ে রেখেছিলেন।

২৬। তৃতীয়বার বই প্রকাশ করার জন্য প্রস্তুত হলে দেবগণ (পূর্বোক্তি) বই দুইটি এনে দিলেন।

২৭। অতঃপর সমবেত ভিক্ষু সঙ্ঘ পুস্তকত্রয় একত্র করে পাঠ করলেন, বর্ণনায় কিংবা অর্থে, কিংবা বিষয়বিন্যাসে।

২৮। কিংবা থেরবাদে এবং মূলগ্রন্থের পদে, কিংবা অক্ষর বিন্যাসে পুস্তকত্রয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ মাত্রও পার্থক্য হয় নি।*

আয়ুত্থান বুদ্ধঘোষ কর্তৃক পুস্তকত্রয় প্রস্তুত (লিখা শেষ) হলে আকাশে মহাশব্দ উদ্ভিত হল, অসময়ে বিদ্যুৎ চমকাল এবং দেবগণ সাধুবাদ প্রদান করলেন। সে সময়ে বহু সহস্র ভিক্ষু সমবেত হয়ে সেই মহা অশ্রুত বিষয় দেখে খুব তুষ্ট ও আনন্দিত হয়ে সাধুবাদ দিয়ে বার বার বলতে লাগলেন, 'ইনি নিশ্চয়ই ঐশ্বর্য্য বোধিসত্ত্ব হবেন'। তখন মহানাম রাজা মহারাজ পরিষদ পরিবৃত্ত হয়ে নগর হতে বহিঃগত হয়ে মহাবিহারে উপনীত হয়ে ভিক্ষুসঙ্ঘকে বন্দনা করে আয়ুত্থান বুদ্ধঘোষকে বন্দনা করে নিমন্ত্রণ করলেন, 'ভাস্ত্র, যশ্চিন ধর্মালোচনা সমাপ্ত না হয় ততদিন আমার প্রাসাদে অন্ন গ্রহণ করবেন।' তিনি মৌনভাবে সম্মতি দান করলেন।

অনন্তর ভিক্ষুসংঘ মূল ত্রিপিটক গ্রন্থ এবং সিংহলী অর্থকথার পুস্তক সমূহ সহ তাঁকে প্রদান করলেন। তখন আর্যদ্ব্যান বুদ্ধঘোষ সমস্ত পুস্তক নিয়ে মহাবিহারের দক্ষিণাংশে প্রধানঘর নামে এক প্রাসাদে উপবিষ্ট হয়ে সমস্ত সিংহলী অর্থকথা এবং ত্রিপিটকের অর্থকথা সমূহ মূলভাষা মাগধী ভাষায় রূপান্তরিত করলেন। বলা হয়েছে সমস্তপাসাদিকায় তিন প্রকার অর্থকথা ; সেগুলো কি কি ? মহা-অর্থকথা, মহাপচ্চরী-অর্থকথা এবং মহা-কুরুন্ড-অর্থকথা ; —এই তিনটি অর্থকথা সিংহলী অর্থকথা। মহা-অর্থকথা নামে অভিহিত করার কারণ, প্রথম মহাসঙ্গীতিতে ইহা মহা-কশ্যপ স্থবির প্রমুখ দ্বারা প্রামাণিক বলে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং মহামহিন্দ কর্তৃক সিংহলে আনীত হয়ে সিংহলী ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। সিংহলী ভাষায় বলা হয় পচ্চরী (Raft), পচ্চরীর উপর উপবিষ্ট হয়ে এই অর্থকথা রচিত হয়েছিল বলে ইহার নাম মহা-পচ্চরী-অর্থকথা। এখানে (সিংহলে) কুরুন্ড বেলু বিহার ছিল, এখানে উপবিষ্ট হয়ে রচিত হয়েছিল বলে ইহার নাম মহা-কুরুন্ড অর্থকথা।

অতঃপর আর্যদ্ব্যান বুদ্ধঘোষ সিংহলী ভাষায় কুরুন্ড অর্থকথা মূল মাগধী ভাষায় রূপান্তরিত করেন যা বিনয় পিটকের অর্থকথা সমস্তপাসাদিকা। একারণে বলা হয়েছে—

২৯। বিনয়ে দক্ষতা এবং শাসনের প্রবৃদ্ধির জন্য তিনি বিনয়-অর্থকথা মাগধী ভাষায় সংকলন করেছেন।

৩০। তিনি সাতাশ সহস্র শব্দ বা শব্দাংশ দ্বারা পরিপূর্ণ সমস্ত-পাসাদিকা নামক গ্রন্থ সমাপ্ত করেছেন।

অতঃপর সূত্র-পিটকের মহা-অর্থকথা সিংহলী ভাষা হতে অনুবাদ করে সূমঙ্গলবিলাসিনী নামক দীঘ-নিকায়ের অর্থকথা রচনা করেন। অনুরূপ-ভাবে পপঙ্কসুদনী নামক মধ্যম-নিকায়ের অর্থকথা রচনা করেন। পূর্বোক্ত-ভাবে সারথপ্পকাসনী নামক সংযুক্ত নিকায়ের অর্থকথা প্রণয়ন করেন। ঠিক একই ভাবে মনোরথপূরণী অঙ্গুস্তরনিকায়ের অট্টকথা রচনা করেন। তাই বলা হয়েছে—

৩১। সূত্রে দক্ষতা অর্জন এবং শাসনের প্রবৃদ্ধির জন্য তিনি সূক্তস্তের অর্থকথা মাগধী ভাষায় রচনা করেছেন।

৩২। আশি সহস্র পদ সম্বলিত সমস্ত চতুর্নিকায়ের অর্থকথা রচনা করেন।

৩০। সাইপ্রিশ সহস্র পদ সম্বলিত সমগ্র খুদ্দক (খুদ্দক) নিকায়ের অর্থকথাও তিনি সংকলন করেন।

অনন্তর অভিধর্ম পিটকের মহাপটুরিয়র্থকথা সিংহলী ভাষা হতে মূল মাগধী ভাষায় অনূবাদ করে ধর্মসঙ্গিনীর অর্থকথা অর্থসালিনী রচনা করেন। অনুরূপভাবে বিভঙ্গের অর্থকথা সম্মোহবিনোদনীর রচনা করেন। তাই বলা হয়েছে—

৩৪। অভিধর্মে দক্ষতা অর্জন এবং শাসনের প্রবৃদ্ধি সাধনের জন্য তিনি অভিধর্ম পিটকের অর্থকথা মাগধ ভাষায় রচনা করেন।

৩৫। তিনি গ্রিশ সহস্র পদ সম্বলিত অর্থসালিনী প্রভৃতি অভিধর্মের অর্থকথা রচনা করেন।

প্রাচীনকালের থেরবাদ অনুগামীদের দ্বারা গৃহীত থেরবাদ আচার্যবাদ ও মূলগ্রন্থ (ত্রিপিটক) যা থেরবাদ নামে কথিত সমগ্র অর্থকথা সহ তিনি মাগধী ভাষায় পরিবর্তন করেন। পিটকের অর্থকথা সমূহ (পৃথিবীর) সমস্ত দেশবাসীর জন্য হিতাবহ হয়েছিল। অর্থকথা রচনা সমাপ্ত হলে পৃথিবী বিভিন্ন ভাবে প্রকম্পিত হল। অর্থকথা রচনা এক বছরে সমাপ্ত হয়েছিল।

অতঃপর আয়ুত্থান বুদ্ধঘোষ তাঁর কাজ সমাপ্ত করে বোধিবৃক্ষ বন্দনা করার ইচ্ছায় ভিক্ষুসঙ্ঘকে বন্দনা করে তাঁদের অনুমতি গ্রহণ করে জম্বুদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করেন।

তাই প্রাচীনরা বলেছেন :

৩৬। ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের নয়শ ছাপ্পান্ন বছর পর নরাধিপতি মহানাম দর্শাবধি ধর্মতঃ লঙ্কা রাজ্য শাসন করতেন।

৩৭। বুদ্ধঘোষের শব্দ (কণ্ঠ স্বর) বুদ্ধের স্বরের মত ছিল, এবং পৃথিবীব্যাপি ইহা প্রকাশ পেয়েছিল ; তিনি লঙ্কাদ্বীপে আগমন করে লঙ্কা দ্বীপের কল্যাণ সাধন করেছিলেন।

৩৮। সঙ্ঘ তাঁকে দুইটি গাথা এবং সিংহলী অর্থকথা দিয়েছিলেন, তিনি সঙ্ঘের অনুমতি নিয়ে বিশুদ্ধিমার্গ রচনা করেছিলেন।

৩৯। এতে সঙ্ঘ সর্বিশেষ সুখী এবং আনন্দিত হয়েছিলেন এবং বার বার বলেছিলেন যে, ‘নিঃসন্দেহে ইনি মৈত্রেয় (বোধিসত্ত্ব)’।

৪০। সঙ্ঘ তাঁকে অর্থকথাসহ ত্রিপিটক পুস্তক প্রদান করেন, তিনি তা নির্জন বাসস্থানে (গ্রন্থাগারে) নিয়ে যান।

৪১। তিনি সমগ্র সিংহলী অর্থকথা মূলভাষা মাগধী ভাষায় পরিবর্তন করেন যে ভাষা সকল ভাষার মূল বা উৎপত্তি স্থল।

৪২। সত্ত্বগণ (মানুষ) ভাসিত ভাষাগুলোর মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা গদ্যদ্বন্দ্বপূর্ণ হিতদায়ক, স্থবির ও আচার্যগণ সকলে পালি ভাষায় সংকলন (অধ্যয়ন) করেন।

৪৩। অনন্তর তিনি কর্তব্য সম্পাদন করে মহাবোধি বন্দনা করার জন্য জন্মদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করেন।

৪৪। রাজা মহানাম দ্বাবিংশতি বছর রাজ্য শাসন করে এবং বহু পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে কমনীয়ায়ী গতি লাভ করেন।

৪৫। স্থবির ত্রিপিটকের অর্থকথা রচনা সমাপ্ত করে এবং জগতের বহুবিধ কল্যাণ সাধন করে যথায়দুর্কাল অবস্থানের পর তুসিত স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেন।

৪৬। লংকার ভিক্ষুগণও নিজের করণীয় সম্পাদন করে এবং আসব-মুক্ত হয়ে যথায়দুর্কাল অবস্থান করে তারা সকলে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন।

সুতরাং জীবন অনিত্য এবং জয় করা দুঃসাধ্য জ্ঞাত হয়ে জ্ঞানীগণ যানিত্য ধ্রুব এবং অমৃত পদ তা লাভে সচেষ্ট হন।

সাধুব্যক্তির আনন্দ দায়ক সঙ্ঘর্ম সংগ্রহের ত্রিপিটকের অর্থকথা পরিবর্তন বর্ণনা সমাপ্ত।

পাদটীকা

- ১। অভিধর্ম পিটকের 'যমক' এর অন্তর্গত চিহ্ন যমক।
- ২। মহাবংস, পৃ: ২৫০-৫১
- ৩। নাগপুট্টন : ইহা কাবেরী নদীর মুখে অবস্থিত, সেখান থেকে সিংহল যাত্রার জন্য জাহাজে আরোহণ করেছিলেন।
- ৪। মহাবংস, পৃ: ২৫১।
- ৫। সানবংস, পৃ: ৩০।

ত্রিপিটকের ঢীকা

ত্রিপিটকের অর্থকথা (মাগধ ভাষায়) পরিবর্তনের ছয়শ তিরাশি বছর পর মহাসম্মত বংশ পরম্পরা সূর্যবংশোদ্ভূত মহারাজ পরাক্রমবাহু জন্মগ্রহণ করেন । তিনি তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনটি রাজ্যের শত্রু রাজাকে পরাভূত করে সমগ্র লঙ্কা একটি রাজ্যে পরিণত করে স্বদেশে ও বহিঃদেশে যশ-কীর্তি সহকারে পুর্লিখি মহানগরে ধর্মতঃ রাজ্য শাসন করতে লাগলেন । বটুগামিণি অভয় মহারাজের সময় হতে এক সহস্র একশ চুয়ান্ন বছর পর শাসন বহুধা বিভক্ত হয়ে দুঃশীল কুলপুত্রগণ বিরাজ করতে দেখে করুণাপূর্ণ অন্তরে চিন্তা করলেন, ‘আমি কেমন করে শাসনের অভিবৃদ্ধি সাধন করব ।’ উদুম্বর-গিরিবাসী মহাকশ্যপ স্থবিরের নেতৃত্বে শাসনকে পরিশুদ্ধ করার জন্য বহু শত দুর্বিনীত ভিক্ষুকে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করায় শাসন হতে বহিষ্কার করেন । তারপর তিনি জৈতবনে, পুন্ড্রারামে, দক্ষিণারামে, উত্তরারামে বেলদ্বনে, কপিলবস্তুতে, ঋষিপতনে, কুশীনারায় এবং লঙ্কাতিলকে চৈতাসমেত বহু বিহার নির্মাণ করান । অতঃপর তিনি একাদশতল, এক সহস্র কক্ষ ও একটি সুউচ্চ গম্বুজ সমন্বিত চিত্রকর্ম ও লতাকর্ম খচিত একটি উপোসথ আগার নির্মাণ করান । অতঃপর তিনি জৈতবন নামে একটি বিহার নির্মাণ করালেন, তার চতুর্দিকে বোধিবৃক্ষ, স্তূপ, পরিবেণ, কুটির, মণ্ডপাদি বিভূষিত নানা প্রকার তরু সুগন্ধযুক্ত কুসুম বিমোহিত করত এবং রাজা কোকিলাদি পক্ষীগণ বিচরণের জন্য উৎপল, পদুম, পুন্ডরিক প্রভৃতি নানা প্রকার পদ্ম সমন্বিত শীতল জলের জলাশয় নির্মাণ করালেন ।

তখন বহু সহস্র ভিক্ষুসংঘের সংঘনায়ক মহাশ্যপ স্থবির বহু ভিক্ষু-সংঘকে তথায় সমবেত করালেন । মহাকশ্যপ স্থবির ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করে বললেন, ‘বন্ধুগণ, প্রাচীনগণ অর্থ বর্ণনা রচনা করেছিলেন ত্রিপিটকের অর্থকথার অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করার জন্য ; তা বিভিন্ন দেশে (প্রত্যন্ত অঞ্চলে) বসবাসকারী ভিক্ষুগণের উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে না (অর্থাৎ তাঁদের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম সম্ভব হচ্ছে না) । কতকগুলো সিংহলী ভাষায় লিখা হয়েছে যার ব্যাকরণগত ভাষা বা শব্দ অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য আর কতকগুলো মূল মাগধী ভাষায় লিখিত হয়েছে কিন্তু অনুবাদে এলোমেলো ভাবে মিশ্রিত

হয়েছে। আমাদের উচিত, সেই অনুবাদের অপরিপূর্ণতা অপনোদন করে একটি পরিপূর্ণ-পরিচ্ছন্ন অর্থবর্ণনা রচনা করা।’ ভিক্ষুগণ উত্তর দিলেন, ‘ভগ্নে, তাহলে শ্রবির রাজার নিকট হতে আদেশ গ্রহণ করুন।’

সেই সময়ে রাজা পারিষদবর্গ নিয়ে নগর হতে নিষ্কান্ত হয়ে বিহারে উপস্থিত হয়ে মহাকশ্যপ শ্রবিরসহ ভিক্ষুসঙ্ঘকে বন্দনা করে একান্তে উপবেশন করলেন।

অনন্তর শ্রবির তাঁকে বললেন, মহারাজ, ত্রিপিটকের অর্থকথার অর্থবর্ণনা সংকলন করা প্রয়োজন।’ রাজা বললেন, ‘ইহা উত্তম ভগ্নে, আমি শারীরিক সহায়তা-দান করব; ভিক্ষুগণ বিশ্বস্ত হবেন (অর্থাৎ আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করবেন)।’ তারপর রাজা ভিক্ষুসঙ্ঘকে বন্দনা করে নগরে প্রবেশ করলেন।

অতঃপর শ্রবির-ভিক্ষুগণ আহারকৃত্য সম্পাদন করে রাজা পরাক্রমবাহু নির্মিত প্রাসাদে সমবেত হয়ে বিনয়-পিটকের অর্থকথা সমস্তপাসাদিকার অর্থবর্ণনা সংকলন আরম্ভ করলেন এবং মূল মাগধী ভাষায় সারথদীপনী অর্থবর্ণনা সমাপ্ত করেন। তাই বলা হয়েছে :

১। বিনয়ের দক্ষতা অর্জন ও শাসনের প্রবৃদ্ধির জন্য তাঁরা বিনয়ের অর্থকথার বর্ণনা সংকলন করেন।

২। তাঁরা ত্রিশ হাজার শব্দ বা শব্দাংশ সম্বলিত সারথদীপনী নামে গ্রন্থ সংকলন সমাপ্ত করেন।

অনন্তর সূত্র পিটকের দীর্ঘ নিকায়ের অর্থকথা সন্মঞ্জলিবিলাসিনীর অর্থবর্ণনা প্রথমে সারথমঞ্জুসা অর্থবর্ণনা নামে মাগধী মূল ভাষায় পরিবর্তন করেন। অনুরূপভাবে মধ্যম নিকায়ের অর্থকথা পপঙ্গসুদিনীর অর্থবর্ণনা দ্বিতীয় সারথমঞ্জুসা অর্থবর্ণনা নামে মাগধী মূল ভাষায় সংকলন করেন। অনুরূপভাবে সংযুক্ত নিকায়ের অর্থকথা সারথপ্পকাসনীর অর্থবর্ণনা তৃতীয় সারথমঞ্জুসা অর্থবর্ণনা নামে মূল মাগধী ভাষায় সংকলন করেন। ঠিক একই ভাবে অঙ্গুত্তর নিকায়ের অর্থকথা মনোরথ পুরণীর অর্থবর্ণনা চতুর্থ সারথমঞ্জুসা অর্থবর্ণনা নামে মূল মাগধী ভাষায় সংকলন করেন। তাই উক্ত হয়েছে,—

৩। বুদ্ধ শাসনের প্রবৃদ্ধি সাধনের জন্য সূত্র পিটকে দক্ষ ভিক্ষুগণ সূত্রের অর্থকথা বর্ণনা সংকলন সমাপ্ত করেছিলেন।

৪। ছিরানখই সহস্র শব্দ বা শব্দাংশ সম্বয়ে সারস্বমঞ্জুসা নামক গ্রন্থ সংকলন সমাপ্ত হয়েছিল।

৫। অভিধর্মে দক্ষতা অর্জন ও শাসনের প্রবৃদ্ধির জন্য তাঁরা অভিধর্মের অর্থকথার বর্ণনা সংকলন করেছিলেন।

৬। তাঁরা সাতাশ সহস্র শব্দ সম্বলিত পরমার্থ প্রকাশনী (পরম-স্বপ্পকাসনী) নামে গ্রন্থ সংকলন সমাপ্ত করেছিলেন।

এভাবে রাজা পরাক্রমবাহু কতৃক অনুরুদ্ধ হয়ে বহু সহস্র স্থবিরসহ মহাকশ্যপ স্থবির আন্তরিক প্রচেষ্টা দ্বারা ধর্মবিনয় যেভাবে সংগায়িত হয়েছিল সেভাবে ত্রিপিটকের অর্থকথার অর্থবর্ণনা সমাপ্ত করেছিলেন। অর্থবর্ণনা সংকলন সমাপ্ত হলে পৃথিবী কম্পনাদি বহু আশ্চর্য বিষয় সংঘটিত হয়েছিল, দেবগণ সাধুবাদ প্রদান করেছিলেন। ত্রিপিটকের অর্থকথার অর্থবর্ণনা একবছরে সমাপ্ত হয়েছিল। তাই প্রাচীনেরা বলেন :

৭। বুদ্ধের পরিনিবাণের এক সহস্র পাঁচশ সাতাশ বছর পর পরাক্রম রাজা হয়েছিলেন।

৮। তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হয়ে শাসনের প্রভায় স্বীয় সদৃগুণে তাঁর শত্রু-দিগকে দমন করেছিলেন।

৯। সিংহলরাজ পরাক্রমবাহু এই উদ্দেশ্যে সমস্ত নিকায়গুলোর সমতা (অর্থাৎ পরিশুদ্ধভাবে সংকলন) আনয়ন ও শাসনের বিশুদ্ধতা আনয়ন করেছিলেন।

১০। ১১। শাসনের স্থিতি কামনায় রাজা পরাক্রমবাহু কতৃক অনুরুদ্ধ হয়ে সংঘ নায়ক কশ্যপ মহাস্থবির তাম্রপর্ণী ধ্বীপে শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

১২। ত্রিপিটকের অর্থকথার গুঢ় তত্ত্ব অবহিত না হওয়ায় ভিক্ষুগণ সর্বত্র অর্থ প্রকাশ করতে পারতেন না।

১৩। সিংহলী ব্যাকরণ অনুযায়ী লিখিত ব্যাখ্যাহীন শিল্পকৌশল তাঁদের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা কষ্টসাধ্য ছিল।

১৪। মাগধী ভাষায় লিখতে গিয়ে কিছু কিছু অনুবাদে মিশ্রিত করেছেন।

১৫। এতে দেখা গেছে যে, বহু স্থানে অর্থহীন হয়ে পড়েছে, বিষয়বস্তু পরিষ্কার ভাবে বর্ণিত হয়নি, এবং অর্থও দূর্বোধ্য হয়েছে।

১৬। কাজেই এরূপ অপরিপূর্ণ বিষয়ের অর্থ বিভিন্ন দেশের অধিবাসীগণ কিভাবে উপলব্ধি করবে !

১৭। এই কারণে অনুবাদ বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ সারাংশ গ্রহণ করে একটি পরিচ্ছন্ন ও পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

১৮। ১৯। মহাস্থবিরদের কর্তৃক ব্যাখ্যাত ত্রিপিটকের বর্ণনা, যা সারথমঞ্জুসা ও পরমথপ্পকাসনী নামে অভিহিত এবং যাতে অন্তর্নিহিত অর্থ রয়েছে, সেই কাজ (বর্ণনা) সমস্ত সত্ত্ব ও ভাষার মঙ্গল সাধন করবে।

২০। লঙ্কেশ্বর পরাক্রমভূজ পুণ্যবান ও প্রজ্ঞাবান, তিনি দশ প্রকার ধর্মে রত হয়ে লঙ্কায় রাজত্ব করেছিলেন।

২১। তিনি ছিলেন ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং বহু পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছিলেন এবং আয়ু পরিশেষে কর্মানুযায়ী গতি লাভ করেন।

২২। মহাকশ্যপ সহ স্থবিরগণ পিটকের টীকা সংকলন করে ষথায়ুস্কাল অবস্থান করে কর্মানুযায়ী গতি লাভ করেন।

২৩। এরূপে জীবনের অনিত্যতা এবং ইহাকে জয় করা কষ্টসাধ্য জ্ঞাত হয়ে জ্ঞানী হও এবং যা নিত্য ও অমৃতপদ তা লাভের জন্য সচেষ্ট হও।

সাধুজনের প্রসাদ উৎপাদনের জন্য কৃত সঙ্কর্ম সংগ্ৰহের ত্রিপিটকের টীকা বর্ণনা সমাপ্ত।

শ্রবিরদের দ্বারা গ্রন্থ রচনা

১। মূল ত্রিপিটক এক হাজার একশ তিরিশি অধ্যায়ে সম্যক সমৃদ্ধ কর্তৃক দেশিত হয়েছে।

২। শব্দাংশ অনুসারে ত্রিপিটকে দুই লক্ষ-দুই সহস্র-পাঁচ হাজার-সাতশ পঞ্চাশটি শব্দাংশ আছে।

৩। অক্ষর অনুসারে ত্রিপিটকে মোট চুরানব্বই লক্ষ চৌষটি হাজার অক্ষর আছে।

৪। বুদ্ধঘোষ কর্তৃক ভাসিত ত্রিপিটকের অর্থকথায় এক হাজার একশ তেইটিটি অধ্যায় রয়েছে।

৫। শব্দাংশ অনুসারে ত্রিপিটকের অর্থকথায় দুই লক্ষ নয় সহস্র পাঁচ হাজার সাতশ পঞ্চাশটি শব্দাংশ আছে।

৬। অক্ষর অনুসারে ত্রিপিটকের অর্থকথায় তিরানব্বই লক্ষ চার হাজার অক্ষর আছে।

৭। টীকাচার্যদের কর্তৃক ভাসিত ত্রিপিটকের টীকা সংখ্যায় ছয় হাজার বত্রিশ অধ্যায়ে বিভক্ত।

৮। শব্দাংশ অনুসারে ত্রিপিটকের টীকায় একশ আটান্ন হাজার শব্দাংশ রয়েছে।

৯। অক্ষর অনুসারে ত্রিপিটকের টীকায় পঞ্চাশ শত ছাপান্ন হাজার অক্ষর আছে।

১০। বুদ্ধঘোষ শ্রবির কর্তৃক ত্রিপিটকের অনুপম অর্থ প্রকাশক বিশুদ্ধ-মার্গ রচিত হয়েছে।

১১। মহাজ্ঞানী বুদ্ধ ঘোষ শ্রবির কর্তৃক প্রাতিমোক্শের অর্থকথা কণ্ঠ্য-বিতরণীও রচিত হয়েছে।

১২। শীলবান, খুদ্দক শিক্ষায় সুদীক্ষিত ধর্মশ্রী শ্রবির কর্তৃক প্রারম্ভিক ভিক্ষুগণের শিক্ষণীয় খুদ্দকশিক্ষা রচিত হয়েছে।

১৩। অতি মনোরম ও মনোমগ্ন্যাত অভিধর্মাবতার শ্রবির বুদ্ধদত্ত কর্তৃক রচিত হয়েছে।

১৪। শ্রবির অনুরুদ্ধ কর্তৃক অনুপম শহর কাণ্ডিপুর্বে পরমার্থ বিনিচ্ছয় রচিত হয়েছে।

১৫। পরমার্থ সত্য প্রকাশের জন্য অনুরুদ্ধ স্থবির কর্তৃক অভিধর্মার্থ সংগ্রহ রচিত হয়েছে।

১৬। সদ্ধম্ম বিষয় সমূহ প্রকাশের জন্য বিভিন্নভাবে সাজানো সচ্চ-সংক্ষেপ গ্রন্থখানা আনন্দ স্থবিরের একজন শিষ্য কর্তৃক রচিত হয়েছে।

১৭। ক্ষেম নামক স্থবির পরমার্থ প্রদীপ্তকারী ক্ষেম নামক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচনা করেন।

১৮। কচ্চায়ন নামক স্থবির সাধন-মার্গ সমৃদ্ধ সঙ্ঘনির্মিত গ্রন্থ রচনা করেন; ইহার টীকা রচনা করেন বিমল বোধি ও ব্রহ্মপুত্র।

১৯। সদ্ধর্মের চিরস্থিতির জন্য বুদ্ধপ্রিয় স্থবির রূপসিদ্ধি গ্রন্থ রচনা করেন।

২০। সদ্ধর্মের চিরস্থিতির কামনায় জ্ঞানবান স্থবির যোগগম্যান কর্তৃক অভিধানপ্পদীপিকা রচিত হয়।

২১। বুদ্ধরক্ষিত নামক স্থবির বুদ্ধের সমস্ত গুণাবলী সঙ্জিত করে পাণ্ডিত্যপূর্ণ জিনালংকার রচনা করেন।

২২। দূঢ় মনোবলের অধিকারী মেধাশ্রুকের অতীব সুন্দর জিন চরিত রচনা করেন।

২৩। প্রজ্ঞাবান স্থবির ধর্মপাল পরমার্থ মঞ্জুসা নামে বিশুদ্ধি মার্গের একটি ভাল টীকা রচনা করেন।

২৪। সাগরমতি স্থবির বিনয়ের সারাংশ প্রকাশের জন্য বিনয়সঙ্গহ রচনা করেন।

২৫। মহাবোধি স্থবির কর্তৃক সচ্চসংক্ষেপের বর্ণনা—যেটা নিচ্ছয়খকথা নামে পরিচিত, রচিত হয়।

২৬। পরমার্থবিনিচ্ছয় বর্ণনা মৃৎমস্তকা স্থবির মহাবোধি কর্তৃক রচিত হয়েছে।

২৭। বিমানবন্ধু ও পেতবন্ধুর একটি শ্রেষ্ঠ বর্ণনা পরমখদীপনী ধর্মপাল স্থবির কর্তৃক রচিত হয়েছে।

২৮। ২৯। সদ্ধর্মের চিরস্থিতি ও শাসনের উন্নতির জন্য সংঘরক্ষিত স্থবির খুদ্দকশিক্ষার বৃত্তোদয় ও টীকা সুবোধালংকার ও সম্বুদ্ধ বর্ণনা রচনা করেন।

৩০। শাসনের প্রবৃদ্ধির জন্য বুদ্ধসীহ স্থবির বিনয়বিনিচ্ছয় রচনা করেন।

৩১। তেজস্বী শ্রীবির বুদ্ধনাগ কর্তৃক কঙ্কাবিতরণীর একটি উত্তম টীকা রচিত হয়।

৩২। ধর্মপাল শ্রীবির কর্তৃক থেরীগাথার একটি অতি মনোজ্ঞ অর্থকথা পরমখদীপনী রচিত হয়।

৩৩। শারিপুত্র শ্রীবিরের একজন অভিজ্ঞ শিষ্য-শ্রীবির কর্তৃক অভিধর্মার্থ সংগ্রহের টীকা রচিত হয়।

৩৪। বুদ্ধঘোষ শ্রীবির কর্তৃক প্রসঙ্গসহ ধর্মপদটীকথা নামক টীকা রচিত হয়।

৩৫। সম্বুদ্ধ শাসনের ঔজ্জ্বল্যের জন্য শ্রীবির কচ্চায়ন কর্তৃক অতি চমৎকার নোতিপকরণ গ্রন্থ রচিত হয়।

৩৬। শারিপুত্র শ্রীবিরের জনৈক শিষ্য কর্তৃক সচ্চ সংখ্যপের একটি উত্তম বর্ণনা সারথসালিনী রচিত হয়।

৩৭। শাসনের জ্যোতিঃ প্রকাশের জন্য শ্রীবিরের শিষ্যগণ বহু ছোট ছোট মনোরম গ্রন্থ রচনা করেন।

৩৮। শাসনের প্রবৃদ্ধির জন্য শ্রীবিরদের কর্তৃক রচিত এই সকল গ্রন্থ ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩৯। সমস্ত মহান শ্রাবিরগণ পৃথিবীর বহু কল্যাণ সাধন করে যথায়দৃশ্যকাল অবস্থান করে কমান্দ্যায়ী গতি প্রাপ্ত হন।

৪০। এরূপে জীবনের অনিত্যতা এবং ইহাকে জয় করা কষ্টসাধ্য জ্ঞাত হয়ে জ্ঞানী হও এবং যা নিত্য ও অমৃতপদ তা পাওয়ার জন্য সচেষ্ট হও।

সংজ্ঞনের প্রসাদ উপাদানের জন্য কৃত সঙ্কর্ম-সংগ্রহের শ্রাবিরদের কর্তৃক রচিত সর্ব-প্রকরণ-কৃত' (পুস্তক রচনা) বর্ণনা সমাপ্ত।

ত্রিপিটক লিখার কল

ইহার পর ত্রিপিটক অনুলিপি লিখার আনিসংস (পদ্য বা উপকারিতা) বর্ণনা করা উচিত । অধিকন্তু বুদ্ধ পরিনিবাণ মণ্ডে শায়িত অবস্থায় আনন্দ শ্রবিকে বলেছিলেন, 'হে আনন্দ তোমাদের জন্য আমি কতৃক দেশিত ও প্রজ্ঞাপ্ত ধর্ম-বিনয় আমার অবত'মানে তোমাদের শাস্তা সদৃশ । আমার অভিসম্বোধি লাভ থেকে পরিনিবাণ প্রাপ্তি পর্যন্ত প'য়তাল্লিশ বছর সময়ে চুরাশি সহস্র ধর্মস্কন্ধ আমি কতৃক প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে । আমি পরিনিবার্ণিত হব, আমি একাই তোমাদিগকে উপদেশ ও অনুশাসন প্রদান করোঁছি, কিন্তু আমার পরিনিবাণের পর এই চুরাশি সহস্র ধর্মস্কন্ধ হবে চুরাশি সহস্র বুদ্ধ সদৃশ, যা তোমাদিগকে উপদেশ ও অনুশাসন দান করবে ।' অতঃপর তিনি তাঁর দেহে চুরাশি সহস্র ধর্মস্কন্ধ একত্রিত করলেন, এগুলো প্রত্যেকে এক একটি বুদ্ধরূপ ধারণ করে চুরাশি সহস্র বুদ্ধ-রূপে পরিণত হয়েছিল । ভগবান এইরূপ বললেন :

১। প্রত্যেক অক্ষর এক একটি বুদ্ধের প্রতিনিধি মনে করবে, কাজেই জ্ঞানী ব্যক্তির ত্রিপিটক লিখা উচিত ।

২। যদি ত্রিপিটক দীর্ঘ স্থায়ী হয় তাহলে চুরাশি সহস্র সম্বুদ্ধ ও দীর্ঘস্থায়ী হবেন ।

৩। শাস্ত্রার পরিয়ন্তি শাসনে উপদিষ্ট প্রতিটি বর্ণ বুদ্ধ-প্রতিরূপ সমান উপযোগী (মনে) বিবেচনা করা উচিত ।

৪। সূত্ররাং যে পিণ্ডিত ব্যক্তি ত্রিবিধ সম্পত্তি কামনা করেন তাঁর উচিত গ্রন্থ লিখা বা লিখানো অথবা ধর্ম-ঋত্য স্থাপন করা ।

৫। যিনি ত্রিপিটক নামে খ্যাত সেই ধর্ম লিখবেন তিনি দশবিধ উত্তম কর্ম ও ত্রিবিধ সূচরিত কর্ম সম্পাদন করবেন ।

৬। তিনি উত্তমরূপে পরিয়ন্তি, পটিপত্তি ও পটিবেধ—এই ত্রিবিধ উপায়ে সন্ধর্মের পরিপূর্ণতা সাধন করেন ।

৭। লোকনাথ বুদ্ধের প্রতিটি উপদিষ্ট বর্ণ বুদ্ধের প্রতিনিধি রূপে সমান ফলদায়ক—এরূপ বিবেচনা করা উচিত ।

৮। অতএব, যে পিণ্ডিত ব্যক্তি ত্রিবিধ সম্পত্তি কামনা করেন তাঁর উচিত ত্রিপিটকের অন্তত একটি বর্ণ হলেও লিখা অথবা লিখানো ।

৯। সমগ্র ত্রিপিটকে চার কোটি বাহাস্তরটি বর্ণ সন্নিবেশিত আছে।

১০। যারা ত্রিপিটক লিখবেন তাঁরা চার কোটি বাহাস্তরটি বুদ্ধ মূর্তি নিৰ্মাণ করার মত কাজ করবেন।

১১। যারা ত্রিপিটকের অক্ষর মাত্র লিখেন তাঁরা বুদ্ধমূর্তি নিৰ্মাণ করার মত কাজ করেন এবং তাঁরা মৃত্যুর পর সূৰ্যের রশ্মির মত মনোরম দেহ ধারণ করে জন্ম গ্রহণ করেন।

১২। ১৩। যারা ত্রিপিটকের একটি মাত্র অক্ষর লিখান তাঁরা কখনও স্ত্রী অথবা নপুংসক পুরুষ রূপে জন্ম গ্রহণ করেন না, তাঁরা সর্বত্র পূর্ণতা প্রাপ্ত হন। যারা পিটকের একটি মাত্র অক্ষর লিখান তাঁরা দুর্ঘটনায় মৃত্যু বরণ করেন না, কিংবা বিষে আক্রান্ত হয়ে অথবা মশ দ্বারা অথবা শত্রু রাজ্য দ্বারা আক্রান্ত হন না (কারণ) তাঁরা মৈত্রী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন।

১৪। যারা পিটকের একটি মাত্র অক্ষর লিখান তাঁরা শ্রেষ্ঠ সুন্দর হয়ে ব্রাহ্মণ কুলে অথবা ক্ষত্রিয় কুলে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁরা কখনও হীন কিংবা নীচ কুলে জন্ম গ্রহণ করেন না।

১৫। যারা পিটকের একটিমাত্র বর্ণ লিপিবদ্ধ করান তাঁরা মৃত্যুর পর প্রেত কুলে কিংবা মূক, খঞ্জ, অন্ধ কিংবা বধির হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন না, তাঁরা চতুঃঅপায়ে জন্ম গ্রহণ করেন না।

১৬। যারা পিটকের একটি মাত্র বর্ণ লিপিবদ্ধ করান তাঁরা গর্ভে কিংবা জন্ম গ্রহণ করার সময় দুঃখ ভোগ করেন না, এমন কি যে মাতা জন্ম দান করেন তিনিও কষ্টভোগ করেন না।

১৭। যারা পিটকের একটিমাত্র অক্ষরও লিপিবদ্ধ করান তাঁরা সর্বদা সুখে অভিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হন, ধন ভোগ, নাম-বশ ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে অভিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হন।

১৮। যারা পিটকের একটি মাত্র বর্ণ ত্রিপিবদ্ধ করান, তাঁরা মাতৃগর্ভে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ার সময় পশ্কে লিপ্ত হন না, শ্লেষ্মাদির সাথে জড়িত হন না, যখন মাতৃগর্ভ হতে নির্গত হন তখন পরিচ্ছন্ন বস্ত্রে মূল্যবান পাথরের মত রক্ষিত অবস্থায় থাকেন।

১৯। যারা পিটকের একটি মাত্র বর্ণ লিপিবদ্ধ করান, তাঁরা অতি সুখে গর্ভাশয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন এবং যখন মাতৃগর্ভ হতে নির্গত হন তখন যেন ধর্মাসিন হতে অবতরণ করছেন।

২০। যারা পিটকের একটিমাত্র বর্ণ লিপিবদ্ধ করান, তারা সহস্রনেত্রবৎ এবং অমৃত দ্বারা পূজা প্রাপ্ত হন, সেইরূপ তারা রাজা কর্তৃক সম্মানিত হন এবং রাজ-চক্রবর্তী রাজা হন।

২১। যে ব্যক্তিগণ ধর্মের একটিমাত্র অক্ষর লিপিবদ্ধ করান, তারা মৃত্যুর পর দেবতা রূপে জন্ম গ্রহণ করে চমৎকার মনোরম বিমান প্রাপ্ত হন।

২২। যারা ত্রিপিটকের একটি মাত্র বর্ণ লিপিবদ্ধ করেন, তারা সুন্দরী দেবীগণ কর্তৃক চমৎকার স্বর্ণাঙ্গী বাদ্য দ্বারা সর্বত্র অধিক পরিমাণে আনন্দ প্রাপ্ত হন এবং তারা দীর্ঘ সময় বিপুল সুখ প্রাপ্ত হন।

২৩। যারা পিটকের একটিমাত্র বর্ণ লিপিবদ্ধ করান তারা মৃত্যুর পর দেবলোকে উচ্চতম স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন; যখন তারা ইচ্ছা করেন তথা হতে চ্যুত হয়ে ইচ্ছিত স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন।

২৪। ত্রিভবের মধ্যে সম্বুদ্ধালাভী, প্রত্যেকবোধিলাভী ও শ্রাবকস্থ লাভীগণই একমাত্র শ্রেষ্ঠ নিবারণ সুখ লাভে সক্ষম হন।

২৫। যিনি পুস্তক-বন্ধনী, আবৃত করার কাপড়, পাঠ, কলম-দানি, সেলাই করার সূতো অথবা ঝুল প্রদান করবেন তিনি শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাবান রূপে জন্ম গ্রহণ করবেন।

২৬। যারা নিজে লিখেন, যারা অপরের দ্বারা লিপিবদ্ধ করান অথবা যারা ইহা অনুমোদন করেন তারা ভবিষ্যতে মৈত্রেয় বুদ্ধের প্রজ্ঞাবান শিষ্য হবেন।

২৭। যারা লিপিবদ্ধ করেন কিংবা লিখার জন্য নিয়োগ করেন তারা যা ইচ্ছা করেন বা প্রার্থনা করেন ভবিষ্যতে তা-ই লাভ করবেন।

সংজ্ঞনের প্রসাদ উৎপাদনকারী সঙ্কম সংগ্রহের ত্রিপিটক

লিপিবদ্ধ করার আনিসংস অধ্যায় সমাপ্ত।

সকর্ম শ্রবণের ফল

অতঃপর এখন সকর্ম শ্রবণের আনিসংস বা উপকারিতা বর্ণনা করা হচ্ছে। ভগবান এরূপ বলেছেন :

১। বক্কলি, 'যে আমা কতর্ক দেশিত সকর্মকে দর্শন করে সে আমাকেও দর্শন করে ; যে সকর্মকে দর্শন করে না সে আমাকেও দেখে না।'

ভগবান পরিয়াতি শাসনকে তাঁর সমস্থানে স্থান দিয়েছেন। এই সকর্মকে অতীত অনাগত ভবিষ্যৎ সকল বুদ্ধ কতর্ক সম্মান, গৌরব, মান্য ও পূজা করা হয়। যিনি সকর্মকে সম্মান, গৌরব, মান্য ও পূজা করেন তিনি তথাগতকেও সম্মান, গৌরব, মান্য ও পূজা করেন। ভগবান এরূপ বলেছেন :

২।৩। সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের জন্য অতীত বুদ্ধগণ, বর্তমান বুদ্ধগণ ও ভবিষ্যৎ বুদ্ধগণ যথাক্রমে অতি গৌরব প্রদর্শন করে বাস করতেন, বাস করছেন এবং বাস করবেন,—ইহাই বুদ্ধগণের ধর্ম।

৪। সুতরাং বুদ্ধগণের অনুশাসন স্মরণ করে অধিকতর বেশী প্রত্যাশী ব্যক্তির উচিত সকর্মকে সম্মান বা শ্রদ্ধা করা।

৫। বুদ্ধগণের দুইটি কায় (দেহ), একটি হচ্ছে উজ্জ্বল রূপকায় অন্যটি ধর্ম দেশনার সময় ধর্মকায়।

৬। তাঁরা তথায় স্থিত হয়ে উত্তম ও পরিপূর্ণরূপে অক্ষর, পদ, নাম, অর্থ জ্ঞাত হন এবং বোধিবীজ প্রাপ্ত হন।

৭। সকর্মে বহুবিধ গুণ রয়েছে, পণ্ডিত ব্যক্তি যিনি নিজের কল্যাণ অনুসন্ধান করেন তাঁর উচিত চিন্তকে প্রসন্ন করে ধর্মের প্রতি গৌরব প্রদর্শন করা।

৮। স্বীয় কর্ম পরিহার করে ধর্ম শ্রবণের জন্য এখানে আগমন করেছে, সুতরাং সম্যকসম্বুদ্ধ কতর্ক দেশিত ধর্ম অতি শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করা উচিত।

একদা ভগবান শ্রাবস্তীর সন্নিকটে বাস করতেন। সেই সময়ে আয়ুস্মান নন্দক সভাগৃহে (assembly hall) ভিক্ষুসম্মেলনে সভাপতি, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ,

শিক্ষামূলক ও স্পষ্ট বাক্য দ্বারা, ধর্মকথা দ্বারা অবহিত করলেন, জাগ্রত করলেন, উদ্দীপ্ত করলেন এবং আনন্দিত করলেন। এবং সেই ভিক্ষুগণ একাগ্রমনে, অনন্যমনে, শূদ্ধ চেতনা সহকারে মনোযোগ সহকারে ধর্ম শ্রবণ করতে লাগলেন। তখন শাস্তা মহাজনতাকে ধর্মোপদেশ দান সমাপ্ত করে আহার কৃত্য সমাপনান্তে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করে সেবকদের দ্বারা প্রস্তুত জল দ্বারা স্নান করলেন এবং উত্তম রূপে চীবর পরিধান করে আয়ুস্মান নন্দকের ধর্ম শ্রবণের জন্য সভাগৃহে উপগত হলেন এবং অর্গল-রঞ্জদ্ব ধরে গ্রিয়াম অবধি ধর্মকথা শুনতে লাগলেন : এবং যখন দেশনা সমাপ্ত হল তখন তিনি সাধুবাদ (প্রশংসা) করলেন, ‘নন্দক কতৃক ধর্ম উত্তম রূপে কথিত বা ব্যাখ্যাত হয়েছে।’ শাস্তা কতৃক সাধুবাদ প্রদত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভূমিস্থ নাগ-সদৃশ-যক্ষগণ এবং ভূমিস্থ দেবগণ একত্রে সাধুবাদ প্রদান করেছিলেন, যে শব্দ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত পৌঁছেছিল। ইহা শ্রবণ করে স্ব্হবির (নন্দক) বদ্বতে পারলেন ‘ইহা শাস্তার সাধুবাদ (প্রশংসাধর্ন)।’ তিনি তৎক্ষণাৎ ধর্মাসিন হতে অবতরণ করে এসে দশবলের (বুদ্ধের) পাদে মস্তক রেখে বন্দনা করে বললেন, ‘ভস্বে, ভগবান ! আপনি এখানে কবে এসেছেন ?’ ‘নন্দক ! তুমি যখন সূত্র আরম্ভ করেছ তখনই এসেছি।’ স্ব্হবির উদ্বিগ্ন-প্রাপ্ত হয়ে বললেন, ‘ভস্বে, বুদ্ধ ! আপনি সত্যিই প্রকৃত পক্ষে কষ্টকর কর্ম করেছেন, আপনি স্নকোমল। তথাগত যে এখানে আগমন করেছেন আমার জানা উচিত ছিল, কিন্তু আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি।’ বুদ্ধ বললেন,—নন্দক, আমি সন্ধর্ম আয়ত্ত করার জন্য চারি অসংখ্য শত সহস্র কল্প পারমী পূরণ করেছি। বিধুর, মহাগোবিন্দ, কুন্দালক, অরক, জ্যোতিপাল, বোধি পরিব্রাজক, মহৌষধ পণ্ডিত ইত্যাদি জীবনকালে পারমী পূরণ করার সময় অন্যকে এই ধর্ম উপদেশ দেওয়ার সময় এবং প্রজ্ঞাপারমী পরিপূরণ করার সময় উহার (গুণরাশি) কোন পরিমাণ ছিল না। সেই সময়ে আমি যখন ধর্ম উপদেশ দান করতাম অথবা ধর্ম শ্রবণ করতাম, তখন আমার তৃপ্তি হত না। তা প্রকাশ করার জন্য বললেন :

৯। আমি যখন অপরিমিত কাল (অসংখ্যবার) ভব হতে ভবান্তরে সন্তরণ করছিলাম তখন ধর্মোপদেশ দিয়ে কিংবা ধর্ম শ্রবণ করে তৃপ্তি পেতাম না।

১০। কেন এমন হয় ! এখন আমি যদিও সম্বুদ্ধ হয়েছি, আমি সর্বজ্ঞ

ও করুণাগার, তবুও আমি যখন জনগণকে ধর্মোপদেশ প্রদান করি তৃপ্ত হই না।

১১। আমার সিদ্ধান্ত এই যে, প্রজ্ঞার অধিকারী হয়ে আমি অপরকে প্রজ্ঞাবান করব; আমি সম্যকসম্বুদ্ধ রূপে জন্ম গ্রহণ করেছি; প্রাণিদের প্রজ্ঞাবান করতে দাও।

১২। আমার সিদ্ধান্ত এই জন্য যে, (তুম্বারূপ নদী) উত্তীর্ণ হয়ে আমি অপরকে উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করব, আমি দূঃখ হতে উত্তীর্ণ; কাজেই আমাকে প্রাণিগণের উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করার সুযোগ দাও।

১৩। আমার সিদ্ধান্ত এই যে, মুক্ত হয়ে আমি অপরকে মুক্ত হতে সাহায্য করব, আমি দূঃখ হতে মুক্ত; কাজেই আমাকে প্রাণিগণের মুক্ত হতে সাহায্য করার সুযোগ দাও।

১৪। এই ধর্ম মহান সম্বুদ্ধ কর্তৃক প্রকাশিত, ধর্মের প্রতি চিন্তা প্রসাদিত করে উত্তম ধর্ম শ্রবণ করা উচিত।

এরূপই দুলভ এই ধর্ম। ভগবান এরূপ বললেন, ‘নন্দক, এই জীব-জগতে তুমি যদি এক কল্প পর্যন্ত ধর্মোপদেশ দিতে সক্ষম হও, আমিও ন্যূনাধিক কল্প বেঁচে থাকব এবং ইহা শ্রবণ করব।’ আয়ুজ্ঞান নন্দক ইহা শ্রবণ করে বললেন, ‘অতি আশ্চর্য ভণ্ডে! অতি অশুভ ভণ্ডে! তথাগত কর্তৃক জ্ঞাতব্য সকল ধর্ম জ্ঞাত হয়েছে, অনাবিস্কৃত পথ আবিষ্কার করা হয়েছে, অজ্ঞাত পথ জ্ঞাত হয়েছে, অব্যাখ্যাত বিষয় ব্যাখ্যাত হয়েছে, তিনি মার্গস্ত ও মার্গপটু; তাই তিনি নিজে ধর্মদেশনা করলে কিংবা অন্য কর্তৃক দেশিত ধর্ম শ্রবণ করলে পরিতৃপ্তি কিংবা প্রশান্তি প্রাপ্ত হন না।’ ইহা জ্ঞাত হয়ে এই সম্বুদ্ধ শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণযোগ্য। এই ধর্মোপদেশ নন্দকের প্রতি প্রথম।

এই সম্বুদ্ধ শ্রবণের জন্য বিভিন্ন স্তর থেকে আগত সম্মানিত সকল জনগণ যাঁরা ধর্মসভা-মণ্ডপে একত্রিত হয়ে উপবেশন করেছেন তাঁদের উচিত শ্রদ্ধা সহকারে সম্বুদ্ধ শ্রবণ করা। এখানে একজন ধর্ম-কথিক আছেন: ‘জনগণ জানবে যে, ইনি ধর্ম-কথিক।’ এবং তিনি ইচ্ছানুযায়ী বশ-সম্মান প্রাপ্তির জন্য স্থিত হয়ে ধর্ম দেশনা করেন। ইহা মহাফলপ্রদ হয় না। কেহ কেহ স্বীয় অভিজ্ঞতা লব্ধ ধর্ম অন্যদের প্রচার করেন। ইহা মহাফলদায়ক হয়, এতে দেশনাময় পদ্যকর্ম বস্তুও লাভ হয়। কেহ কেহ তথ্য শব্দে মনে

করেন, 'জনগণ শ্রদ্ধাসহকারে আমাকে জানবে' এবং ইচ্ছানুযায়ী লাভ সম্মান প্রাপ্তির জন্য স্থিত হয়ে সম্বর্ষ শ্রবণ করেন। ইহা মহাফলদায়ক হয় না। আবার কেহ কেহ চিন্তা করেন, 'এই ধর্ম শ্রবণ আমার মহাফলদায়ক হবে' এবং তিনি স্বীয় কল্যাণের জন্য পরম মৃদু চিন্তে সম্বর্ষ শ্রবণের জন্য প্রবৃত্ত হন, এতে তিনি শ্রবণময় পদ্যাক্রিয়া বস্তু প্রাপ্ত হন। এভাবে শ্রদ্ধাসহকারে ধর্ম শ্রবণ ও অনুমোদন দানের আনিসংস (পদ্য) প্রদর্শনের জন্য এই কাহিনী :

শ্রাবস্তীর কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তির কন্যার স্বামী একদা শাস্ত্রার ধর্মদেশনা শ্রবণ করে চিন্তা করলেন, 'গৃহাবাসে অবস্থান করে এই ধর্ম অনুশীলন করা আমার পক্ষে অসম্ভব, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব।' এরূপ চিন্তা করে বিহারে গমন করে কোনো পিণ্ডপাতিক ভিক্ষুর নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। অনন্তর কোসলরাজ প্রসেনদি 'এই মহিলা স্বামীহীন' জ্ঞাত হয়ে তাকে রাজ-অস্ত্রপদুরে আনয়ন করলেন। একদিন এক ব্যক্তি এক গুচ্ছ নীলোৎপল নিয়ে কোনো কার্যোপলক্ষে রাজ-অস্ত্রপদুরে প্রবেশ করে রাজাকে প্রদান করলেন। রাজা নীলোৎপল গুচ্ছ নিয়ে অস্ত্রপদুরের মহিলাদিগকে এক একটি করে দিলেন। ফুল ভাগ করা হলে সেই মহিলা দু'হাত প্রসারিত করে নিজেকে প্রসন্ন দেখাল, কিন্তু ঘাণ নেওয়ার পর কাঁদতে লাগল। রাজা তার দ্বিবিধ আচরণ লক্ষ্য করে তাকে ডাকিয়ে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সে তার সন্তুষ্টি ও কাম্যার কারণ বলতে গিয়ে বললেন :

১৫। হে রাজন ! আমার স্বামী—যিনি স্থবির (ভিক্ষু) হয়েছেন, তাঁর মৃৎখের গন্ধের ন্যায় উৎপলের গন্ধ পরিব্যাপ্ত হচ্ছে—তা স্মরণ করে আমি ক্রন্দন করছি।

১৬। হে রাজন ! তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসে আনন্দ দায়ক গন্ধ প্রবাহিত হয়, প্রত্যুষে তিনি সুকর্ষ্ম করতেন—আমি ইহা স্মরণ করে ক্রন্দন করছি।

এইরূপ তৃতীয়বার বলা হলেও রাজা বিশ্বাস করলেন না। পরদিন তিনি সমগ্র রাজপ্রাসাদের সমস্ত মালা, প্রসাধন দ্রব্য ও অন্যান্য সুগন্ধ বস্তু বের করালেন এবং বৃদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসমূহের জন্য আসন প্রজ্ঞাপ্ত করিয়ে বৃদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সমূহকে নিমন্ত্রণ করালেন। তাঁরা আসনে উপবেশন করলে মহাদান দিলেন। তাঁদের আহার কৃত্য সমাপ্ত হলে সেই মহিলাকে এরূপ বললেন, 'কোন সেই স্থবির ?' 'দেব ! ইনিই সেই স্থবির।' তারপর রাজ্য

বুদ্ধকে বন্দনা করে বললেন, ‘ভগ্নে ! অমৃত্ত স্থবির অন্ত্রমোদন করুন. আপনাব সনহিত অন্যান্য ভিক্ষু-সঙ্ঘ গমন করুন।’ অনন্তর শাস্তা সেই ভিক্ষুকে রেখে বিহারে প্রতাবতন করলেন। সেই ভিক্ষু অন্ত্রমোদন আরম্ভ করা মাত্র সমগ্র প্রাসাদ সুগন্ধ-কপূর-চন্দন-কললের গন্ধে পূর্ণ হয়ে গেল। রাজা ভাবলেন, ‘এই মহিলা সত্যই বলেছে।’ এবং আনন্দিত হয়ে পরদিন শাস্তার নিকট এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। শাস্তা ব্যাখ্যা করলেন, ‘মহারাজ ! অতীতে এই ব্যক্তি স্বখন সঙ্কর্ম শ্রবণ করছিল তখন তার শরীর পঞ্চবিধ প্রীতিতে পূর্ণ হয়েছিল এবং তার দেহের কেশরাশি ঋজু হয়েছিল ; তার শরীর স্বখন প্রীতিপূর্ণ হয়েছিল. তখন তার মূখ থেকে ‘সাধু’ ‘সাধু’ বলে প্রশংসা সূচক ধনি উচ্চারিত হয়েছিল এবং সঙ্কর্ম শ্রবণ করেছিল। মহারাজ ! সেই কারণে সে ইহার সুফল লাভ করেছে।’ তাই বলা হয়েছে :

১৭। সঙ্কর্ম-দেশনার সময় সাধু সাধু শব্দকারীর মূখ থেকে জলে সুগন্ধযুক্ত উৎপলের ন্যায় সুবাস বিচ্ছুরিত হয়।

১৮। সঙ্কর্মের দেশনা মধুর রূপে দেশিত, যিনি এই সুমধুর ধর্মের প্রশংসা করেন তিনি জ্ঞানী হন, মিস্টভাষী হন, মূখ থেকে সুগন্ধ বের হয় এবং মধুর শব্দ বের হয়। শ্রদ্ধাসহকারে সঙ্কর্ম শ্রবণের আনিসংস প্রত্যক্ষ করে সপ্রম্ম চিত্তে সঙ্কর্ম শ্রবণ করা উচিত, এই প্রশংসা সূচক ধনি দ্বিতীয়।

১৯। যারা সঙ্কর্ম শ্রবণের উদ্দেশ্যে এখানে সমাগত হয়ে উপবেশন করেছেন, তাঁরা সমাহিত চিত্তে সঙ্কর্ম শ্রবণ করুন।

একদা শাস্তা উত্তম সঙ্ঘ পরিবৃত্ত হয়ে শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করার সময় ব্রাহ্মণ ও দেবগণ কতৃক পূজিত হয়ে এই সূত্র দেশনা করেছিলেন, ‘ভিক্ষুগণ ! দান দ্বিবিধ। দ্বিবিধ কি কি ? আমিস দান ও ধর্মদান। ভিক্ষুগণ ! এইরূপে দান দ্বিবিধ। ভিক্ষুগণ ! এই দ্বিবিধ দানের মধ্যে ধর্মদান শ্রেষ্ঠ।^১ এই ধর্মের নাম স্মৃতিপ্রস্থান (mindfulness), সম্যক প্রধান। (right exertion), ঋম্মিপাদ (miraculous power), ইন্দ্রিয় বল (controlling faculties), বোজ্ঞস্ক (constituents of higher knowledge), অষ্টাঙ্গিকমার্গ, গূঢ়তত্ত্ব সমন্বিত আর্ষসত্য (insight into the Noble Truth) এবং নিবাণ প্রদীপ। কিন্তু যদি কেহ পুণ্যলাভের প্রত্যাশায় সুস্ত-গেয়া প্রভৃতি (নবান্ন শাস্তা শাসনের) যে কোন একটি স্বাভাবিক-ভাবে উচ্চারণ করেন এবং নিরপেক্ষভাবে সঙ্কর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

করে সূক্ত অথবা বেদঙ্গ দেশনা করেন, ধর্মদানই শ্রেষ্ঠদান বলে কথিত। যদি কেহ এই চক্রবাল গর্ভে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানে সর্বদা পর্য্যাসনে (cross legged) উপবিষ্ট বুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধ ও ক্ষীণাসবদের কদলি বৃক্ষ সমান প্রচুর সূক্ষ্ম ও মহামূল্য চীবর দান করেন, তদপেক্ষা সেই সমাগমে দান অনুমোদনের জন্য ভাষিত চতুর্পদ বিশিষ্ট গাথা শ্রেষ্ঠতর। এর কারণ কি? কারণ, এই দান অতি ক্ষুদ্র গাথাংশের সমান গুরুদ্বপূর্ণ নয়। তিনি বললেন, ‘ধর্ম দেশনার এরূপ আনিসংস।’ অথবা, পুনরায় মহানিসংস—যদি কোনো ব্যক্তি ধর্মোপদেশ শ্রবণ করান, বলা হয়েছে যে, তিনি মহানিসংস প্রাপ্ত হন। পুনশ্চ, অনুরূপ একটি পরিষদে উক্ত অন্ন-মাসে বহুবিধ সুপ-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে পাত্র পূর্ণ করে দান করলে, অথবা ঘি, নবনীত, তৈল, মধু, গুরু ইত্যাদি মিশ্রিত ভৈষজ্য দান করলে, অথবা মহাবিহারের ন্যায় এবং লৌহ প্রাসাদের ন্যায় বিমান, আসন (seats) ও বিছানা (beds) সম্বলিত বহুশত সহস্র বিহার দান করলে, অথবা গৃহপতি অনার্থপিণ্ডিক যোভাবে জেতবন বিহার নির্মাণের জন্য আঠার কোটি (স্বর্ণ মূদ্রা) ভূমিতে বিছিয়ে ভূমি ক্রয় করে আঠার কোটি মূদ্রা দিয়ে প্রাসাদ নির্মাণ ও আঠার কোটি মূদ্রায় বিহার নির্মাণ করে—এভাবে চুয়ান্ন কোটি খরচ করে বিহার নির্মাণ করলে অথবা মহা-উপাসিকা বিশাখার ন্যায় নয় কোটি দিয়ে জমি ক্রয় করে নয় কোটি দ্বারা প্রাসাদ তৈরি করে নয় কোটি দিয়ে মহাবিহার নির্মাণ করে—এরূপ সাতাশ কোটি মূদ্রায় পূর্বরাম বিহারের ন্যায় বিহার দান করলেও সেই পরিষদে চতুর্পদ বিশিষ্ট একটি গাথা অনুমোদন করলে—সেই ধর্মদানই শ্রেষ্ঠতর। ইহার কারণ কি? কারণ, সেই ধনাঢ্য ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগণ অনুরূপ পূণ্য কর্ম করে, ধর্ম শ্রবণ করার পর—পূর্বে নয়। যদি তাঁরা শাস্ত্রার ধর্ম উপদেশ না শ্রবণ করতেন তাহলে এক চামচ যাগু কিম্বা এক হাতা পরিমাণ অন্নও দান করতে পারতেন না। এই কারণে সকল প্রকার দানের মধ্যে ধর্মদান শ্রেষ্ঠ। অধিকন্তু, বুদ্ধ ও প্রত্যেকবুদ্ধ ব্যতীত শারিপুত্রসহ অন্যান্যারা সমস্ত কম্পব্যাপী বারি বর্ষিত হলে সেই বারিবিন্দু নিজেদের জ্ঞানবলে গণনা করতে সক্ষম হবেন কিন্তু নিজেদের ক্ষমতা বলে স্রোতাপিস্তি-ফল লাভে সক্ষম হবেন না। অশ্বজিৎ সহ অন্যান্য স্থবিরগণ ধর্মোপদেশ শ্রবণ করে স্রোতাপিস্তিফল লাভ করেছিলেন, শাস্ত্রার দেশনা দ্বারা শ্রাবক-পারমী জ্ঞান লাভ করেছিলেন। শারিপুত্র স্থবিরও ভগবানের ধর্ম দেশনা

শ্রবণ করে অহংকৃত্যসহ ষোড়শবিধ জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তাঁর শ্রোতৃ-জ্ঞান (hearing), প্রাচুর্য-জ্ঞান (abundance), বর্ধিত জ্ঞান (developed), মহৎ-জ্ঞান (great), প্রশস্ত জ্ঞান (wide), গভীরজ্ঞান (deep), সমস্ত জ্ঞান (entire), বিস্তৃতজ্ঞান (extensive), বহুলজ্ঞান (frequent), শীঘ্র জ্ঞান (rapid), লঘুজ্ঞান (easygoing), আশু জ্ঞান (quick), সর্বন জ্ঞান (alert), তীক্ষ্ণ জ্ঞান (sharp), নিষেধিক জ্ঞান (penetrating) ও শ্রাবক-পারমী জ্ঞান (perfectionary virtues of a disciple) উৎপন্ন হয়েছিল। এই জন্য সকল প্রকার দানের মধ্যে ধর্মদান শ্রেষ্ঠ, উত্তম, অপূর্ব ও অগ্র বলে ব্যাখ্যাত।

এমনকি ধর্মদানের বিষয় জ্ঞাত হয়ে দেবগণের ইন্দ্র শত্রু দশ সহস্র চক্রবালের দেবগণ কতৃক পূর্বে স্থিত হয়ে শাস্ত্রার নিকট উপস্থিত হয়ে বন্দনা করে জিজ্ঞেস করলেন : ‘ভস্বে, দানের মধ্যে কোন দান উত্তম, রসের মধ্যে কোন রস উত্তম, রত্নের মধ্যে কোন রত্ন উত্তম এবং তৃষ্ণাক্ষয়ের জন্য কোন উপায় শ্রেষ্ঠ?’ অনন্তর শাস্ত্রা তাঁর চারটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য এই গাথা ভাষণ করলেন।

২০। সকল প্রকার দানের মধ্যে ধর্মদান শ্রেষ্ঠ, সমস্ত রসের মধ্যে ধর্মরস শ্রেষ্ঠ, সকল প্রকার আনন্দের মধ্যে ধর্মনিন্দ (delight in Dhamma) শ্রেষ্ঠ, তৃষ্ণাক্ষয়ে সকল প্রকার দুঃখকে জয় করে।^১

শাস্ত্রা যখন এই গাথায় চারটি প্রশ্নের উত্তর দিলেন তখন চতুরাশীতি সহস্র দেবগণ ধর্মের গুঢ় অর্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন। শত্রু শাস্ত্রার ধর্মকথা শ্রবণ করে শাস্ত্রাকে বন্দনা করে বললেন : ‘ভস্বে, ইতিপূর্বে জ্ঞাত ধর্মোপদেশ আমাদের কাছে প্রদানের জন্য কেন অনুমোদন (অনুমতি প্রদান) দান করেননি? ভস্বে, এখন থেকে ভিক্ষুসংঘ আমাদের কাছে ধর্মোপদেশ দানের জন্য অনুমতি প্রদান করুন।’ এরূপ বলে তথাগতকে বন্দনা করে তিনবার প্রদীক্ষণ করতঃ সপারিষদ দেবলোকে প্রত্যাগমন করলেন। অনন্তর শাস্ত্রা সেই রাত অতিক্রান্ত হলে ভিক্ষু-সংঘকে সমবেত করে বললেন, ‘ভিক্ষুগণ! এখন থেকে মহাধর্ম সভায়, সাধারণ ধর্মসভায়, উপবিষ্ট ধর্ম সভায় অথবা অনুমোদনের জন্য যে সব ধর্মালোচনা হবে তা সমস্ত প্রাণিগণের কল্যাণে দান করবে।’ ভিক্ষু-সংঘ ‘সাধু ভস্বে’, বলে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। তখন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত তাঁরা সকল প্রাণীর কল্যাণের জন্য অনুমোদন

করেন। এভাবে বুদ্ধগুণ জ্ঞাত হয়ে বুদ্ধ ভগবানের প্রতি চিন্ত-প্রসাদ উৎপাদন করে এই সত্য ধর্ম উপদেশ দেওয়া ও শ্রবণ করা উচিত', ইহা তৃতীয় ধর্মদান।

২১। তোমার নিজকর্ম ফেলে ধর্ম শ্রবণের জন্য এখানে আগমন করেছে, সুতরাং সম্বুদ্ধ দোষিত সেই সত্য ধর্ম সসম্মানে শ্রবণ করা উচিত।

২২। স্ত্রীলোক কর্তৃক ভাষিত জরা-ব্যাধি-মরণ বিষয় শ্রুনে জ্ঞানী ব্যক্তি উত্তম ফল লাভ করেছিলেন।

কিভাবে? অতীতে বুদ্ধের উৎপত্তির বিরাম সময়ে কোনো ব্যক্তি তাঁর সাত পুত্রসহ বনে প্রবেশ করেছিলেন। বনে সারাদিন তাঁরা কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে সায়াহ্ন সময়ে বন হতে প্রত্যাগমন করার সময় জনৈক মহিলা স্বীয় গৃহদ্বারে উদ্যতলে ধান পূর্ণ করে মূষল দ্বারা চূর্ণ করার সময় এবং চালদান দ্বারা ধান চালার সময় এরূপ গেয়েছিল।

২৩। এই ধান মূষল দ্বারা ভাঙ্গা হচ্ছে এবং তুষ হতে পৃথক করা হচ্ছে, এখানে চাল মাত্র থাকছে; দেখ, এই দৈহিক রূপও জরায় জর্জরিত হলে শূদ্র অস্থি-কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট থাকবে।

২৪। ইহা (এই দৈহিক রূপ) জরায় ধ্বংস করবে এবং চর্ম ও মাংস শূন্য হয়ে যাবে। মৃত্যুতে ইহা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, ইহা মৃত্যুরাজের খাদ্য হয়। ইহা ক্রিমির আলয় এবং বহু শবে পরিপূর্ণ; ইহা অশুচির আকর এবং সারহীন কদলিবৃক্ষ সদৃশ।

২৫। এই ধান্য মূষল দ্বারা বিভাজিত হয়, এই দেহ মৃত্যু দ্বারা বিভাজিত হয়। দেখ, দেখ এইরূপ—যা জন্ম জরা ও মৃত্যু দ্বারা বিভাজিত (বিচ্ছিন্ন) হয়।

তিনি এই গান শ্রবণ করে সেখানে 'অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম' প্রত্যবেক্ষণ করতে করতে পুত্রসহ প্রত্যেকবুদ্ধস্বপ্ন প্রাপ্ত হলেন। অনন্তর সায়াহ্নকালে মানুষ্যেরা 'ইহা ভোজন করুন' বলে নিমন্ত্রণ করলে তাঁরা উত্তর দিলেন, 'আমরা বিকাল-ভোজন করি না, আমরা প্রত্যেকবুদ্ধ।'

'প্রভু, প্রত্যেকবুদ্ধগণ আপনাদের মত নহেন।'

'তাঁরা দেখতে কি রকম?'

'তাঁরা কেশ-শ্মশ্রু মণ্ডন করে কাষায় বস্ত্র পরিধান করে পরিবার-পরিজন কিংবা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস্তুভিঁত ঘেষের ন্যায় কিংবা

মেঘ-মুগ্ধ চন্দ্ৰের ন্যায় হিমালয়ের নন্দন বনের পাদদেশে বাস করেন। প্রভু, প্রত্যেকবুদ্ধগণ এরূপই হন।’

তৎক্ষণে তাঁরা সকলে তাঁদের হাত উত্তোলন করে তাঁদের মস্তক স্পর্শ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের গৃহী-বৈশিষ্ট্য বিলোপ হয়ে শ্রমণ-বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হল। তাঁরা সকলে অষ্ট-পরিষ্কার ও কায়বন্ধধারী হলেন। তাঁরা আকাশে স্থিত হয়ে মহাজনতাকে উপদেশ দিয়ে আকাশ-মার্গে উত্তর হিমালয়ের নন্দন পাদতলে উপগত হলেন। এভাবে জ্ঞানীরা গানে নিহিত অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম ধর্ম শ্রবণ করে আত্ম-মুক্তি ও সুখের আগার প্রাপ্ত হন। ইহা জ্ঞাত হয়ে প্রাচীনেরা বলেছেন :

২৬। জাতি, গোত্র, বংশ ও সৌন্দর্য অবলোকন না করে পণ্ডিত ব্যক্তির উচিত ধর্মে মনোনিবেশ করে উত্তম ধর্ম শ্রবণ করা। পণ্ডিত ব্যক্তির উচিত গাভীর বর্ণ না দেখে দুধ দেখা ; গাভীকুলের (সমস্ত গাভীজাতি) দুধ সমস্ত রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অনুরূপভাবে যে সদ্ধর্ম দেখিত হয় তা সগৌরবে শ্রবণ করা উচিত, যা সম্বুদ্ধ কর্তৃক দেখিত হয়েছে। সম্বুদ্ধের কাছ থেকে সদ্ধর্ম শ্রবণ করে পরে সেই ধর্ম অন্যের নিকট দেখিত হলেও তৎসমুদয় ধর্ম বুদ্ধ-দেখিত।

ইহার সত্যতা জ্ঞাত হয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে সদ্ধর্ম শ্রবণ করা উচিত। এই কারণে ইহা ধণ্ডা কোট্ঠিত (ধনাগার) চতুর্থ।

২৭। তুমি স্বীয় কর্ম ত্যাগ করে সদ্ধর্ম শ্রবণের জন্য এখানে আগমন করেছ। কাজেই সম্বুদ্ধ কর্তৃক দেখিত ধর্ম পরম শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করা উচিত।

২৮। মহিলা কর্তৃক গাওয়া জরা-ব্যধি-মরণ গীত শ্রবণ করে জ্ঞানীরা উত্তম ফল প্রাপ্ত হন।

কিরূপে ? ইহার মর্মার্থ ব্যাখ্যার জন্য এই কাহিনী :

সিংহল দ্বীপে বহুলোক বসবাসরত একটি গ্রাম ছিল। সেই গ্রামের অনতিদূরে উৎপলপূর্ণ একটি সরোবর ছিল ; ইহা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন পরিচারিকা ছিল। সে সেই সরোবরে পূর্ণ প্রস্ফুটিত উৎপল দেখে সরোবরে নেমে উৎপল ভাঙতে ভাঙতে এইরূপ গান গাইতে লাগল :

২৯। এই সুন্দর উৎপল সমুদ্র দেখ, এগুলো পঙ্কর-কেশর আবৃত ;

যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলো বাসি হবে না কিংবা ধ্বংস করা হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত শোভা পায় এবং সুগন্ধ বিস্তার করে।

এরূপ বলল। তার গানের স্বর শুনে জনৈক সিস্ক আহরণকারিণী তলস্ব বৃক্ষের শাখা হতে পুষ্প আহরণ করতে করতে উক্ত গান অনুবৃতি করে বলল :

৩০। যৌবন প্রাপ্ত এই রমণীয় শরীর দর্শন কর, যতক্ষণ পর্যন্ত না জরা এই দেহকে ধ্বংস (আক্রান্ত) করে ততক্ষণ অবধি শোভা পায় এবং অঙ্গভঙ্গি দ্বারা আনন্দ করে।

ইহা শ্রবণ করে পশ্ম আহরণকারিণী ভাবল, 'সে সত্যই বলছে, আমি এখন এই উৎপল সমূহের প্রতি স্বাভাবিক ব্যবহার করব এবং আমি আবার এই ব্যক্তি সম্পর্কে বলব, ইহা জ্ঞাত হয়ে সে বলল :

৩১। কোমল পত্র বিভূষিত রূপ উজ্জ্বল হয়ে অতি রমণীয় ভাবে প্রভা বিকিরণ করছে, যতক্ষণ পর্যন্ত ইহা মলিন হয়ে ধ্বংস না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত শোভা পাবে এবং সুগন্ধি ছড়াবে।

সবুজপত্র (আহরণকারিণী) বলল :

৩২। সে রূপ-গর্বে উন্মত্ত হয়েছে, উন্মত্ত হয়েছে ; সে পৃথিবীতে নিজের মঙ্গলের জন্য অনুসন্ধান করতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না জরা এই দেহকে ধ্বংস করে ততক্ষণ পর্যন্ত শোভা পায় এবং অঙ্গভঙ্গিতে আনন্দ পায়।

পশ্ম আহরণকারিণী বলল :

৩৩। সূর্য উদিত হয়েছে, পরাগ বিকশিত হয়েছে, আনন্দিত হয়ে গান করছে ; যতক্ষণ পর্যন্ত ইহা মলিন হয়ে ধ্বংস না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত শোভা পাবে এবং সুগন্ধি ছড়াবে।

সবুজপত্র (আহরণকারিণী) পশ্ম আহরণকারিণীর প্রতিউত্তর দেবার জন্য এরূপ বলল :

৩৪। উন্মত্ত ও প্রস্ফুটিত উৎপল সূর্য্যকিরণ দ্বারা তাড়িত হয়, অনুরূপ ভাবে সত্ত্বগণ, জাত মানদ্বেরাও জরা দ্বারা তাড়িত হয়।

সেই সময়ে ষাট জন ভিক্ষু সেই গ্রামের পাশে একটি প্রতিরূপ স্থানে সহঅবস্থান করছিলেন। তাঁরা সকলে বিদর্শনে মনোনিবেশ করে, সর্বদা শাস্ত থেকে, দিন রাত যথাযথভাবে কাজ করে, গমনে-উপবেশনে সকল

ঈষাণথে কর্মস্থানে প্রত্যেকে চিন্তা করছিলেন ‘আমি আজই অহঁত্ব প্রাপ্ত হব এবং সত্য উপলব্ধি করতে পারব।’ সেইদিন পূর্বাঙ্ক সময়ে ভিক্ষুগণ বহির্বাস পরিধান করে পাণ্ড-চীবর নিয়ে ভিক্ষার জন্য গ্রামের পথে যাবার কালে তাদের গানের শব্দ শ্রবণ করে শ্রবির (সঙ্ঘনায়ক) সকল ভিক্ষুকে আহবান করে বললেন, ‘বন্ধুগণ ! এদের দ্বারা কথিত বিষয় সত্য, সমস্ত সত্ত্বের রূপ প্রস্ফুটিত পশ্চের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী।’ এরূপ বলে তিনি সেখানে স্থিতাবস্থায় অহঁত্ব ফল লাভের জন্য এরূপ বললেন :

৩৫। এরূপ উৎকৃষ্ট আত্মার মূলে কালবর্ণ (ধ্বংসকারী) বাস করে, অনূরূপভাবে প্রথমে এইরূপ দেখতে সুন্দর, কিন্তু যখন জরায় পতিত হয় তখন পশ্চের ন্যায় বর্ণহীন (বাসি) হয়ে যায়।

এরূপ বলে তিনি বললেন : ‘বন্ধুগণ, সকল প্রকার সংস্কার ক্ষয়-ধর্মী ও অশাস্বত ধর্মী। সকল প্রকার সংস্কারের নিরোধ করার এখন সঠিক সময়, আসক্তি নিরোধ ও বন্ধন মুক্তির সময়।’ তাঁরা সকলে সংবেগ প্রাপ্ত হয়ে ভাবিত কর্মস্থানকে মনে স্থাপন করে বিদর্শনকে বর্দ্ধিত করে সেখানেই প্রতিসম্মিতিসহ অহঁত্বফল প্রাপ্ত হলেন। শ্রবির সেই ভিক্ষুগণ নিজের সঙ্গে অহঁত্বফল প্রাপ্ত হয়েছেন জ্ঞাত হয়ে এরূপ বললেন :

৩৬। সংস্কৃত ধর্মসমূহ অনিত্য, অনাত্ম ; জাতি-জরা-চ্যুতি-রোগ ইত্যাদি গৃহ-সদৃশ, স্কন্ধসমূহ বহু দুঃখের কারণ ; এসব ত্যাগ করে নিরাপদ স্থানে (নির্বাণ) উপগত হওয়া উচিত।

এরূপ বলে তিনি তাঁদের সঙ্গে প্রত্যাগমন করলেন। এভাবে সংপদরূষণ তথাগত কর্তৃক দেশিত সঙ্কর্ম শ্রবণ করে এবং দাসী কর্তৃক গীত গানে আবিষ্ট হয়ে নিজের মুক্তি ও সুখের নিয়ন্তা হন। এই কারণে সঙ্কর্ম শ্রবণ করা উচিত। সবুজপত্র আহরণকারিণীর ইহা পঞ্চম গান।

৩৭। স্বীয় কর্ম ত্যাগ করে তুমি এখানে সঙ্কর্ম শ্রবণের জন্য আগমন করেছে ; সুতরাং সম্বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত ধর্ম শ্রবণ সাথে শ্রবণ করা উচিত।

যারা মানুস্বরূপে জন্ম গ্রহণ করেছে তারা এরূপ কেন বলে, কে ভাল-মন্দ, কুশলা-কুশল ও ধর্মধর্ম জানে ! এমনকি তিষ্যক্ যোনিজাত পশু, মন্ডুক, পেঁচা, বাঁদড়, মৃগ, মৎস্য, অজগর, ইঁদুর, সাপ ইত্যাদি—ষাদের কোনো কিছুতে জ্ঞান নেই, এসব তিষ্যক্ প্রাণিগণও সঙ্কর্ম আবৃত্তির শব্দমাত্র শ্রবণ করে—যা অন্যদের কর্তৃক পুনরাবৃত্তি হয়—সেই শব্দের প্রতি তুষ্ট হয়ে

নিমিস্ত গ্রহণ করে কালগত হয়ে পরবর্তী জন্মে নিজেদের পরমার্থ সূত্র আনয়ন করেছিল। এদের মধ্যে ব্যাঙের (ম'ডুক) গল্পটি প্রথমে কহতব্য। ইহা ম'ডুকবন্ধুর আনুপূর্বিক কথা :

কোনো এক সময় বুদ্ধ চম্পক নগরে গঙ্গরা পুষ্করিণীর তীরে বাস করছিলেন। তখন ভগবান কোন সায়াহ্ন সময়ে চম্পক নগরবাসীকে ধর্ম দেশনা করছিলেন। তখন একটি ম'ডুক সেখানে গমন করে ভগবানের শব্দের প্রতি নিমিস্ত গ্রহণ করেছিল, সেই সময়ে এক রাখাল ইহার মস্তকে লাঠি দ্বারা ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। ম'ডুক তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করে তাবতিংস ভবনে দ্বাদশ ষোজন কনকময় বিমানে সুপ্তোখিতের ন্যায় অম্পরা পরিবৃত্ত হয়ে জন্ম গ্রহণ করল। পরে স্বীয় আত্মভাব দর্শন করে বলল, 'আমি এখানে জন্ম গ্রহণ করেছি, আমি কি করেছিলাম?' অন্যকিছু নয়, ভগবানের শব্দের প্রতি নিমিস্ত মাত্র গ্রহণ করেছিল। সে তৎক্ষণি বিমানসহ আগমন করে ভগবানের পাদে বন্দনা করল। ভগবান তার জ্ঞান পরীক্ষা করার জন্য এই গাথা ভাষন করেন :

৩৮। অলৌকিক ঋদ্ধি ও যশের আলো এবং অনিন্দ্য সৌন্দর্য মণ্ডিত রশ্মি দ্বারা আলোকিত করে কে আমার পাদ বন্দনা করছে ?

দেবপুত্র ভগবানকে গাথায় এরূপ বলল :

৩৯। পূর্বে আমি জলে ম'ডুক ছিলাম এবং জলে বাস করতাম। আপনার দর্শিত ধর্ম শ্রবণ করার সময় আমি জনৈক রাখাল কর্তৃক হত হই।

ভগবান তাকে ধর্ম দেশনা করলেন। দেশনা শেষে চুরাশি সহস্র প্রাণীর ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল। দেবপুত্রও স্রোতাপত্তিফল^৪ প্রাপ্ত হয়ে ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে দেবলোকে প্রত্যাবর্তন করল। ইহার মর্মার্থ জ্ঞাত হয়ে পণ্ডিত ব্যক্তির উচিত শ্রদ্ধার সাথে সদ্ধর্ম শ্রবণ করা। ইহা ম'ডুক বন্ধু (কাহিনী) ষষ্ঠ।

৪০। স্বীয় কর্ম ত্যাগ করে এখানে ধর্ম শ্রবণের জন্য আগমন করেছ ; সুতরাং সম্বুদ্ধ কর্তৃক দর্শিত ধর্ম শ্রদ্ধার সাথে শ্রবণ করা উচিত।

ইহা বাদুড়দের কাহিনীর আনুপূর্বিক বিবরণ :

একদা কোনো সময়ে ভগবান দেবলোকে অভিধর্ম দেশনাকালে মনুষ্য লোকে অবতরণ করার সময় সম্যকসম্বুদ্ধের ন্যায় এক নির্মাণ-বুদ্ধ দেব-সম্মুখ্যে ধর্ম দেশনা করার জন্য নির্মাণ করে স্বর্গলোক হতে অবতরণ করেন

এবং অবতরণের সময় অনোতন্ত হুদে জল ব্যবহার করে শারীরিক রূপ ধারণ করেন। সেই সময়ে শারিপত্র ভগবানের সেবক ছিলেন ; 'সেবা করার সময় দেবলোকে যে সমস্ত অভিধর্ম স্কন্ধ দেশনা করেছিলেন তৎসমুদয় শিক্ষা করেছিলেন। শারিপত্র বুদ্ধের সম্মুখে সমস্ত অভিধর্ম পিটকের সার সংগ্রহ করে পুনরাবৃত্তির জন্য কোনো এক গৃহদ্বারে উপনীত হলেন। সেখানে বসবাসরত পাঁচশ বাদুড় ধর্মের কোনো মমার্থ না জেনে একাগ্র মনে ধর্মের শব্দমাত্র শ্রবণ (গ্রহণ) করে চিন্তা করল : 'এই শব্দ আমাদিকে চাপ দিতে (মনে ছাপ ফেলাতে) কিংবা হৃদয়ঙ্গম করাতে পারছে না, তাই যে সব শব্দ পার্থিব আসক্তির সৃষ্টি করে, প্রাণিত্যাগ করে পৃথক করে, তৎসমুদয় কঠোর, অতি খারাপ এবং রমনীয় নহে। তাই বুদ্ধ অতি মনোহর, (ধর্ম) শ্রবণযোগ্য ও আদরনীয়।' এরূপ চিন্তা করে তারা ধর্ম মনোনিবেশ স্থাপন করতঃ আহার্য অব্বেষণ না করে সেখানে মৃত্যু বরণ করল। সেই বাদুড়েরা সকর্ম শ্রবণের প্রভাবে স্বর্গে জন্ম গ্রহণ করল ; তাদের প্রত্যেকের পঞ্চাশ সহস্র দেব অঙ্গুরা নানা নৃত্য-গীত বাদ্য-বাজনাসহ দ্বাদশ যোজন পরিমিত কনক বিমান উৎপন্ন হয়েছিল। জন্ম মাত্র দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণসহ সম্মান করার জন্য দিব্য ধূপ-গন্ধ-মাল্যাদি দিয়ে পূজা করে এরূপ বললেন :

৪১। স্বর্গে তোমাদের মত পরম বন্ধু প্রকৃত পক্ষে আনন্দ দায়ক ; তাছাড়া, মনুষ্য লোকে (মানুষের মধ্যে) তোমাদের জন্ম হলে দীর্ঘ সময় হত।

৪২। এবং তোমরা বিরজ (পরিশুদ্ধ) বুদ্ধের শ্রাবক (শিষ্য) হতে ; শারিপত্রের ধর্ম শ্রবণ করে তোমরা নির্বাণ প্রাপ্ত হবে।

এরূপ বলে পুনরায় প্রণাম করলেন। সকল বাদুড় দেবপুত্র দীর্ঘকাল দেবলোকে সুখ উপভোগ করে তথা হতে চ্যুত হয়ে ব্রাহ্মণ গৃহপতিকুলে জন্ম গ্রহণ করলেন। তাঁরা বড় হলে পরস্পর বন্ধুত্বে আবদ্ধ হলেন। তাঁরা শারিপত্রের ধর্ম শ্রবণ করে প্রজ্ঞা গ্রহণ করলেন। তাঁরা অভিধর্ম পিটক ও অর্থকথা মনোযোগ সহকারে শিক্ষা করে সকলে অচিরেই বিদর্শন প্রবৃদ্ধি করে সংসার-দুঃখ হতে মুক্ত হয়ে আসবমুক্ত হলেন। শারিপত্র ব্যতীত বুদ্ধের শ্রাবকগণ—যাঁরা প্রথমে অর্থকথাসহ অভিধর্ম পিটক আন্তরিকভাবে শিক্ষা করেছিলেন তাঁরা সকলে পরস্পর বাদুড় দেবপুত্রদের ন্যায় এখানেও (পৃথিবীতে) অন্তরঙ্গ হয়েছিলেন। সকর্মের প্রতি প্রচুর প্রসাদ উৎপাদন করে স্বরমাত্র

শ্রবণ করতঃ তাঁরা আনিবাণ দেবলোকে সদ্ধ অনুভব করেছিলেন।^৬ তাই বলা হয়েছে :

৪৩-৪৪। কেন তাঁকে বলা হয় যে, তিনি সমগ্র অর্থ (পিটকের) শিক্ষা করে পুনরাবৃত্তি করেন? তিনি নাম গণনা করে শ্রদ্ধার সাথে সম্মান করেন, কৃতকর্ম-ফলের দ্বারা অনাগত জন্মান্তরে এই গ্রন্থসমূহ উত্তম রূপে স্মর করে আবৃত্তি করতে পারেন।

ভগবান এরূপ বললেন :

৪৫। অক্ষর ও পদসমূহ উত্তমরূপে জ্ঞাত হয়ে তিনি একান্তে বাস করেন; আমি নাম ও অর্থ উত্তম রূপে জ্ঞাত হয়ে বোধি-বীজ প্রাপ্ত হয়েছি।

৪৬। অভিধর্ম ব্যাখ্যা করার সময় ভিক্ষুগণের স্বর শ্রবণে বাদুড়েরাও আনন্দিত হয়েছিল এবং আনন্দোৎসব করে স্বর্গ প্রাপ্ত হয়েছিল।

৪৭। যে অভিধর্ম প্রচার ও সম্মান করে, প্রণাম করে, সে অনন্ত সদ্ধ প্রাপ্ত হয় এবং পরিশেষে নিবাণ প্রাপ্ত হয়।

৪৮। যে শাক্যসিংহের শাসনে শরণ গ্রহণ করে, মহা সম্মাসীর ধর্ম শ্রবণ করে, (সে) এরূপ প্রতিষ্ঠা (নিবাণ) লাভ করে।

৪৯। যারা ধর্মে রমিত, গভীর অনুভূতিসহ শ্রদ্ধাচিত্তে পরমানন্দ লাভ করে, তারা ধর্ম শ্রবণের পুণ্যপ্রভাব নিঃসন্দেহে ভোগ করবে।

ইহা জ্ঞাত হয়ে পণ্ডিত ব্যক্তি, যিনি নিজের হিত বা কল্যাণ কামনা করেন, তাঁর শ্রদ্ধা সহকারে সদ্ধ শ্রবণ করা উচিত। বাদুড়ের কাহিনী স্মৃষ্ট।

ইহা মৃগ শাবকের^৭ আনুপূর্বিক ঘটনা :

কথিত আছে সিংহল দ্বীপে উদ্দলোলক নামে একটি সুন্দর, বিহার ছিল। তখন সেই বিহার-বনে বহু মৃগ-শূকর বাস করত। অনন্তর একসময় কোনো গ্রামের এক ব্যাধ-পুত্র সেখানে বহু মৃগ-শূকর দেখে একদিন একপার্শ্বের কুটির নির্মাণ করে বনের সীমান্তে পত্রগুলো বেঁধে তীর-ধনু নিয়ে মৃগ-গমন দেখে কুটিরে দাঁড়িয়েছিল। তখন এক মৃগ এদিক-সেদিকে আহাৰ্য গ্রহণ করে পানীয় পান করার জন্য জলাশয়ে যাবার সময় আশ্রম থেকে ধর্মশ্রবণের জন্য ঘোষণার শব্দ শ্রবণে গ্রীবা প্রসারিত, কণ্ঠ উত্তোলন, চক্ষু প্রসারিত ও পদ স্থিত করে ধর্মকথকের স্বরে মনোনিবেশ করে দাঁড়াল। সেই মূহূর্তে ব্যাধ এক আঘাতে তাকে মেরে ফেলল। সে মৃত্যুর পর সেই বিহারে বসবাসকারী মহা অভয় স্থবিরের কনিষ্ঠার গর্ভে প্রতীসন্धि গ্রহণ করল। দশমাস পর সে

মাতৃকৃষ্ণ হতে নিগত হয়ে ক্রমশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে সাত বছর বয়স্ক হল। তখন তার মাতা-পিতা তাকে অভয় স্থবিরের নিকট নিয়ে গেলেন। তাঁকে প্রব্রজ্যা প্রদান করা হল। সেই কুমার পূর্বে মৃগ জন্মে ধর্ম শ্রবণের প্রভাবে ক্ষুরাগ্রে অহং ফল প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মাতুল স্থবির তখন পশু অভিজ্ঞা প্রাপ্ত ছিলেন মাত্র, অহং ফল প্রাপ্ত হন নি।

অনন্তর একদিন শ্রামণ তাঁর উপাধ্যায়ের নিকট গিয়েছিলেন। তখন উপাধ্যায় হস্ত দ্বারা চন্দ্র-মণ্ডল পরিমণ্ডল করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শ্রামণ তা দর্শন করে বললেন, ‘ভস্বে, ইহাকে রক্ষা করা উচিত।’ স্থবির তাঁর অহং ফল লাভের বিষয় জানতেন না; তাঁর বাক্য সম্যক ভাবে উপলব্ধি করতে পারলেন না। অতঃপর শ্রামণ স্বাক্ষিগতি দ্বারা সহস্র চন্দ্র গ্রহণ করে স্থবিরকে প্রদর্শন করে বললেন, ‘ভস্বে শতচন্দ্র, সহস্র চন্দ্র বা শতসহস্র চন্দ্র আহরণ করা কিছুই না; বিনি একটিমাত্র তৃষ্ণাকে ত্যাগ করতে পারেন, প্রকৃতপক্ষে তিনিই উত্তম। বস্তুত পক্ষে ইহাই কণ্টসাধ্য।’ এরূপ বলে পুনরায় বললেন :

৫০। যেমন কোন ব্যক্তি সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে ইহার বিপুল জলরাশি দর্শন করে এবং সেই প্রজাহীন ব্যক্তি বলে ‘আমি সমুদ্র দর্শন করেছি।’

৫১-৫২। অনুরূপ, এই পৃথিবীতে যে ভিক্ষু কিছুমাত্র ক্রেশ ত্যাগ করেছেন এবং অশাস্বত শক্তি লাভ করেছেন, কিন্তু সমস্ত তৃষ্ণা ধ্বংস করতে পারেন নি অথচ নিজে মনে করেন ‘আমি ষথা-ইচ্ছা প্রাপ্ত হয়েছি।’ তৃষ্ণার প্রতি অনুরাগ (দাসত্ব হেতু) হেতু তিনি প্রকৃত পক্ষে মুক্ত নন।

৫৩। যে ভিক্ষু অমঙ্গলজনক, দুঃভাগ্যজনক, ভয়ঙ্কর, সর্বদা বহমান এবং অনর্থকারক তৃষ্ণা ত্যাগ করতে পারেন তিনি মারের বশ্বন হতে মুক্ত হন।

স্থবির তা শ্রবণ করে তৃষ্ণামুক্ত হয়ে অহং ফল লাভ করলেন। দ্বিতীয় দিন স্থবিরের কনিষ্ঠা শ্রামণসহ স্থবিরকে নিমন্ত্রণ করলেন। স্থবির বোনকে এরূপ বললেন, ‘উপাসিকে! আজ বহু ভিক্ষু দেখে তোমার অন্তর প্রসন্ন করা উচিত। কিন্তু আমাদের দু’জনের অম্ম থেকে তাদিগকে অংশ দাও।’ তাঁকে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি (স্থবির) পূর্বাহ্ন সময়ের চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে ত্রিশ সহস্র ভিক্ষুসম্মুখসহ আগমন করলেন। তিনি ইহা দেখে মামা-ভাগ্নে দু’জনের জন্য আসন প্রদান করলেন। ইহা তাঁদের প্রভাবে ত্রিশ সহস্র ভিক্ষুর পরিমাণ মত হয়ে গেল। এমনকি তাঁদের প্রভাবে তাঁর গৃহও বিম্বিত হয়ে

গেল। ভিক্ষুগণ তাঁদের নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলেন। তাঁদের দৃষ্টির জন্য প্রস্তুত সুপ-তরকারী ইত্যাদি ত্রিশ-সহস্র ভিক্ষুর প্রয়োজনমত হয়েছিল। আহার শেষে উপাসিকা পাণ্ডাটি অনুমোদনের জন্য গ্রহণ করলেন। তিনি তাঁদের মঙ্গল প্রবৃদ্ধির জন্য মধুর স্বরে ধর্ম দেশনা করলেন। দেশনা শেষে মাতা-পিতা ও অন্যান্যসহ পাঁচশ পরিবার স্নোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই দেশনা বহু জনগণের জন্য সার্থক হয়েছিল।

৫৪। যখন ধর্ম দেশিত হিচ্ছল তখন বন-জাত মৃগ শব্দের নিমিত্ত (মনোযোগ) গ্রহণ করে মনুষ্য-সম্পত্তি ও নির্বাণ লাভ করেছিলেন। জ্ঞানী-ব্যক্তি বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা স্থাপন করে, উত্তমরূপে ধর্ম শ্রবণ করে এই পৃথিবীতে নন্দিত হন, অধিকন্তু স্বর্গে স্বর্গীয় সুখও প্রাপ্ত হন—ইহা মূর্খগণকর্তৃক বর্ণিতব্য।

ইহা মৃগ-শাবক কাহিনী অষ্টম।

৫৫। তোমার নিজের কার্ষ্য ত্যাগ করে এখানে ধর্ম শ্রবণের জন্য আগমন করেছ; সুতরাং সম্বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত ধর্ম শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করা উচিত।

ইহা একটি মৎস্যের আনুপূর্বিক কাহিনী :

এক সময়ে বহু বণিক লংকাদ্বীপে গমনের ইচ্ছায় একথানা সমুদ্রগামী নৌকা নিয়ে নানা প্রকার জিনিসপত্র দ্বারা সজ্জিত করে অন্যান্য জিনিসপত্র যেমন তিল, চাল ইত্যাদি দ্বারা নৌকা পূর্ণ করে ভাদ্র নক্ষত্র যোগে যাত্রা করলেন। সেই সময় একজন ভিক্ষু অপর তীরে যাবার ইচ্ছায় বণিকদের নিকট নিজের জন্য একটি স্থান চাইলেন। তাঁরা একটি আসন প্রদান করলে তিনি প্রবেশ করে উপবেশন করলেন। অনন্তর নৌকা অনুকূল বায়ু দ্বারা স্বচ্ছন্দে যেতে লাগল। সেই ভিক্ষু স্ব-আসনে উপবেশন করার সময় উত্তম-রূপে অনুশীলিত চেতনা উৎপাদনের একটি অংশ আবৃত্তি করেছিলেন : ‘কুশল ধর্ম, অকুশল ধর্ম, অব্যাকৃত ধর্ম, সুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত ধর্ম, দুঃখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত ধর্ম, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা-সম্প্রযুক্ত ধর্ম’। তখন সেই নৌকার এক পার্শ্বে একটি বৃহৎ মৎস্য সেই ভিক্ষুর আবৃত্তি করা শব্দের শব্দ শুনে আনন্দিত হয়েছিল এবং ইহার মনকে একাগ্রচিত্ত করেছিল। মনকে একাগ্র করে উভয় কর্ণ সজাগ (নিচ্ছল) রেখে নৌকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করতে লাগল। যখন নৌকা তীরে পৌঁছল তখনও ইহার শব্দ শ্রবণের

একাগ্র চিত্ত ছিল। অতঃপর তীরে দাঁড়ানো লোকজন ইহাকে আঘাত করল, সেখানেই মৃত্যু বরণ করল। সিংহল দ্বীপে রুহিণী নামে একটি জনপদ ছিল। সে তথায় এক ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহে জন্ম গ্রহণ করে মহেশ্বৰ্য'পূর্ণ ও ভাল সঙ্গী পরিবৃত হয়ে বড় হতে লাগল। জন্মকালে তার আত্মীয়-স্বজন আনন্দিত (সুমন) ও প্রসাদিত হয়েছিল বলে নামকরণ করা হয় সুমন তিস্য। তার গৃহে ভিক্ষুগণ মাতাপিতা কৰ্তৃক সেবা প্রাপ্ত হতেন এবং প্রতিদিন আহাৰ্য গ্রহণ করতেন। কুমার প্রতিনিয়ত তাঁদের আচরণ এবং অবস্থান দেখে প্রসন্ন হয়েছিল; বয়ঃপ্রাপ্ত হলে প্রচুর সম্পত্তি পরিত্যাগ করে প্রব্রজ্যা লাভের ইচ্ছুক হয়ে মাতাপিতাকে নানাভাবে প্রার্থনা করেও অনুমতি না পেয়ে রাষ্ট্র-পালের পুত্রদের ন্যায় কাম্বা ও পরিদেবন করে অনুমতি লাভ করলেন। এবং প্রব্রজিত হয়ে শ্রমণ থাকা কালে সমগ্র সূত্র পিটক ও অভিধৰ্ম পিটক উত্তমরূপে আয়ত্ত করে ত্রিপিটকজ্ঞ হলেন। তিনি শ্রদ্ধার সাথে প্রব্রজিত হয়েছিলেন বলে শ্রদ্ধা সুমন তিস্য স্থবির নামে কথিত হন; তিনি আকাশের নিচে স্থিত চন্দ্রের ন্যায় সৰ্বত্র বিখ্যাত হয়েছিলেন এবং বহু সঙ্গী পরিবৃত হয়েছিলেন। তিনি মহাচৈত্য বন্দনা করার জন্য নাগদ্বীপে আগমন করেছিলেন। তখন তথায় মূলগিরির অভ্যন্তরে দণ্ডকিরাজের রমণীয় বাগানে বাসনাহীন ও বন্ধনহীন অপ্রমত্তভাবে বিচরণশীল ভিক্ষুসম্ব সমবেত হয়েছিলেন। স্থবির ইহা দেখে তাঁর চিত্তকে প্রসাদিত করে হস্ত-পদ শীতল করে একটি বৃক্ষ মূলে পর্য্য্যাসন করে উপবেশন করলেন এবং বুদ্ধালম্বনে তাঁর চিত্তকে সম্প্রযুক্ত করলেন। যখনই তাঁর চিত্তকে অভিনিবেশ করলেন তখনই স্বরের প্রতি একাগ্র মনোনিবেশের মত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দক্ষিণার যোগ্য মহান অহং'ত্ব ফল প্রাপ্ত হলেন। এই অহং'ত্বফল কিসের ফল? শ্রদ্ধার সাথে ধর্ম শ্রবণের ফল। তাই প্রাচীনেরা বলেছেন :

৫৬। জলচর মৎস্যগণও ধর্মের আবৃত্তি শ্রবণ করে এবং সেই স্বরের প্রতি একাগ্রতা উপাদান করে তথা হতে চ্যুত হয়ে মুক্তি লাভ করেছিল।

সুতরাং শ্রদ্ধা সহকারে সম্বন্ধ শ্রবণ করা উচিত। ইহা শ্রদ্ধাসুমন স্থবিরের কাহিনী নবম।

৫৭। তোমার স্ব-কার্য ত্যাগ করে এখানে ধর্ম শ্রবণের জন্য এসেছ; সুতরাং সম্বন্ধ কৰ্তৃক দর্শিত ধর্ম শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করা উচিত। ইহা অজগর কাহিনীর আনুপূর্বিক কথা :

কশ্যপ সম্যক সম্বুদ্ধের সময়ে এক অজগর সর্প রূপে জন্ম গ্রহণ করে আভিধার্মিক ভিক্ষুদের কাছে গিয়ে শূন্যে থাকত। ভিক্ষুগণ আস্তন কথা আবৃত্তি করার সময় ইহা স্বরের প্রতি মনোনিবেশ করত ; এবং মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্ম গ্রহণ করে আমাদের শাস্ত্রের পরিনিবাণকাল পর্যন্ত দেবলোকে দেব-সম্পত্তি উপভোগ করেছিলেন। ভগবানের পরিনিবাণের পর এক ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে আজীবক^১° প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হয়ে বিন্দুসার রাজ^২°-পরিবারে কুল পুরোহিত হয়েছিলেন।

সে সময়ে সেই দেবীর (রাজ-মহিষী) চার প্রকারের দোহদ উৎপন্ন হয়েছিল। চার প্রকার কি কি? চন্দ্র-সূর্য পদদলিত করে তারকার রশ্মি ভক্ষণ, মেঘ ভক্ষণ, কৌচো ভক্ষণ ও যে বৃক্ষ পদ (শিকড়) দ্বারা খাদ্য গ্রহণ ও পত্র দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে সেই বৃক্ষ ভক্ষণ করতে ইচ্ছা উৎপন্ন হয়েছিল। তখন আজীবক রাণীর দোহদ উপশম করার উপায় রাজাকে অবহিত করলেন। এই বিষয় রাজা চাতুষ্পর্ণ ভাবে জ্ঞাত হলেন ; জিজ্ঞেস করলেন, ‘কিভাবে মহিষীর দোহদ উপশম করা সম্ভব?’ তিনি ব্যাখ্যা করলেন, ‘মহারাজ ! এই রাণী সর্বাঙ্গ পরিপর্ণ একটি সুন্দর রাজপুত্র প্রাপ্ত হবেন।’ তাঁর দোহদের উৎপত্তির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার জন্য দেবীর নিকট উপস্থিত হয়ে রাণীকর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত মহামূল্য আসনে উপবেশন করলেন। দেবী জিজ্ঞেস করলেন ‘কি ব্যাপার?’ তিনি উত্তর করলেন, ‘আমার কিছু বক্তব্য আছে, আমি রাজ পরিষদে শত্রুর কথা বলব না ; এখন আমি আপনার নিকট এসেছি এই কথা বলার জন্য।’

তিনি বললেন, ‘প্রভু ! অনঙ্গ্রহ করে বলুন, আমরা শুনব।’

তিনি বললেন, ‘দেবী ; আমি আপনার পুত্র লাভের বিষয় মাত্র বলব, অন্য কিছু শোনাতে আসিনি।’ তিনি বলতে লাগলেন, ‘দেবী ! আপনার পুত্র একজন রাজা হবেন। সমস্ত জম্বুদ্বীপের একশ রাজা তাঁর পদসেবা করবে, আপনার চন্দ্র-সূর্য পদদলনের ইহা পূর্ব নিমিত্ত। আপনার তারকার আলো ভক্ষণের ইচ্ছার পূর্বনিমিত্ত হচ্ছে, তার (সিংহাসনের) উত্তরাধিকারীর অন্তরায়কারী ভাইদের হত্যা করা ; আপনার মেঘ ভক্ষণের ইচ্ছার পূর্বনিমিত্ত হচ্ছে—ছিয়ানন্দই প্রকার সম্প্রদায়ের মতবাদ ধ্বংস করে উত্তম সম্বুদ্ধ শাসনের প্রতিষ্ঠা করা ; তার আদেশ উদ্ঘাটনশে যোজন পর্যন্ত বিস্তৃত হবে, এর পূর্বনিমিত্ত হচ্ছে—আপনার যে বৃক্ষ পাদ দ্বারা খাদ্য ও

পত্র দ্বারা 'বাস-প্রবাস গ্রহণকারী বৃক্ষ ভক্ষণ করার ইচ্ছা' এভাবে সকল দোহদের ফল ও নির্মিত ব্যাখ্যা করে বললেন, 'আপনার এরূপ দোহদ উৎপন্নের কারণ আপনি শীঘ্রই পুত্র লাভ করবেন ; ইহা স্মরণ রাখবেন ।' তিনি (রাণী) এতে অতি আনন্দিত হলেন ; তিনি বললেন, 'যদি এই ফলাফল সম্পূর্ণ (বাস্তব) হয়, তাহলে আপনাকে আপনার বাসস্থান থেকে স্বর্ণ-পালকি করে আনাব ।' তিনি তাকে শ্রদ্ধা জানালেন এবং যখন তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হল তখন তাঁর নাম জিজ্ঞেস করে সুবর্ণ পত্রে লিখিয়ে তাঁকে বিদায় দিলেন । অনন্তর তিনি উত্তমরূপে গর্ভ রক্ষা করে পরিপূর্ণ গর্ভ হলে যথাসময়ে একটি পুত্র লাভ করলেন ।

অতঃপর একদিন রাজা কুমারকে তাঁর অঙ্কে বসিয়েছিলেন, পরে তাকে খেলা দিয়ে তিনি আসনে বসলেন । কিছু লোক সর্পি'ল ভাবে দক্ষিণ দিকে ঘুরে যায় এমন মূল্যবান মূর্ত্তা (শঙ্খ) রাজার হাতে অর্পণ করেছিল । কুমার সেই মূল্যবান পাথরটি (শঙ্খ) নিক্ষেপ করল । রাজা শঙ্খটি নিয়ে কুমারের মস্তকে ছিটায় দিলেন । রাণী তা দেখে রাগান্বিত হলেন এবং কুমারকে তাঁর কাছ থেকে নিয়ে স্থায়ী পারিবারিক পুরোহিত আজীবককে জানালেন । তিনি ব্যাখ্যা করলেন, 'দেবী ! আপনার এই পুত্র নিশ্চয়ই সমগ্র জন্মদ্বীপে শ্রেষ্ঠ রাজা হবে ।' তিনি রাণী কর্তৃক সম্মানিত হয়ে একশ =যোজন দূরে অন্য এক প্রদেশে বাস করতে লাগলেন । অনন্তর পরবর্তী সময়ে ধর্মশোক শত্রুদিগকে ধ্বংস (হত্যা) করে পিতার মৃত্যুর পর রাজ্য গ্রহণ (সিংহাসনে আরোহণ) করে মাতাকে জিজ্ঞেস করলেন : 'মা' আমাদের এই সৌভাগ্য সম্পর্কে কি পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী হয়েছিল নাকি হয় নি ?' তিনি বললেন, 'তাত, আমাদের এক কুল-পুরোহিত আজীবক ছিলেন, তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ।'

'মা, তিনি কে এবং কোথায় বাস করেন ?'

তিনি বললেন, 'এখান থেকে মাত্র শতযোজন দূরে বাস করেন ।'

তিনি 'আচার্যের সেবা করব' চিন্তা করে একখানা স্বর্ণময় পালকিসহ কর্তিপয় লোক পাঠালেন । তাঁকে যখন আনা হিচ্ছিল তখন পৃথিমধ্যে অশ্ব-গুপ্ত স্থবিরের বাসস্থান বর্তনীয় সেনাসন দেখতে পেলেন । তিনি 'ইহা নিশ্চয়ই প্রব্রজিতদের বাসস্থান' মনে করে পালকি হতে অবতরণ করে হেঁটে সেই স্থানে গেলেন ; সেখানে তিনি দেখলেন যে, স্থবিরের মৈত্রীর প্রভাবে

সিংহ-ব্যাঘ্র-হারেনা (তরু) বড় হরিণ-শূকর-মৃগ ইত্যাদি পরস্পর নিবেদিত প্রাণ হয়ে পরস্পর মৈত্রী পরায়ন ও আশ্রয় সদৃশ হয়ে বাস করছে। শ্রবির ইহাদের পানীয় দ্বারা সেবা করছেন দেখে জিজ্ঞেস করলেন : ‘এইগুলো কি ?’

শ্রবির তাঁর পূর্ব জন্মের হেতু সম্পদ পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন, ‘ইনি পূর্ব-জন্মে আয়তন-কথা শ্রবণ করেছিলেন, এবং ‘এটা তার (নিবাণের) ভিত্তি হোক’ চিন্তা করে বললেন, ‘বন্ধু, এদেরকে আয়তন বলে।’ তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘এগুলো কি করছে ?’ তিনি উত্তর করলেন, ‘আয়তনগুলো হচ্ছে তাদের কাজ।’ তিনি সমস্ত আয়তন সম্পর্কে শ্রুতি পায়ে লজ্জা ও ভয় বোধ করলেন এবং উদ্ধৃষ্ট হয়ে বসে পড়লেন। শ্রবির তাঁকে একখানা স্নানের কাপড় দিলেন। তারপর তিনি প্রজ্ঞা প্রার্থনা করে শ্রবিরের নিকট প্রজ্ঞা গ্রহণ করলেন। অনন্তর কর্মস্থান গ্রহণ করে বিদর্শনকে বর্জিত করে সমস্ত জন্মান্তর দুঃখ (তৃষ্ণা) বিসর্জন দিয়ে শ্রেষ্ঠ অহংত্ব ফল প্রাপ্ত হলেন। কিন্তু এই অহংত্বফল কেন প্রাপ্ত হয়েছিলেন ? শ্রদ্ধাসহকারে ধর্মশ্রবণের জন্য নহে কি ? তাই প্রাচীনেরা বলেন :

৫৮। অজগর সর্প আবৃত্তি করা ধর্মের স্বরে পরমানন্দ লাভ করেছিল, সে তথা হতে চ্যুত হয়ে মূর্ত্তি (নিবাণ) প্রাপ্ত হল।

সুতরাং শ্রদ্ধাসহকারে সম্মত শ্রবণ করা উচিত। ইহা অজগর কাহিনী দশম।

৫৯। নিজের কাজ কর্ম ত্যাগ করে এখানে এসেছে ধর্ম শ্রবণ করার জন্য ; সুতরাং সম্বন্ধে দর্শিত ধর্ম শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করা সমীচীন।

ইহা ঘরসর্প (Rat-snake) বন্ধুর^{১২} আনুপূর্বিক কাহিনী।

লঙ্কাদ্বীপে রোহণ জনপদের মহাগ্রামে মহারাজ কাকবর্ণতিষ্য রাজত্ব করার সময় তলঙ্গরতিষ্য পর্বতের দেবরক্ষিত গুহায় মহাধর্মদ্বন্দ্ব শ্রবির বাস করতেন। সেই গুহার পার্শ্বে ছিল একটি বৃহৎ বন্মীক। তখন একটি ঘর সর্প সেখানে (পার্শ্বস্থ স্থানে) আহাৰ্য গ্রহণ করে উক্ত বন্মীকে বাস করত। একদা আহাৰ্য গ্রহণ করতে গিয়ে ইহার চোখ দুটি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। চক্ষু-বেদনার কারণে সে বন্মীক হতে আহাৰ্য অব্যবহায়ে বের হতে অসমর্থ হয়ে শূন্যে থাকত। তখন শ্রবির কষ্টে শায়িত ঘরসর্পকে দেখে তার প্রতি করুণার্ত হয়ে সে শূন্যে পায় এমন স্থানে দাঁড়িয়ে মহাসতি-

পট্টটান সুদৃষ্ট^{১০} দেশনা করেছিলেন। সে ধর্ম শব্দে স্বরের প্রতি নির্মিত স্থাপন করতঃ চিত্তকে প্রসন্ন করেছিল। সেই ক্ষণে একটি গোসাপ (iguana) তাকে মেঝে খেয়ে ফেলল। সেই কর্মফলে সে মৃত্যুর পর অনুরোধপদের দ্রুটগামিণি রাজের জনৈক অমাত্যের কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করে। তার বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তিস্যামাত্য নাম হয়েছিল। তিনি হিরণ্য-সদ্বর্ণ, গো-মহিস, দাস-দাসী ইত্যাদি বহু বিভবশালী হয়েছিলেন।

স্বরের প্রতি নির্মিতমাত্র গ্রহণে এরূপ বিভবের অধিকারী হয়েছিলেন। ধর্ম এরূপ মহৎ ফল প্রদান করে। অহো ! সদ্ধর্মের কত শক্তি ! তাই বলা হয়েছে :

৬০। অহো ! মহামর্দন সদৃশতের ধর্মের প্রভাব কত ! ইহা যে জন্ম গ্রহণ করেছে তাকে জন্ম থেকে মৃত্তি দান করে এবং লোক (পৃথিবী) কতৃক সম্মান প্রাপ্ত হন।

৬১। ধর্ম সর্বদা ধনহীনকে ধনবান করে, অকুলীনকে কুলীন করে এবং অজ্ঞানকে জ্ঞানী করে।

৬২। ধর্ম অপায় গমনের পথ কষ্টকাৰ্ণী করে এবং স্বর্গ গমনের মহামার্গকে সুসজ্জিত করে।

৬৩। এই সদ্ধর্ম জরা-মরণ পরিহার করে অমৃতপদ প্রদান (নিবাণ) করে ; সুতরাং জনগণ কতৃক ইহা সাদরে সেবা (অনুশীলন) করা উচিত।

৬৪। সুতরাং এই ধর্মবাণী শ্রবণ করে মনুষ্য সৌভাগ্যশালী হয় ; কাজেই নিজের হিতকামী কোন ব্যক্তি এই ধর্ম অনুশীলন করবে না ?

পরবর্তী সময়ে তিনি বহুবিধ পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে সুপ্তোচ্চিতের ন্যায় তুষিত স্বর্গে কণকময় বিমানে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

৬৫। জিন কতৃক দেশিত অমৃতময় ধর্ম সজ্জনের শ্রবণীয়, অনুশীলন যোগ্য, পূজ্য, এবং সম্মানযোগ্য ; দাঁড়ান অবস্থায়, গমনে, শয়নে ও উপবেশনে ইহার শরণ নেওয়া ও তৎপরায়ণ হওয়া উচিত।

ঘরসর্প কাহিনী একাদশ।

সজ্জনের আনন্দদানকারী সদ্ধর্ম সংগ্রহের ধর্ম শ্রবণের আনিসংস (পুণ্য) বর্ণনা সমাপ্ত।

*

*

*

১। চন্দ্রের ন্যায় লংকার শাসনাকাশে আলো দানকারী এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি জলজাত লংকাবাসীকে জ্ঞান-রশ্মি দ্বারা আলোকিত করেছিলেন।

২। তাঁর নাম ধম্মকীর্ত্তি, তিনি ছিলেন শীলাচার সম্পন্ন ও বহুগুণের অধিকারী ; আকাশের চন্দ্রের ন্যায় তিনি সিংহল দ্বীপে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

৩। তিনি সমগ্র ত্রিপিটক, ব্যাকরণ শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে পারঙ্গম ছিলেন, তিনি মহাপ্রজ্ঞাবান—লঙ্কাদ্বীপের আলোকবার্তিকা।

৪। ধর্মকীর্ত্তি মহাস্বামী ন্যায় বিখ্যাত তাঁর জনৈক শিষ্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে সৌন্দর্যময় লঙ্কায় এসেছিলেন।

৫। সেখানে তিনি বহু পদ্যময় কর্ম সম্পাদন ও স্থবিরের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে স্বদেশে যোদয় নগরে প্রত্যাগমন করেছিলেন।

৭। ৮। পদ চরিত্র প্রজ্ঞাবান মহান ধর্মকীর্ত্তি পরমরাজ নামে মহারাজ কর্তৃক নির্মিত লঙ্কারাম মহানিবাসে বাস করার সময় এই সঙ্কম্ব-সংগহ (সঙ্কর্ম সংগ্রহ) রচনা করেছিলেন। সর্বাঙ্গ (সঙ্কর্ম-সংগ্রহ) সমাপ্ত হল।

পাদটীকা

১। অজুত্তর নিকায়, VOI II, p, 13

২। ধর্মপদ, তুল, গাথা নং ৩৫৪।

৩। প্রত্যেকবুদ্ধ : প্রত্যেক (পক্ষে) বুদ্ধগণ স্বীয় চেষ্টা দ্বারা আসব মুক্ত হন। তাঁরা কোনো প্রকার ধর্ম দেখনা বা প্রচার করেন না।

৪। শ্রোতাপত্তি ফল : ধ্যান মার্গের প্রথম স্তরে উন্নীত হওয়া। এ স্তরে উপনীত হলে সাধকের আর নিয়গতি হয় না।

৫। তুল, রসবাহিনীর ‘পঞ্চমত ভিক্ষুং বন্ধু’ পৃ. ২২৩-২২৬।

৬। এই কাহিনী রসবাহিনীর মিগসাবকস্স বন্ধু (৫-১) এর সাথে ছব্ব মিল।

৭। অর্হত্ত্বফল :—ধ্যানমার্গের সর্বশেষ স্তর। বিদর্শন ধ্যানাহুশীলনের মাধ্যমে অর্হত্ত্বফলে উন্নীত হওয়া যায়। অর্হত্ত্বফললাভী ব্যক্তির পুনর্জন্ম হয় না।

৮। মার :—বৌদ্ধ সাহিত্যে পাঁচ প্রকার মারের উল্লেখ আছে ; স্বর্গমার, ক্লেমমার, অভিসংখারমার, মচ্ছমার এবং দেবপুত্রমার। মার সংকর্মের অন্তরায় সৃষ্টি করে। বৌদ্ধ সাহিত্যে মার সম্পর্কে বহু কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে। সংযুক্ত নিকায়ের ধীত্তরোহস্বে মারের তিন কন্তার নামোল্লেখ করা হয়েছে। এরা হল তণ্হা, অরতি ও রাগ।

৯। ইহা লংকার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকের অংশ। মহাবংস, ২২শ অধ্যায়। রসবাহিনীতেও রোহণ জনপদের উল্লেখ রয়েছে।

১০। আজীবক : অন্ততীর্থিক সম্প্রদায়ের অহুসারী।

১১। বিন্দুসার : চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পুত্র বিন্দুসার। তিনি খৃঃ পূঃ ২৩৮ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

১২। এই কাহিনীটি রসবাহিনীর সিলোত্ত বন্ধু (৯-১)-এর সঙ্গে ছব্ব মিল।

১৩। দীঘ নিকায়, ২য় ভাগ, পৃঃ ২২০—৩১৫।